আর্য্যসমাজ নাটক।

or

The Miserable old man of the Nineteenth Century.

আন্দুল সমাজান্তঃপাতী মহিয়াড়ী নিবাসী অধুনা
কাণপুর প্রবাসী

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঘোষাল কর্ত্তৃক
বিরচিত।

কলিকাতা।

২২৬। ২২৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে
শ্রীযদুনাথ রায় দ্বারা মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

সন ১২৯১ সাল।

অর্পণ।

মহামহিম শ্রীযুক্ত ঊনবিংশ শতাব্দী মহোদয়

প্রাচীনাময় ভীষকেষু।

নমস্কার নিবেদনং

যেহেতু আমার পুনঃ সংস্কার রূপ চিকিৎসার ভার তোমার হস্তে ন্যস্ত অতএব ভাল আর মন্দ যে কোন কারণে হউক রোগোৎপত্তির মূল বৃত্তান্ত তোমার সমক্ষে যথাবৎ বর্ণন করা রোগীর কর্ত্তব্য বিবেচনায় আমি এই "বৃদ্ধের দুরবস্থা" নামক নাটক খানি তোমার কর-কমলে অর্পণ করিতেছি, তুমি কৃপাবলম্বনে এখানি গ্রহণ করিয়া রোগীর অবস্থা অবগত হইয়া প্রসন্নচিত্তে ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা কর। হে শতংজীব! তুমি আমার নিমিত্ত যে "খেচোড়ান্ন" ব্যবস্থা করিয়াছ তাহা আমার বর্ত্তমান বিকৃত ধাতুর উপযোগী আহারও বটে, ঔষধিও বটে। এই খেচরি ব্যবস্থায় যেমন আমি পরিতুষ্ট, ভরসা করি তুমিও তেমনি এই খেচরী নাট্যোপ-হারে পরিতুষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে ক্ষণ লব পল মুহূর্ত্ত দণ্ড প্রহর জাম অহো-রাত্র সপ্তাহ পক্ষ ঋতু মাস অয়ন ও সম্বৎসর রূপ প্রাচীন কলেবরটী পরি-পুষ্ট করিতে করিতে গমন করিবে। হে সর্ব্বহর! তুমি আমার প্রাচীন রোগ হরনের সঙ্গে সঙ্গে যোগ ভঙ্গ করিয়া ভোগ লালসা বৃদ্ধি করিতেছ সত্য, কিন্তু আমি কি ভোগ করিব? তদর্থে এই জলস্থলীয় সম্পদ সংস্করন কার্য্যটী আপন সঙ্গে সঙ্গে সম্পন্ন করিয়া যাইবে বলিয়া শুভার্পণ মস্ত।

আপনার বৃদ্ধ আর্য্য-সমাজ

বঃ শ্রীমহেন্দ্রনাথ শর্ম্মণ।

কাণপুর।

৩০শে বৈশাখ সন ১২৮৭ সাল।

আর্য্য-সমাজ।

THE MISERABLE OLD MAN

OF THE NINETEENTH CENTURY.

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম প্রস্তাবনা।

ভারত সমুদ্র। সেই সুদৃশ্য বাণিজ্য-পোতখানি (যার কুম্ভকর্ণাকার প্রধান মাস্তলের শুভ্রবর্ণ ছোট পাল্‌টী দক্ষিণ বাতাসে প্রফুল্লিত ও কমঠ পৃষ্ঠের আকার অনুকরণে গর্ব্বিত হইয়া আকাশকে উপহাস চ্ছলে দন্ত-বিকাশ করিতেছে, এবং কর্ণের উপর রক্ত পীত হরিদ্বর্ণের পতাকাটী সন্দোলিত তরঙ্গ সঙ্গে করি কর্ণের মত ইতঃস্তত করিতে বিব্রত) ধীরগমনে "শুভক্ষণে" সঙ্গম প্রবিষ্ট হইল। পোতখানির গঠন প্রণালী অদৃষ্ট-পূর্ব্ব, হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন বিশ্বকর্ম্মার নিজ হস্তের নমুনা। আহা! নবীন নীরদাঙ্গে শুভ্র-বাদামী আকার রেখার মধ্যবর্ত্তী বাতায়ণ শ্রেণী অবলোকনে ভাবুক মাত্রেই প্রেমাশ্রু মোচন করিতেছিলেন যেন স্বয়ং বিশ্বম্ভর সাগর-শয্যায় শয়ণ করিয়া সহস্রচক্ষে বিশ্ববিলোক্ষণ করিতেছেন !!!

পোতমধ্যে অনেক গুলিন লোক। সকলেই শুভ্রকায়। কতকগুলিন খর্ব্বস্থূল কতকগুলিন দীর্ঘ। শীতকাল, একারণ সকলেই লোমজবস্ত্রাবৃত কৃষ্ণশিরস্ত্রাণধারী ও পাদত্রাণযুক্ত। কয়েক জন ভদ্রগোচ উপরিতলে একত্রিত হইয়া একখানি লম্বাকৃতি কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট, হস্তস্থিত দূরবীক্ষণে পূর্ব্বদিক নিরীক্ষণ করিতেং পরস্পর সম্ভাষণে প্রবর্ত্ত। যেমন দৃশ্য মনোহর সুন্দর-শরীর, তেমনি বীর ধীর ও গম্ভীর; তবে কোন বহুদর্শীর সুতীক্ষ্ণচক্ষে নব্য সভ্য বলিয়া ঠেকেন না তা বলা যায় না।

আর্য্য সমাজ।

সুমধুর বাদ্যধ্বনি থাম্‌লো। পোত অদৃশ্য ও পূর্ব্বদিক প্রকাশ হইল। পূর্ব্বদিকে একটী সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ। তাহাতে সুগন্ধিপুষ্প ও সুস্বাদু ফলাকীর্ণ উপবন মধ্যে দীর্ঘ প্রস্থে সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমীত একখানি অপূর্ব্ব চতুস্তল রথোপরি শুভ্রশ্মশ্রুকেশ যজ্ঞোপবীত কোপীন কাষায় ধারী প্রশান্তচিত্ত শুক্লবর্ণ একজন প্রাচীন ব্রহ্মচারী নিয়ত মুদ্রিত নয়ণে কোন অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় সুধাস্বাদনে নিমগ্নপ্রায় উপবিষ্ট থাকিয়া এক২ বার যেন স্বীয় নির্ম্মল দৃষ্টিযোগে মর্ত্তলোককে পবিত্র করণার্থ নেত্রোন্মীলন করিতেছেন। রথের গঠন রথীর স্বাভাবিক শুদ্ধ-উদ্দেশ্যটী বিলক্ষণ প্রকাশ করিতেছে। রথের নিম্ন বা প্রথমতল স্থলের উপর অর্দ্ধহস্ত উচ্চ, আর সার্দ্ধত্রিহস্ত দীর্ঘ প্রস্ত, কেবল লৌহময়; চক্রদণ্ড কীলক কণ্টক সব লৌহ অন্য ধাতু নাই। লৌহের উপর দ্বিতীয়তল একহস্ত উচ্চ আর ত্রিহস্ত দীর্ঘ প্রস্ত, কেবল রজতময়; এইরূপ তৃতীয়তল দ্বিহস্ত সমসর কাঞ্চনময় এবং চতুর্থতল একহস্ত পরিমাণে মণিময় বোধহচ্চে। উপরিতলটী কেবল আসন মাত্র; তথায় বসিতে পারাযায় কিন্তু শয়ন ভোজনের স্থানাভাব। মূল্যবান বস্তু স্বল্প ও সঙ্কীর্ণ হইবে আশ্চর্য্য নয়! তথায় যদিচ জনতা আছে তথাপি কোলাহল নাই, যেন জ্ঞান বৈরাগ্য দয়া ধৈর্য্যের সহিত শান্তিকে আবদ্ধ রাখিতে নিয়ত ভক্তিযুক্ত রহিয়াছে। পাছে সে শান্তি ভঙ্গ হয়, এ নিমিত্ত তন্নিম্নতলে অসিচর্ম্ম কবচ কার্ম্মূক তূণধারী জনেক রক্তবর্ণ বীর পুরুষ কতিপয় প্রহরীসঙ্গে সপ্রাঙ্গণ রথ রক্ষা করিতেছেন। প্রাচীণের মুখারবিন্দ বিনির্গত উপদেশ মকরন্দ পানানন্দ নিরত এই পুরুষের সাক্ষাৎসম্বন্ধে সর্ব্বত্রই সমপ্রভুত্ব। অহরহ শান্তিরক্ষায় ব্যাপৃত ব্যক্তি সময়াভাবে স্বশরীর পোষণে অশক্ত এ প্রযুক্ত অনাহার জন্য দুর্ব্বল ও দুঃখী হইতে পারেন, একারণ তন্নিম্নে দ্বিতীয়তলে হল মূষল খনিত্র খুরুপ্পা পরশু তুল তরাজু, এবং হস্তি অশ্ব গো মহিষ ছাগ মেষ প্রভৃতিতে পরিবৃত পীতবর্ণ কয়েকজন তিলক পীতাম্বর ধারী স্নেহান্বিত যুবা ব্যাপারী ভক্ষ্য ভোজ্য পানীয় পরিচ্ছদের আয়োজনার্থ নিযুক্ত থাকিয়া ইতস্ততঃ করিতেছেন। এতাবৎ কার্য্য বিনা সাহায্যে সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভাবিত নহে, তজ্জন্য তন্নিম্নে, ভূমির উপর, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বিস্তৃত ও কঠিন লৌহময় তলে, অনেকগুলিন কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ, উদ্যান রক্ষক ভারবাহক ও আজ্ঞাকারী-সেবক স্বরূপে অবস্থিত ইহাদের অভাবে অন্য সকলের তুল্য কষ্ট, একারণ ইহারা সকলের প্রিয়৹

স্নেহপাত্র ও অবশ্য প্রোষ্য। পীতাম্বর, যেমন ইহাদের সেবিত, তেমনি উপরিতলস্থ রক্তাম্বরের রক্ষিত হয়েন। রক্তাম্বর, যেমন পীতাম্বর সেবিত, তেমনি শুক্লাম্বর রক্ষিত। এবম্প্রকারে, পরস্পর সাহায্য সম্বন্ধে ভক্তি স্নেহ বন্ধনে নিবদ্ধ রথস্থ রথি সারথী ও বাহকগণ মহাসুখে কালযাপন করিতেছেন। কেহ কারু দ্রোহ বা হিংসা বা দ্বেষ বা অবমাননা করেন না, সকলেই মনিমণ্ডপস্থ সর্ব্বত্যাগী-শ্বেতপুরুষের শরণাপন্ন ও সেবাপরায়ণ। এমন্ কি উদ্যানের ফুল ফল ও নদ্যাদির নির্ম্মল জল, ক্ষেত্রের শস্য ও গাভীর গব্য, কোন পদার্থ (আম কি পক্ক) যাহা উপস্থিত হয় প্রাচীন কে নিবেদন না করিয়া কেহ গ্রহণ করেন্ না। প্রাচীন যাহা করদ্বারা স্পর্শ ও মন্ত্রদ্বারা প্রসাদ করেন তাহাই তাঁহাদের সকলকার গ্রাহ্য হয়, প্রাচীন যাহা পরিত্যাগ করেন তাঁহাদের ও তাহা পরিত্যাজ্য। পৃষ্ট পদার্থ রক্তাম্বর ও পীতাম্বরের গ্রাহ্য এবং প্রসাদী পদার্থ কৃষ্ণকায়ের গ্রাহ্য হয়, যে হেতু তাহারাই প্রসাদ-ভোজী। সুরম্য প্রাঙ্গনে সুন্দর উপবনস্থ সুগন্ধি ফুল ও সুস্বাদু ফল জল উজ্জল রথস্থ সুদৃশ্য প্রাণীপুঞ্জের সেই নির্ব্বিঘ্ন সুখসম্ভোগস্থল বহুকাল অটল থাকাতে প্রফুল্ল কমলাকীর্ণ সরোবরের ন্যায় দিগদিগন্তরের ষট্‌-পদাবলীকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। গোলাপ ফুল যেমন স্থানে ফুটুক না কেন দর্শকের চক্ষে ঠেকেই ঠেকে, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর যে জাতীয় জীবের হউক না কেন শ্রোতার কর্ণে লাগেই লাগে। যখন নির্ব্বীজ দাড়িম্ব ও রসাল দ্রাক্ষা নিষিদ্ধ দেশজাৎ হইয়াও সকলের স্পৃহার সামগ্রী, তখন লবণার্ণবতীরস্থ সেই নির্ব্বিঘ্ন শান্তিসুখাকর ক্ষুদ্র “ আর্য্য সমাজটী” কারু লক্ষ্যস্থল হইবে না কেন? স্বজাতীয় সহানুভূতীয় ন্যায় স্বজাতীয় ঈর্ষা ও মনুষ্য কি জীবমাত্রের স্বভাব। মনুষ্য যত বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞানবান হউন, যত উন্নত ও সুসভ্য হউন, ইন্দ্রিয়ার্থে লোলুপ না হইয়া থাকিতে পারেন না। এ বিষয়ে তিনি বরঞ্চ পশুপক্ষীকেও পরাস্ত করেন!

বৃদ্ধ সুখাসনে বহুদিন ধ্যানস্থ, অন্তরস্থ অরাতিগণ পরাজয় মানিয়া বহিদ্বারে উপস্থিত তাহা জানিতে না জানিতে “দুম” কোরে একটী শব্দ হইল। রথের নিম্নতল বিশৃঙ্খল ভুতলগত এবং বৃদ্ধ ভগ্নপদখঞ্জের মত

(স্বগত)।

হায় একি, সুখে দুঃখে স্নেহ ভক্তিসংযোগে শুভদিন প্রত্যাশায় প্রিয়-

জন প্রতিপালনে প্রাণধারণ করিতে ছিলাম, এ আবার কি?—কর্ণবধ! রথ চলেনা কেন। কি ভীমরতি, না! এই ত সব ইন্দ্রিয় বজায়। তবে চলেনা কেন; কি পক্ষ্যাঘাৎ?—তাও নয়, স্পন্দন রহিত। মূর্চ্ছাবস্থা, না তাও নয়। তবে কি মৃত্যু?—মৃত্যুই বা কৈ, আমার কি মৃত্যু আছে? তাহলে এত দেখবে কে, ভুগবে কে! বোধ করি স্বপ্ন, কেমন কোরেই বা স্বপ্ন, স্বপ্ন কি সঞ্চিতধনে বঞ্চিত করে? স্বপ্নের প্রিয়াবিচ্ছেদ দুঃখ নিদ্রা-ভঙ্গে দূর হয়; পার্শে প্রিয়ার অঙ্গে করস্পর্শ হইলে, উভয়ে জাগ্রত হইলে সুখের সীমা থাকে না, কৈ আমার তা কৈ (বোলে পার্শে করপ্রসারণ) (সবিস্ময়ে) এই যে প্রিয়ে সামঞ্জস্যে জ্ঞান বৈরাগ্য ক্ষমা দয়া ধৈর্য্য বিশ্বাস শ্রদ্ধা ভক্তি স্বাস্থ্য এবং সস্নেহ উদ্যম পরিশ্রম বীর্য্য পরাক্রমাদিকে লইয়া নিদ্রিতা! সবথেকেও কেউ নাই! হা কি দুর্ঘটনা! আমি না গৃহী না বনী, না ধনী না ভিখারী, না রাজা না প্রজা, না পণ্ডিত না মূর্খ, না ছলী বলী, তবু বিড়ম্বনা? প্রিয়ে নিদ্রিতা, তাঁর সঙ্গে সুখ স্বাধীনতা সাহস প্রভৃতি সব প্রিয়তমেরা ও নিদ্রিত, আশ্চর্য্য, এমন ত কখন হয় নাই! কারণ কি, এ অকালনিদ্রার কারণ কি! একি সত্যই কালনিদ্রা! এখন এ ভূমগ্ন ভগ্নরথ কে কে উদ্ধার করবে, কারে ডাকি, মনের বেদনা মুখে আনতেও অশক্ত, হল কি? দৈবজ্ঞ ডাকি, দেখি কি বলে।

প্রথমাভিনয়।

প্রকাশ্যে।—দৈবজ্ঞ দৈবজ্ঞ (আহ্বান)

করে পঞ্জিকা দৈবজ্ঞের প্রবেশ।

দৈবজ্ঞ। (বৃদ্ধের প্রতি) কি আজ্ঞা মশয়!

বৃদ্ধ। (কাতরে) আমার এঁ দুরবস্থার কারণ কি বল দি? আঃ।

দৈবজ্ঞ। (কর গুণে) এক দুই, মশয় দুইটা গোলযোগ, যারে আপনারা ফাঁড়া বলেন, তার একটা কেটেছে, একটা আগত প্রায়।

বৃদ্ধ। সত্য হে দৈবজ্ঞ, ঠিক বলেছ। আগতটা কতদূর বল দি?

দৈবজ্ঞ। (কিঞ্চিৎ ভেবে) বড় দূর নয়, তবে তত নিকটে ও নয়, কিন্তু নজর পড়েছে। নজরেই এই সব আগম দেখাচ্ছে, পূর্ণ দৃষ্টিতে যে কি হবে বলা বাহুল্য, দেব মনুষ্য কারুর অগোচর নাই!

বৃদ্ধ। সেকি হে, আমি বৃদ্ধ আমার উপর নজর, নজর ত নব্য ভব্যদের উপর পড়াই সম্ভব!

দৈ। মশয়! ও দুষ্টনজরের কথা আপনি বল্‌লেন না, সে মানুষ চিনে লাগে না, নজরে পলেই সারে। ঐ দেখুন না সব ঢলা ঢলা গড়া গড়ী, কোথায় শক্তি কোথায় ভক্তি কোথায় ক্ষমা! সব অচৈতন্য কেবল এক মমতা "আমার আমার" কোরে রোদন কচ্চে! সুবিচার নিরুদ্দেশ। আপনি যে বয়েশগুণে নিরম্বী হচ্চেন তা নয় এ কেবল নজর!

বৃ। ভাই দুঃখের কথা বলব কি, রক্ষকেরাই ভক্ষক হয়ে বসচে। যে ধরা আজন্ম ধারণ করেছেন তিনিই এখন ভক্ষণে উদ্যতা! তিনিই রথ-ধরে গ্রাস কচ্চেন, জীব কি না খাবে? ঐ দেখ দাসগণ এ আসনের আশে অগ্রসর হচ্ছে! আমি আর তাদের চক্ষে ভাল লাগিনে। হা অদৃষ্ট, এতও লিখেছিলে!!

দৈ। মহাশয়! ভারতযুদ্ধে যে গৃহভেদ ও ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ করিয়াছিল, সেই মহাবল ঈর্ষা এখন ও মর্ত্তলোকে আছে, সে যে নিশ্চিন্ত আছে তা কেমনে বলব। তার দুষ্ট নজরে কি না হয়, কোন্ অনিষ্ট অবশিষ্ট থাকে। নল হরিশ্চন্দ্র শ্রীরামচন্দ্র সকলেই এই নজরের মারা। মহাশয়! যে অম্বিকার কোপদৃষ্টিতে মহাবীর ধূম্রলোচন ভস্ম হয়; সেই অম্বিকার একমাত্র অবলম্বন হৃদয় নন্দন লম্বোদরের উত্তমাঙ্গ কি না নজরলেগে উড়ে যায়, হায় হায় হায়! সে নজরে কি নেই, পাঁচ-টাভুত আর পাঁচভূতের কায সকলি আছে!

বৃ। তা, নজরি বা কে লাগাবে, নিকটে তেমন জ্ঞাতী শত্রু ত নাই যে ঐশ্বর্য্যের লোভে দুষ্টনজর মারবে?

দৈঃ। (পঞ্জিকা দেখে) "বার তিথি কোরে অ্যাক, পেটের ছেলে গুণে দেক, একথা যদি মিথ্যেহয়, সে ছেলে তার বাপের নয়"।

বৃ। এ কি গর্ভ পরীক্ষা গোণ্‌চ নাকি হে দৈবজ্ঞ!

দৈঃ। মহাশয় যে প্রশ্ন করেচেন না, এর উত্তর দেওয়া আর পেটেরছেলে টেনে আনা সমান কঠিন! (গর্ব্বে) আচ্ছা, কৈ কেউ মুকফুটে বলুক ত দেখি,—এ কার নজর! হুঁ ভুতভবিষ্যত বলাটা এম্‌নিই সহজ যে সকলেই দৈবজ্ঞ হবেন!

বৃ। ভাল, তুমিই ভাল কোরে দেখে বল ?

দৈঃ। মহাশয়! জ্ঞাতি শত্রুই বটে ; অনেকদূরে থেকে নজর লাগাচ্ছে। ঐ কাঞ্চন খণ্ডে দেখুন না, কত রকম রকম চেহারার আবছায়া পড়েছে !

বৃ। আমার আবার জ্ঞাতি কে হে, কৈ আমি ত তা জ্ঞাত নই।

দৈঃ। মহাশয়! জানা কথা সকলেই বোল্‌তে পারে, যে আজানা কথা বলে সেই পাকা দৈবজ্ঞ। আপনার জ্ঞাতির খবর আপনি রাখেন না কিন্তু আমি রাখি। আপ্‌নি রাখ্‌বেন কেন ; রাত দিনের খবর নেই, কেবল চক্ষুবুজে বসেথাকেন, এতেও যদি নজর না লাগে তবে সে চোকওয়ালার দোষ !

বৃ। তুমি এ কথা কোথা শুন্লে হে দৈবজ্ঞ ?

দৈঃ। কেন, আমার কথায় আপনার বিশ্বাস নাই, মশয় ! আমি শোনা কথা কইনে, এই পাঁজী দেখুন (বোলে পঞ্জিকা পাঠ)

অনার্য্য দেশ হইতে আর্য্যেরা এসেছে।
সাক্ষী তার ক্যাশ্‌পীয়ন্‌ কশ্যপ রয়েছে॥
ইতি ঘোষ বসু মিত্র প্রণীতা
আধুনিক নবপঞ্জিকাঃ।

বৃ। আ সর্ব্বনাশ ! সত্য সত্যই মূল নিয়ে টানাটানি ! তবে নজর ; টোনা ; জাদু ; তন্ত্র মন্ত্র সব ; নচেৎ এত ভুল, এত মতিভ্রম আমার !! —(বোলে অধোমুখে স্বগত) হা রাম ! ভুতে পেয়েছে, বর্ত্তমানে ও পাচ্চে, না জানি ভাবীর মনে আরো কি আছে।

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয়াভিনয়।

বাণিজ্য-পোত। তিনজন উপবিষ্ট।

প্রথম। (দূরবীক্ষণে দেখিতে দেখিতে ব্যস্ত ভাবে ইতঃস্তত করত)—
ডিস্‌প্যাচ দেম্ চ্যাপ, ডিস্‌প্যাচ্ দেম্ সুন ;
ইট্‌স টাইম টু বি অন দি স্পট ?

দ্বিতীয়। দে হ্যাভ গণ সর, দে হ্যাভ গণ। রীচ্‌ড দি শোর বায় দিস্ টাইম আই বিলীভ !

প্রঃ পুঃ। এণ্ড দে হ্যাভ মাই ইন্‌ষ্ট্রক্‌সন্‌স ইন্ দেয়ার পকেট্ আই হোপ।

দ্বিঃ পুঃ। ও ইএস, দে আর অল রাইট ফর দি বিজনেস্।

প্রঃ পুঃ। ও, দে আর মাই হ্যাণ্ডস ইউ নো ; রাইট এণ্ড লেফ্‌ট।

দ্বিঃ পুঃ। ইএস আই নো দি ফ্যাক্ট ভেরি ওএল, অ্যাজ দে গো হ্যাণ্ড বায় হ্যাণ্ড, অ্যাজ কজ এণ্ড এর্ফেক্ট, এজুকেশন এণ্ড এনলাইটেন্‌মেণ্ট,—সিভিলিজেসন্ এণ্ড ভাইস্।

প্রঃ পুঃ। (বিশেষ রূপে পূর্ব্বদিক্ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক) ও ওয়াট্ অ্যান অ্যামিউজিং স্পেকটেক্‌ল চ্যাপ ?

দ্বিঃ পুঃ। এণ্ড অ্যান ইণ্টেরেষ্টীং টু।

প্রঃ পুঃ। ইএস, ইণ্টেরেষ্টিং টু বোথ, ইউ এণ্ড মি অ্যাজ ওএল !

দ্বিঃ পুঃ। সরটেন্‌লি সো। এ ফাইন্ ফীণ্ড ফর ঔয়র লর্ডস্ ফ্লকস, টু গ্রেজ অন ইন এণ্ড অপন্।

প্রঃ পুঃ। হাঃ হাঃ হা ! ফর অল দি প্রিপোজিসনস ইউ মীন ?—ও লুক অ্যাট দি ফরটিলিটী অব দি ল্যাণ্ড এরৌণ্ড, দি ফ্লেভরিং ফ্লৌয়ার্শ, ফ্রুটস, অ্যাজ নেচর হ্যাজ ডিপজিটেড্ হর্ চইসেষ্ট ট্রেজর বট 'হিয়র' !!!

দ্বিঃ পুঃ। অন্‌ডৌটেড্‌লি সো। বট্ লেট অস্ সি দি অদর সাইড্ অব দি পিকচর ? (বোলে উভয়ের গাত্রোত্থান)।

তৃঃ পুঃ। ইএস, আই অ্যাম ওয়াচিং দেম হিয়র সর !

প্রঃ পুঃ। অল রাইট, এণ্ড ডোণ্ট মিস হিম। নট দি ওয়ান, বট দি আদর। দি ওয়ন মাইট হাইড হিমসেল্‌ফ ইন দি মষ্টিটিচিউট, বট কিপ ইওর ঈগলস আইঅন্দ্যদর! (গমন,)।

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় প্রস্তাবনা।

বঙ্গোপসাগর। শতমুখী শৈলজার পশ্চিম তীরে এক খানি বাষ্পীয় তরি নঙ্গরের উপর ভাসচে। মাল্লারা আনন্দ কোলাহল কচ্চে। নানা রঙ্গের বাদ্য বাজাচ্চে, গাচ্চে, নাচ্চে আর পূর্ব্ব দিক দেখে হো হো করিয়া হাসচে। কর্ত্তারা অদৃশ্য। এক জন যুবা অত্যন্ত সমাদরে একটী যুবতীর করধারণ পূর্ব্বক একখানি ক্ষুদ্র তরি যোগে তীরে অবতরণ করিলেন এবং চন্দ্র সূর্য্যের মত ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিলেন।

বাদ্যধ্বনি থাম্‌লো।

যুবক ভদ্রপরিচ্ছদধারী বটে, কিন্তু শ্রমজীবির ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, পিঙ্গল চক্ষু ও পিঙ্গল কেশ জন্য পাশ্চাত্য বলিয়া প্রতীতি হইলেন।

যুবতী নাতিদীর্ঘা নাতিখর্ব্বা, যুবার ন্যায় পিঙ্গলাক্ষি কেশা কিন্তু শুভ্রা, সরস্বতীর ন্যায় স্বভাব সৌন্দর্য্যে সুন্দরী। বেশ বিন্যাশের পারিপাট্য ও অলঙ্কারাদির আড়ম্বরাভাব, কেবল ভানুমতীর মত একটী "লাগলাগের ঝুলী' উন্নত গ্রীবা দেশ হইতে বিলম্বিত হইয়া কটিতটে পড়িয়াছে। লম্বমান দেহাবরণ বদন ভিন্ন অন্যাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়াছে, চরণদ্বয়ে চর্ম্মপাদুকা সুশোভিত। কণ্ঠস্বর বংশীধ্বনিকে এবং গমন ভঙ্গি মাতঙ্গিণী দেবীকেও পরাভব করিতেছে! চলিতে চলিতে দণ্ডায়মান ও চতুর্দ্দিক অবলোকন।

তৃতীয়াভিনয়।

যুবা। জড়বাদিনি! আমরা প্রিয় ভাগ্যধরের প্রার্থনায় সর্ব্বহর প্রেরণায় স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া লবণসমুদ্রতীরে আসিয়াছি সত্য, কিন্তু দাদার প্রসাদে ও বধূভগ্নী শিল্প-রাণীর গুণে যেন দেশেই আছি বোধ হচ্চে, কেমন? (বোলে) ঐ বুঝি দাদার পাঠশালা? (সম্মুখে দৃষ্টিপাত)।

যুবতী। হ্যাঁ নাথ! এমন নব নির্ম্মিত অট্টালিকা আর কার হবে!— মিথ্যে নয়, শিল্পরাণী দিদি যেখানে থাকে, যেখানে যায়, সেইখানেই যেন চাকচিক্যের চমৎকারী জাজ্জ্বল্যমান। আহা! তার চক্ষে, স্বুবর্ণ বর্ষে! পারিপাট্য যেন পায়ের ধূলীর মত, পদে পদে ঝরে অথচ সঙ্গে সঙ্গে পায় পায় গমন করে! দিদির সকের প্রাণ ভাল জিনিসেই ঢালা। সুন্দর নিজে, এজন্যে তার সব সুন্দরী চাই, যেন না হলেই নয়। প্রতিদিন কিছু না কিছু নতুন করা তার স্বভাব; আঁব গাছে জাম আর জাম গাছে বাদাম ফলান এক প্রকার নিত্য কর্ম্ম। (বোলে হাস্য)—হীঃ হীঃ হীঃ।

যুবক। হ্যাঁ হ্যাঁ (সহধর্ম্মিণীর হাস্যের প্রত্যুত্তর দিয়ে) হাঁ প্রিয়ে! এই সব নানা বর্ণের এক হারা দোহারা তেহারা ফুলের কেয়ারী বড় বড় ফলভারে ভারাক্রান্ত ছোট ছোট গাছের সারি উর্দ্ধগামী বারিধারা, শীতোষ্ণ প্রচারক ও নিবারক খোদকারী পিচকারী ও কারুজ সকল তাঁরি কারিগরি। অভাবকে জবাব দিবার স্বভাব আর কার? দ্বিতীয় নাই বল্লেও বল্‌তে পারি! আহা! এমন পরহিতকারিণী কামিনী কি আর হবে? (বোলে উভয়ের পদচালন)।

তৃতীয় প্রস্তাবনা।

বসন্তকাল। ঋতুরাজ, ঠিক যেন পত্রপুষ্পমুকুলাকীর্ণ বৃক্ষ-লতামণ্ডিত যজ্ঞমণ্ডপে উপবিষ্ট কন্যাকর্ত্তা বেশে, সুরভিগন্ধ-মুদিতা প্রফুল্লিতা পৃথিবীকে সর্ষপ-কুসুমবাসা কৃতাধিবাসা কাঞ্চনবর্ণা কন্যা সাজাইয়া বরাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন, তদ্দৃষ্টে ভ্রমর পঞ্চস্বরাদি গায়কবৃন্দবেষ্টিত মলয়ানীল, অগ্রগামী বাদক সম্প্রদায়ের ন্যায়, সাগর-সলিলে কল কল শব্দ উত্থাপন পূর্ব্বক

যেন বৈবাহিক বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে "সেই পথেই বর" এমত সম্বাদ প্রচার করিতেছেন। সম্মুখে পাঠশালা,—

পাঠশালা একটী বৃহৎ ত্রিতল অট্টালিকা শঙ্খের ন্যায় ধবল। তার চতুর্দ্দিকে গোল গোল থামের উপর ছাঁত ও বারাণ্ডা, দ্বার গুলিতে ঝিলমিল্ ঝুল্‌চে। ভিতরে অনেক গৃহ, মধ্যে একটী বড় দালান তার চতুর্দ্দিকে কাষ্ঠাসন আর মধ্যস্থলে একটী গোল ত্রিপদকাষ্ঠ-বেদিকা চিত্রবস্ত্রে আবৃত, তদুপরি কতকগুলিন সুদৃশ্য পুস্তকলেখনী ও মস্যাধার রক্ষিত আছে। তথায় উচ্চ কাষ্ঠাসনে একটী "প্রায়-প্রচীন" গৌর পুরুষ উপবিষ্ট। একে গৌরাঙ্গ তাতে বিদ্যার গরিমা তদুপরি আবার কামিনীকরকমলনিঃসৃত কারুকার্য্যধারণে গৌরবান্বিত, অভিমানের সীমা নাই;—গম্ভীরভাবে একখানি গ্রন্থ সমালোচনার ছলে মধ্যে মধ্যে এক একবার "এখানটা ভাল হয় নি,— ওটা এরূপ হইলে ভাল হইত" বোলে ঈষৎহাস্য আস্যে প্রেয়সীর মুখপদ্মের ভ্রমর স্বরূপে গৌরবে গুণ্ গুণ্ করিতেছেন!।

তাঁর প্রেয়সী বামে একখানি বিচিত্র আরামকুর্শীতে বসিয়া বস্ত্রপাদুকায় শিল্পকারী করিতেছেন। তাঁর কুঞ্চিতকান্তি প্রবীনার পরিচয় দিচ্চে বটে, তথাপি কৃত্রিম-কৌশলপ্রভাব অভাব দূর করত নবীনার কোমলতা প্রকাশে পরাঙ্মুখ নহে!।

নানা জাতীয় নানা মূর্ত্তিধারী নানা দেশীয় নানা অবস্থার ছাত্রী ও ছাত্রগণে পাঠশালা পরিপূর্ণ; তাহাদের কণ্ঠধ্বনি বাহির হইতে শুনিয়া পথিকেরা মনে করিতেছেন যেন নিবীড় অরণ্যে সন্ধ্যা, অথবা, কোন চিড়িয়াখানায় নিশি প্রভাৎ হইল!।

অট্টালিকার সম্মুখে পাকা পৈটে,—

যুবক যুবতী উপস্থিত।

চতুর্থাভিনয়।

যুবক। (উচ্চস্বরে) বিদ্যাভিমান দাদা পাঠশালে?—(পৈটের উপর উঠে উঁকিমেরে দেখে) এই যে দুজনেই বোসে,—(স্বগত) নিশ্চিন্ত দেখছি, লক্ষণটা মঙ্গলের বোধ হচ্চে। (প্রকাশ্যে) সুপ্রভাত দাদা! সুপ্রভাত বউভগ্নি!—

বিদ্যাভিমান। (স্বর শ্রবণে ব্যস্ত কিন্তু আসনে বসিয়াই দ্বার দেখে) কে

হে জ্ঞানাভিমান! এস এস ভাই এস,— বউ-ভগ্নি এস,— (বোলে দক্ষিণ দিকে আসন দেখাইয়া) বস ভাই, বস বউ-ভগ্নি,... সুপ্রভাত সুপ্রভাত ভাই ভগ্নি!!

জ্ঞানাভিমান। (সস্ত্রীক উপবেসন ও পরস্পর প্রেমালাপন পূর্ব্বক) তবে দাদা! সব মঙ্গল,—বিষণ্ন কর্ম্মের কুশল?

বিঃ অঃ। হাঁ ভাই সব মঙ্গল। (পত্নীর দিকে চেয়ে) এই সর্ব্বমঙ্গলা সর্ব্বত্রগা শিল্পরাণীর প্রসাদে সব মঙ্গলই হচ্চে। একা আমাদের হতে কি হতে পারে?। (হাস্য)—(ছাত্রগণ দেখাইয়া) এই এত গুলিন সংগ্রহ হয়েছে। আর পথ ঘাট পরিস্কার পান-ভোজনের সুসার বেস হচ্চে। (ভুরুটেনে) সে সব পুরাতন গোলযোগ আর নেই—বল্লেই হয়; গোপনে বল আর প্রকাশ্যে বল, সব আমাদেরই আজ্ঞাকারী, আমাদিগেই নিবেদন কচ্চে আর প্রসাদ পাচ্চে, বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসাও কচ্চে না!। ফলে বুড়োর বদমাসী সব প্রকাশ হয়েছে; বুড়োর চেয়ে বড় আরো কেউ আছে তা এখন সকলে টের পেয়েছে। সব পরিষ্কার; যা বাকি তা এখন তোমরা এসেছ সমাধা কর? আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের দর্শন স্পর্শনেই যেন সকল প্রকার উপদ্রব আগুণ লেগে পুড়ে আর ছাই হয়ে উড়ে যায়!। (বোলে মুচ্‌কে হাসি)

জ্ঞাঃ অঃ। উপদ্রব গুল কিরূপ দাদা?

বিঃ অঃ। উপদ্রব মাটীর গুণ, উর্ব্বরতা, আর কি। মূল তাই; সেই উপলক্ষে আলস্য; যারে বৈরাগ্য বল। পায়ের উপর পা দিয়ে নিশ্চিন্ত হোয়ে আহার করা; কোন প্রকার শ্রমের ধার ধারা নয়!। সেবা নেওয়া,— অঋণী ও অপ্রবাশী থাকা,— আর কত বলব, সব জান্‌ই ত,— সাধারণ সম্পত্তি একচেটে করা! এর চেয়ে উপদ্রব আর কি? সভ্যতার সঙ্গে ধর্ম্মের সামঞ্জস্য? দুর্নীতি! এ কথনই থাকবে না, অবশ্য পৃথক কর্ত্তে হবে!!

জ্ঞাঃ অঃ। সে জন্যে ভয় নেই, সে জড়বাদিনী রাণীর পদার্পণ মাত্রেই সব একরকম সুপ্রতুল হবে। এখন যেখানে কোদালে কাজ হয় ক্রমে সেখানে শাতবার লাঙ্গল দিলেও তা হওয়া দায় হবে; সুতরাং পায়ের উপর পা দিয়ে বসে অক্লেশে সেবা নেওয়াটী ফুরুল! সে

দফা আমি আগে রফা করব। ফলে তুমি দেখবে দাদা! তোমার আশির্ব্বাদে আর এই আমার আদরিণীর প্রসাদে আমি ত্বরায় স্বকার্য্যে কৃতকার্য্য হব। কর্ত্তা বোলেছেন সময় ও সমীরণ দুইই অনুকূল মান্দিক্ষ্যাণ যোগ, বিলম্বে কার্য্য হানির ভয় ভিন্ন আমার আর কোন ভয় নেই!

বিঃ অঃ। আপাতত কি যুক্তি করবে বল দেখি?

জ্ঞাঃ অঃ। আপাতত আমি সকল বাহ্যবস্তুতেই জড়বাদিনীর লাগ্‌লাগ্‌ ভেল্কী দ্বারা সেই হতভাগা বৈরাগ্য সূর্য্যে গ্রহণ লাগাইব, কারণ সেই বেটাই ভক্তিশক্তি দ্বারা বিষ বাষ্প আকর্ষণ পূর্ব্বক মানসচন্দ্র ঢেকেচে। তার পর বৈরাগ্যাভাবে আশক্তি অন্ধকার ধীরে ধীরে অভাব রাত্রী সহ যখন স্বীয় প্রভাব বিস্তার করত ভয় ও হাহাকারকে শাসনকার্যে নিযুক্ত করিবে তখন আর বাছা (হাঃ হা হাস্য) যাবেন্‌ কোথায়? দুর্ভিক্ষ মহামারী জলপ্লাবন অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি আর বাত্যা এ সব হাহাকারের হস্তগত। এরা প্রবল হলে কি দাদা! আর রক্ষে আছে;—বসে খাওয়া দূরের কথা, পৃথিবী পর্য্যটন কোরে আর অকথ্য কথন অকার্য্যকরণ অপাঠ্যপঠন প্রভৃতি কায়ীক বাচনীক ও মানসীক সর্ব্ব প্রকার দুস্কার্য্য করিতে করিতে মাথার ঘর্ম্ম পায়ে ফেলিলেও এক সন্ধ্যা—এক সন্ধ্যা কি এক মুষ্ঠী পাওয়া ভার হবে! তখন কোথায় বা সামঞ্জস্য, কোথায় বা শান্তি। তখন লাল পীলে কালা কারু কোন ভিরকুটী চল্‌বেনা। কোঁক্‌ড়া কাটে ঠেকলে রথের বন্ধন আপনি ঢিলে হয়ে অবশিষ্টতল ছিন্ন ভিন্ন অবসন্ন হবেই হবে। পরে, সে অন্ধকারে, প্রকৃত আলোর অভাবে, কৃত্রিম আলো কাযে কাযেই খুঁজবেন!!। তা হলেই তোমার পো বারো কি না দাদা—

বিঃ অঃ। সব ঠিক! "ধরি মাচ না ছুই পানি" অ্যাঁ! (বোলে) বেঁচেথাক ভাই বেঁচেথাক!

জ্ঞাঃ অঃ। দাদা যে খানে আমি সেখানে আর কি বেঠিক হতে পারে, আমার নামেরগুণে সব ঠিকই ঠিক হয়।

বিঃ অঃ। তা আমি জানি; স্বদেশেও তাই হয়েছে না?

জ্ঞাঃ অঃ। (দাদার মন রেখে) হুঁঃ হু সেখানেও তুমি অগ্রসর ছিলে দাদা!

এখানেও তুমি, (শিল্পরাণীর প্রতি) কেমন বউ—ভগ্নি ?

শিল্পরাণী। (প্রশ্নের ভাব বুঝে মৃদুহাস্থে মুক্তাফল দেখাইয়া) তা ভাই আমাদের এ নিত্য সম্বন্ধ আছেই ত। আমাদের পাছু পাছু তোমরা তোমাদের পাছু পাছু আমরা, কেমন ?

স্ত্রাঃ অঃ ! কামিনীর মান রাখ্‌তে) এক্ষণে আমরাই তোমার পাছু। কিন্তু আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। "শুভস্যশীঘ্রং"!

শিল্পরাণী। অবশ্য (বলিয়া ছাত্রগণের প্রতি) হে প্রিয়তমগণ ! আজ তোমাদের দীক্ষা ও শিক্ষার পরীক্ষা, উত্তীর্ণ হইতে পারিলে আরো উচ্চশ্রেণীতে উঠিতে পারিবে। তোমাদের মানসভূমি যেমন পরিস্কৃত হইয়াছে এই দম্পতি সম্প্রতি তাহাতে তদুপযুক্ত আলোক দান করিবেন।

পঞ্চমাভিনয়।

চারিজন ছাত্রের প্রবেশ।

১। (শিল্পরাণীর প্রিয় প্রলোভনবাক্যে মুগ্ধপ্রায় সসম্ভ্রমে) মা ! আমরা তোমাদের প্রসাদে সেই ব্যাঘ্রবরাহবাণরসেব্য আর্য্যবনে এক্ষণে দেবতার ন্যায় নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছি, ইতিপূর্ব্বে যেখানে গমন করিতে বঞ্চিত ছিলাম আপনাদের কৃপায় এখন সেখানে সচ্ছন্দে শয়ণ করিতেও পারিতেছি ; কারু সাধ্য নাই মানা করে। আপনাদের কার্য্যকলাপই তার প্রমাণ। আপনারা পরহিতকারী শিখ্যসন্তাপহারী একারণ আমরা আপনাদিগকেই জ্ঞানদাতা ও বিদ্যাদাতা গুরুমহাশয় বলিয়া মানিলাম, আপনারা আমাদের পাখা পুচ্ছ সব কাটিয়া মানুষ কোরেছেন, অতএব আমরা সব আপনাদেরই হাতের গড়া, আপনা-দিগকে ধন্যবাদ, আর কি দক্ষিণা দেব ?

(নেপথ্যে শব্দ) এত আমরা নয় যে যৎকিঞ্চিৎ রজতমূল্য দে সারবে, এখানে আজন্ম দাসখৎত !!

২। (করুণাপূর্ণ কাঁদ কাঁদ স্বরে) হে মহাভাগে, হে বিশালাক্ষি ! আমরা গুরুদত্ত বিদ্যাবলে জেনেছি যে কুটীল বেদগ্রন্থী ভেদকারী বুদ্ধদেবের ন্যায় আমাদের প্রাচীন কুসংস্কার-গ্রন্থী ছেদনার্থ আপনারা অবতীর্ণ। আপনারা ঋষি তপস্বী সন্যাসী সকলি, আপনাদের কথাই বেদ,

আমাদের আর বেদান্তর নাই! আপনারা ঋষী তপস্বী না হইলে এবনে কেন বনবাসী হইবেন! আমাদের জন্যেই আপনারা এ কষ্ট সচ্চেন একারণ নমস্কার!

৩। (করযোড়ে) হে পূজনীয়ে! হে পূজ্যগণ! আমাদের পক্ষে আঁপনারাই দেবতা। প্রাচীনেরা যে দেবতার উদ্দেশ উপলক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্টভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেটা সম্পূর্ণ ছলনা; আপনারাই প্রত্যক্ষ দেবতা। এদেশে একটী প্রাচীন প্রবাদ আছে—কলির দেবতা পুরুষোত্তম; ইনি তাবত পৃথিবীকে "একপাত্রভোজী" ব্রহ্মজ্ঞানী করিয়া অন্তর্ধ্যান হইবেন। আমি বলি আপনারাই সেই পুরুষোত্তম। মহাপ্রসাদ দানে পতিত পাবণ করিতে অকাতর! আপনাদের প্রসাদই ব্রহ্মজ্ঞান।

৪। হে মহাত্মাগণ! যদি আমাদের মনমার্গ পরিস্কার হয়ে থাকে, তবে জ্ঞানালোক প্রদান করুণ। হে দয়ানিধে! যে আলোকে প্রাচীন "পিতৃভক্তি" অন্ধ ও নবীন "ভ্রাতৃস্নেহ" চক্ষুস্মাণ হয় আমাদিগকে সেই আলোক প্রদান করুণ! হে করুণাসিন্ধো! আমরা যে দিন হইতে আপনাদের অলৌকিক অদ্ভুতচরিত্র শ্রবণ দর্শণ করিতেছি, সেই, সেই দিন হইতে পুরাতন প্রহ্লাদ-চরিত্রে ও ধ্রুব-চরিত্রে আর মন পবিত্র করিতে পারি না! আপনারা কর্ণধার, তারক মন্ত্র কর্ণে দিয়ে পতিত পরিত্রাণ করুণ, আমরা বড় জ্বালাতন হয়েছি।

জ্ঞানাভিমান। (মনে মনে আহ্লাদে আটখানা) স্বগত, এই রামটীকেই রাবণের যোগ্য দেখচি, প্রকাশ্যে, রে বালক বালিকাগণ! "স্বকৃতো পুরুষোধন্য" যে পুরুষ আপনি কিছু করিয়া জগৎকে না দেখায় সে কাপুরুষ, জীয়ন্তেও মরা। যে আপনি আপনকর্ম্ম দ্বারা সুবিখ্যাত হয় সেই ধন্য, সেই স্বভাব দেবীর প্রিয়পাত্র হয়। যারা আপনাকে ভুলিয়া পিতৃ পিতামহের নামে বিক্রীত, তারা যদি মানুষ হয় তবে তোমরাও মানুষ! কিন্তু তোমরা যেমন মানুষ ছিলে তা ইতিহাসমুখে সব শুনেছ!

(নেপথ্যে শব্দ) তাইত বণমানুষেও মানুষ চেনে, গর্ভঅন্ধ চস্‌মা কেনে!

জ্ঞানাভিমান। (শুনেও না শুনে আপন মনে) রে বালকগণ! তোমরা প্রত্যক্ষ দেখ্‌চ শাখা হইতেও মূল বাহির হইয়া বৃক্ষাকারে ফুল ফল

প্রদান কচ্চে, তবে আবার মূল ধরে থাকা কেন? ওরে। মূল যেমন মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত থাকে, সেইরূপ যারা কেবল প্রাচীন-বিশ্বাসমূলে আবদ্ধ তাদের নিজের গুণ জ্ঞান সব অপ্রকাশিতই থাকে, সূর্য্যমুখ দেখিতে পায় না। অতএব মিথ্যে মূলান্বেষণে জীবন নষ্ট না করিয়া তোমরা এই জড়বাদিনী স্বভাবদেবীর শরণ লও, ভক্তির পক্ষাবলম্বনে অমূলক সংসার-বৈরাগ্যকে প্রশ্রয়দান দ্বারা পক্ষপাতী হইও না, অনর্থক অনর্থ করিও না। ইনি তোমাদের দুঃখে কাতর, তাই আমি এই অমূল্য উপদেশমুক্তা ছড়াচ্চি, দেখো যেন দূর্ব্বাবনে ছড়ান না হয়। রে প্রিয়তমগণ! ভক্তি বৈরাগ্যের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্তা একারণ সে পক্ষপাতিনী, কিন্তু স্বভাবদেবী সেরূপ নন, ইনি সমভাবে সকলকে দেখেন, সকলকেই সমান আলোক প্রদান করেন, বাষ্পালোক, বিদ্যালোক, জ্ঞানালোক বিজ্ঞানালোক সব! তোমরা এই মহাশয়া জড়বাদিনীদেবীর প্রসাদে সকলে অবিবাদে সমান আলোক পাও ইহাই আমার উপদেশ। কিন্তু সাবধান, দুশ্চারিণী দেশাচার, তাড়কা-রাক্ষসীর ন্যায়, যেন তোমাদের মার্গরোধ করিতে না পারে! তারে সংহার করিলেই জনকের কৃপায় জীবিকা-জানকী লাভ করিবে, অন্যথায় অন্যথা আছেই। রে বালকগণ! জীর্ণ বিশ্বাসভঙ্গই ধনুকভঙ্গ—ইহাই আমাদের পণ !!

বিদ্যাভিমান। (বালকদের মনাকর্ষণ উদ্দেশে পরিহাস ও পরিতাপছলে) হে ছাত্রগণ! একান্তবৃত্তিটী স্বর্গীয় পদার্থ, তোমাদের স্বভাবের বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়;—তোমরা পুরাতন পার্থিব পদার্থে অনুরক্ত এপ্রযুক্ত কোন অপূর্ব্ব বস্তুর প্রতি নূতন ভাবনা করা কুসংস্কারটী তোমাদের স্বভাবসিদ্ধ জাতিধর্ম্ম; এজন্য ভয় হয় পাছে এমত অমূল্য উপদেশ-রত্নকে ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া ফেল! কেন, না বহুজাতিত্ব প্রতীতি, বহুপত্নীতে আশক্তি ও বহুদেবতার প্রতি ভক্তিরূপ জলৌকা গুলিন যেন তোমাদের মর্ম্মাস্থি ভেদ করতঃ হৃদয়রুধির পান করিতেছে!!

ছাত্রগণ। (সলজ্জিত অধোবদনে) মহাত্মাগণ! ধিক্ আমাদের, যে এমন নির্লজ্জ উলঙ্গবংশে, কদর্য্য দেশে, জন্মগ্রহণ করিয়াছি,—হায়! যথার্থ-সাহস, বিশুদ্ধ-মানস এদেশে নাই বল্লেই হয়! পোড়ে মারখাবে, একটা দোষ জন্যে সহস্র দোষ করবে, তবু উঠবে না, সাবধান হবে না,

শিখ্‌বে না! তা যা হউক, আর যে মতে হউক, "আপনাদের পণ সাধনই আমাদের পণ হইল"। অদ্যাবধি এই মহামন্ত্র জপ হইল (বোলে) পরস্পর, কেমন ব্রাদর! (প্রায় সকলেই) "তা বই কি ভাই, "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন"! কোমর না বাধ্‌লে কাজ হয় না, তার সন্দেহ কি!—

(দ্বাদশবর্ষীয় একটী বালকছাত্র এক্ কোণে থেকে) পরিহাস ও দুঃখ প্রকাশছলে,—

তা বই কি, সর্ব্বনাশের সূত্রপাৎ আর করে কে! হায় হায় হায়, জ্ঞানের কি এই গুণ, গুণে দোষারোপ কি জ্ঞানের কায? জ্ঞান কি গৃহভেদ করে, গুরুদ্রোহ করে, "আপনি ধন্য" হতে চায়?—জ্ঞান কি পরশ্রী কাতর! কৈ এত দিন পাঠশালে ত এ রকম উপদেশ শুনিনে? আহা! যারা আপনার পিতৃ পিতামহের প্রতি বিরক্ত তারা আবার গুরু ভক্তির প্রতিজ্ঞা করিতেছে, আশ্চর্য্য, তবে ভাল না হউক মন্দটা আগে কোরবেন্!

(ঠন্ ঠন্ ঠন্ ঠন্ কোরে চাট্যে বাজ্‌লো) ছাত্রগণ স্ব স্ব গৃহপানে দৌড়ুল। "শুভদিন শুভদিন" শব্দ।

(নেপথ্যে "এ ছোকরা ত বড় জ্যাটা হে? এরে নীছে নাবিয়ে দেও" শব্দ)

যবণিকা পতন।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

প্রথমাভিনয়।

পথমধ্যে। পথটী সুন্দর সুরকী কোটা, প্রশস্ত এবং দুই পার্শ্বে ছোট ছোট বট বকুল শিরীশ শিশু বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা সুদৃশ্য, বর্ষাকাল। একে স্বল্প মেঘাচ্ছন্ন আকাশ মণ্ডল অস্তাচল গমনোম্মুখ সূর্য্যতেজে সুপ্রকাশিত হইয়া সুকোমল বালকগণের নির্ম্মল মুখমণ্ডলকে রঙ্গীন করিয়াছিল, তদুপরে আবার রক্ত, পীত, হরিৎ, নীলবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আতপত্র মণ্ডলের নানা•রঙ্গের দ্বিগুণীকৃত ছায়া নিপতিত হইয়া যেন স্বচ্ছদর্পণ মধ্যগত প্রতিবিম্বের মত তাহাদের আন্তরিক নানাত্ব ভাব প্রকাশ করিতে উদ্যত হইল!

রাম, রতন, কেশব, যাদব, মাধব ও মথুর যাচ্চে।

পূর্ব্বোক্ত চারিজন অগ্রে পশ্চাদুক্ত দুই জন পশ্চাতে।

রাম। রাম লম্বা, দোহারা, উজ্জলবর্ণ, মস্ত মাথায় ছোট ছোট চুল ডাইনে ফেরান। বয়েস বিংশতী গোঁপের রেখা বেস কালো, দাড়ি রাখা তখন বড় একটা সভ্যতার মধ্যে ছিল না। গায়ে বেণিয়ান, এক থানি শান্তিপুরে উড়ূনী স্কন্ধের উপর দিয়া বক্ষের দুই পার্শে পড়িয়াছে, হস্তে তিন ভাষার তিনখানি পুস্তক। বাহ্য নব্য সভ্য অন্তর জ্ঞানাভিমানের গাম্ভীর্য্য অনুকরণ তৎপর, কথাবার্ত্রায় প্রবীন রাজ মন্ত্রীর চাতুর্য্য ভরা। নূতন বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ, পুরাতনেয় উপর নিদানপক্ষে নূতনবৎ কলি ফেরান অভ্যাস। কেবল নরহত্যা ভয়ে প্রাচীনের প্রাণ টা তার হাতে বাঁচে মাত্র!। (রতনকে) শুনলে রতন! কেমন বাটালী কাটা কথা গুলি, সভ্যদের মুখি সব্বশ্ব না?।

রতন। রতন ত প্রকৃত রতন। বয়েস রামের সমান। একহারা মাজারী গোচ, গৌরবর্ণ বঙ্কীমনয়ন। চকৃচকে চেহারা বিলাতী পোসাগ। হাতে দুই ভাষার দুখানিপুস্তক, তার এক থানির সকল পাত এখন কাটা হয় নি, দ্বিতীয় খানি অত্যন্ত মলীন, যেন দিবারাত্র মধ্যে তার ব্যাবহারের বিরাম নাই। বিদ্যানুরাগটা সুন্দর অপেক্ষাও

অধিক, এত অধিক যে বক্তৃতাদি শুতিতে ছয় মাসের পথ এক দিনে যাইতেও প্রস্তুত। সুন্দরের হাতে শুকপক্ষী থাকৃত, রতনের শুকপক্ষী কণ্ঠগত, যা পড়েন তা কেবল আওড়ান অর্থবোধ করিতে পারেন না। বিবাহ হয় নি; করেন না, বলেন "দিশী কন্যে মনে ধরে না"!। (রামের প্রতি) তার সন্দেহ কি— এদের মুখের প্রত্যেক শব্দেই খয়রাতী' হাজার হউক তবু রামের বরপুত্র কেমন?

রাম। (হাস্য, আমার নয়, আসল রামের!—উভয়ের হাস্য।

কেশবের কাহিনী সব ঠিক। কেশব রামের মত কপটতা রাখেনা, বেস সাহসী কিন্তু বাচাল। বাচালতার জন্যে পাঠশালায়ও বয়স্যগণ মধ্যে তার "বাত্যেকেশা" খেতাব। বয়েস ষোল, খাট কৃষ, উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণ। বেশ-বিন্যাসে বড় একটা বাড়াবাড়ি নেই তবে নব্য সভ্যের মত নীট ও ক্লীন; নাকে চসমা দিতে ভারি অনুরাগ, বলে চসমায় "দৃষ্টি-সূক্ষ্ম" হয়। ভাবটা যেন একটা ভারি বড় জ্ঞানী, আর রামের উপর টেক্কা দিতে অত্যন্ত আগ্রহ। হাতে একখানি পুস্তক, মলীন বটে, কিন্তু উৎকৃষ্ট বাঁধা, সোনালী কাজকরা, এমন সুদৃস্য যে, যে পড়িতে জানে না তারও দেখিতে ইচ্ছা হয়;— ফলে সে খানিকে কেশবের বিদ্যা-বুদ্ধির আদর্শ ও জ্ঞানাভিমানের কোষ বলিতে দোষ নাই!।

যাদব কেশবের অনুরূপ, কোন প্রভেদ নাই, কেবল একজন ব্রাহ্মণ একজন কায়স্থ।

মাধব কিছু বয়স্থ, প্রায় পঁচীশ। দেশী গৃহস্থ গোচের মত বড় শাত পাঁচ বোধ নাই। পাঠশালে পূর্ব্বে পড়িতেন এখন পড়েন না কেবল বিদ্যার চর্চ্চা করেন। তাঁর কনেষ্ঠ মথুর পড়ে, কি রূপ পড়ে, কোন কুসঙ্গে বা খানায় ডোবায় না পড়ে তাই দেখিবার জন্যে মধ্যে মধ্যে পাঠশালায় যান। হিন্দু, তবে (তাঁর পিতার মত) তত গোঁড়া হিন্দু নন, "রীজনিং" মানেন। নব্য সব্য দলের সঙ্গে গলায় গলায় না থাকুক ভাব আছে, বাদে বিবাদ নাই; কারু দোষ গুণে তত লক্ষ্য রাখেন না। মথুর বিদ্বান হয়, দশ টাকা আনে আর স্বদেশের ও স্বকুলের নাম রাখে এটীই মাধবের একান্ত বাসনা আর কিছু নয়।

মথুর তার বৃদ্ধ বাপের ধাত পেয়েছে। মাধবের মত ধৈর্য্যখোরা নয়। বয়েশ দ্বাদশে প্রবর্ত্ত, বলীষ্ঠ চতুর ও চটপটে। স্মরণশক্তি অসামান্য, যা পড়ে,

শোনে দেখে' সব অবিকল মনে রাখে। যে যে ভাবে যে ভাবের কথা কয় সব বুজতে পারে; যা বুজতে পারেনা, প্রসংশা এই—তা ঠিক ঠিক মনে রাখে আর সর্ব্বদা তাই রট্‌তে থাকে, ছাড়েনা; বুঝে তবে ছাড়ে। পুণঃ পুণঃ জিজ্ঞাসা দোষে মথুর "জ্যাঠা-ছেলে" বোলে নামজাদা; এই জন্যে পাঠশালে প্রায় সকলের নীচে পোড়ে থাকে!।

মাধবের সঙ্গে পাঠশালার পরীক্ষার কথা বল্‌তে বল্‌তে যাচ্চে।—

মথুর। ("পণ সাধনি আমাদের পণ" আওড়াতে আওড়াতে) দাদা রামের কথা শুনেছ?— পণ সাধনি আমাদের পণ.—

মাধব। (হাস্য করত) সে কি মথুর! আজও আবার কি আওড়াচ্ছিস? কেন রাম আজ এ কথা বোলেছে নাকি?—

মথুর। হ্যাঁ দাদা! "পণ সাধনি আমাদের পণ";— মুখে এক পেটে আর। মুখে এমন, যেন সত্য সত্যই শিক্ষককে গুরুর পদ প্রদানে অকাতর!।

মাধব। (সবিস্ময়ে, কিছু বুজতে না পেরে) কি রে মথুর আজও কি বকৃচিস?—

মথুর। বড় বকৃচিনে দাদা! হক্ কথা কচ্চি। রাম যে বল্লে "পণ সাধনি আমাদের পণ"— সেটা মুখস্থ, মনস্থ নয়।

মাধব। কেন? মনের সহিত সাধন কল্লেই সব সিদ্ধি হয়?—

মথুর। তা হয়, করে তবে ত?—

মাধব। কর্‌বেনা তা তুই কেমনে জান্‌লি?—

মথুর। হুঁঃ—দাদা আমার সেকেলের মত সাদা লোক, মার প্যাঁচ কিছু বুজতে পারেন না, (বোলে) ও যে শিক্ষককে গুরু মহাশয় বোল্‌লে, সেটা কি ওর মনের কথা? কখনই নয়; কারণ শিক্ষককে "গুরু-মহাশয়" বলা এটী প্রাচীন রীতি। যে প্রাচীনের নামে নাক্ শিট্‌কোয়, সে কথা ব্যবহার কোরে সে অবজ্ঞাই কর্ত্তে পারে সন্মান কর্ত্তে পারে না। অতএব মনের কথা আর কিছু!—

মাধব। (মথুরের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রসংশা কোরে) তা বটে, যে যা ভাল বাসে না সে অন্যকেও তা দেয় না— কিন্তু এরে সৎস্বভাব বলা যায়, এ মন্দ স্বভাব নয়?

মথুর। আমি ভাল মন্দ বিচার এখন কচ্চিনে, আমি বল্‌চি এটা প্রকৃত কথা নয়। শিক্ষককে গুরু মহাশয় বোলে গুরুর পদটা কে এক প্রকার নূতন করিয়া লওয়াতে শিক্ষকের সন্মান কে সন্মান রহিল

অথচ পরে সময় বুঝে পণ সাধাও হইতে পারিবে এমন পথও রহিল? এটা কি চতুরতা নয়?—

মাধব। রাম বড় বুদ্ধিমান কেমন, কেমন মথুর?—

মথুর। হ্যা দাদা! যদি অতিবুদ্ধি না হয়? (বোলে হাস্য)।

মাধব। অতিবুদ্ধি কেমন, মথুর?

মথুর। (ত্রাস পরিহাস ভয় তিন ভাব প্রকাশ কোরে) রাম রাবণ হোয়ে সামঞ্জস্য সীতা হরণ করবে তাই বিভীষণ হোয়েগৃহ ভেদ না করে!!। গুরুর নামে শিষ্য সংগ্রহ কর্ত্তে কর্ত্তে স্বয়ং গুরু হোয়ে না বসে i। তাতে অবশেষে অনিষ্ট হলেও হতে পারে! কারণ শিষ্য গণ দোটানায় পোড়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তায় শেষে ধোপার কুকুর (না ঘরের না ঘাটের) হয়ে না পড়ে!।

মাধব। সে আশঙ্কা মাত্র,—

মথুর। না দাদা, বড় আশঙ্কা নয়, প্রকৃত ভয়ের স্থান। "সেস্বকৃত পুরুষোধন্য" পাঠ পোড়ে তাই হতে চেষ্টাকচ্চে। অনেক ছেলে তার মতে মত দিয়ে দল বাঁদ্‌চ্চে, সুতরাং পাঠশাল খালি হলে গুরুমহাশয় হাবা গঙ্গারাম হবেন, হবেন্ না কি?

মাধব। না না; রাম রাবণ হবে, রাবণ হোয়ে আবার বিভীষণ হবে অসম্ভব!। সকলেই রামের মতে মত দেবে তার মানে কি?— সকলের মন কি রামের এক চেটে?। আর, তার মতের মধ্যে নূতন ত ঠিক কিছু দেখ্‌চি নে,—কাযে যা করুক, মুখে এখন ত সব বেস মানে?—মাকে ত মা বলে?—

মথুর। তা মানে, কিন্তু "ঝোপ বুঝে কোপ মারবে"। "তাদের পণে আপনার পণ" সাধিবে?।—রাম বলে,—দাদা! রাম বলে আমি এমন একটী সহজ পথ দেখাব, যে বৃদ্ধ অবাক ও গুরু মহাশয়রা তাক্ হোয়ে থাক্‌বেন,—তাঁদের নামও আর কেউ করবে না।।—

মাধব। সেকি রে মথুর—রামের কি স্বতন্ত্র পথ, কেন, সে ত ঐ আগে আগে যাচ্চে?

মথুর। এপথ নয় দাদা! মত চালাবার পথ!—

মাধব। তা সে পথ, আমাদের যা আছে, যা চিরকাল ছিল, তাই থাক্‌বে, তাতে আবার নূতন কি?—

মথুর। হা অদৃষ্ট! তুমি এখনো আসল্ কথা বোঝনি দাদা?—রাম এ পুরাতন পথ উল্‌টে দিতেই ত গুরু মহাশয়ের সঙ্গে পণ করেছে। গুরু মহাশয়রা আমাদের যে দ্বিজ শূদ্রের ও স্ত্রী পুরুষের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথ ঘাট আছে তা উল্‌টাবার জন্যে একদল সুশিক্ষিত মাইনর * তয়ের কচ্চেন। এখন রাম কি করেন তা দেখুন্!—

মাধব। কেন ও কি পড়েনি—

" Though wrong the mode, comply :
more sense is showu
In weariing others follies
than your own."

মথুর। পল্লেই কি মর্ম্ম বোঝা যায় দাদা?—কেশব ও ত ঢের পোড়েচে!।

মাধব। (সিউরে) তবে দুষ্ট গরুর ভিন্ন গোঠ—মথুর! তা এমন পথ কখনই সাধারণ গম্য হবার নয়। তেমন অনেক পথ পোড়ে আছে।

মথুর। একটা ভেদ ও গৃহবিচ্ছেদ ত হবে, ঐক্যতা রবে না ত। এম্‌নি অনেক সন্নিসীতে ক্রমে গাজন নষ্ট হবে। রামের সঙ্গে লক্ষ্মণ জুট্‌বেন, কানাই আবার তাঁরে উল্‌টে বলাই কে খাড়া করবেন, এরূপে বিদ্যা ও জ্ঞান যত লাভ হবে তা কি এখনও তুমি বোঝনি দাদা?

মাধব। হ্যাঁ মথুর, আমি বুঝেছি যে রকমটা ভাল নয়। ছেলেদের মন এখন অন্যদিকে ফেরবার জন্যে প্রস্তুত হোয়ে রয়েছে, এ সময় যে যেদিকে চাহিবে কিছু লোভ দেখাইয়া সে সেই দিকেই লইতে পারিবে। কেমন মথুর!—

মথুর। হ্যাঁঃ দাদা এখন তুমি বুঝেছ। এখন আমরা জেলে ও মাছরাঙ্গা পক্ষী উভয়ের মধ্যবর্ত্তী মীনের ন্যায় আছি! আমাদের পৈতৃক বিশ্বাস কে ছেদন করাইও দের পণ! এখন ওরা যা কিছু করবে যা কিছু বলবে সব "চার" আর "টোপ" বুঝতে হবে!—

মাধবের মহাভয়, থর থর কম্প। ভাই, দাই—দা—চল ঘরে চল—

---

* মাইনর,—খণৎকার। নাবালক।

আ—আর তোরে রে একলা আস্‌তে দেব না—(বোলে দ্রুতগমন)—

মথুর। কেন দাদা এত ভয় কি ?—

মাধব। ভাই যে ছেলে ধরার কথা শুনালি, তা ভাই তুই আর এখন ওমন একলা পাঠশালে আসিস্‌নি।—

উভয়ের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয়াভিনয়।

উপবন।

বৃদ্ধদম্পতি কুশাসনে উপবিষ্ট। আহতের মত কাতর বিবর্ণ ও মুদিত নেত্রে চিন্তাশীল। যেন কোন দৈব দুর্ব্বিপাক ভয়ে ভীত এবং প্রিয় বিয়োগাশঙ্কায় শঙ্কিত। বৃদ্ধা পুনঃ পুনঃ চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে যেন আত্মরক্ষার স্থানান্বেষণ করিতেছেন, আবার বৃদ্ধের মুখাবলোকনে সুস্থির হইতেছেন।

দুই জন পুরুষের প্রবেশ।

একজন। রাম! দেখো যেন লোক হাসায়ো না।

দ্বিতীয়। পাগল হয়েছেন মশয়!—আমার কেবল দশটা মাথা নাই বটে, অন্য বিষয়ে বাইশ হাত, দুটা অধিকই রাখি। হুঁ—এ বা কোন্ কাজ। অবলা ভুলাতে কতক্ষণ লাগে, তাতে আবার সেই এলো থেলো মাগী, দেখ্‌চেন ত, চক্ষের সঙ্গে কর চরণের ঐক্য তা নাই।—

প্রথম। (হেসে) হ্যাঁ—তবে আমি অগ্রগামী হই ?

দ্বিতীয়। হ্যাঁ! প্রভুকে স্মরণ কোরে আর আমার পরামর্শ মনেরেখে সোণার কুরঙ্গের মত রঙ্গ দেখান্ গে। আমিও সেই সুযোগে মাগীকে দেশের বাহির কোরে আসি! এক্‌লা না হলে বুড়ো কাবু হবে না। ভালো ভালো—(বলে উভয়ের প্রস্থান)

পূর্ব্বদ্বারে নটের প্রবেশ।

নট। (কাঁদে ঢোল লাগ্ লাগ্ লাগ্ বাজাতে বাজাতে)—
কিসের কর্ম্ম কিসের ফল, জলের বিম্ব মিশায়ে জল।
যত জাতি জীব অজীব সবে, জীবন অন্তে জীবনে রবে।
মিলন বিচ্ছেদে কিসের ভেদ, মতে মতে কোথা মতের ছেদ।
ছোট বড় ভেদ নাহিক যথা, সকল মুখেতে একই কথা।
হাসিলে সকলে সকলে হাসে, সকলে সকল ভালই বাসে।
মা বাপের স্থত সবাই সমান, সমান সমান মান অপমান।
নাহিক পূজন কারু আবাহন, নাহিক আবার তার বিসর্জ্জন।
সোণার কুরঙ্গ নাচিছে যথা, মড়ার বদনে ফুটিছে কথা।
চল এস আমি নে যাই তথা, অমৃত প্রবাহ বহিছে যথা!
মাথা নাই যথা মাথার ভার, নাই গ্রাম নাই সীমানা তার।
বেদান্ত বিদিত অখণ্ড মণ্ডলে, নে জাব নে জাব ভুজের বলে!
লাগ্ লাগ্ গুণ আগুণে লাগ্, জাগন্ত ঘুমো ঘুমন্ত জাগ্!
নীচেয় মাথাটী উপরে পা, নবীন ভেল্কী লাগিয়ে যা!

বৃদ্ধ। (মুদ্রিত নয়নে চিন্তিত ছিলেন,—তদবস্থায় ছদ্মবেশী নটের বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত বাক্য শ্রবণে যেন বাহ্য যন্ত্রণা বিস্মৃত প্রায় সমাধিস্থ হইলেন)-

বৃদ্ধা। স্বামীকে ভক্তির পক্ষপাতী অবগত হইয়া আপনার আসন চলায়মান বোধ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে পুনর্ব্বার—

নট। ছাড়িয়ে ভক্তি ধররে স্নেহ,
পশ্চিম আকাশে যাহার গেহ।
নিমেষে সে বাড়ী বাড়িছে ভারি,
প্রসবি করি গো অশ্বের সারি।
গিরি নদ নদী সরায় ধরা,
কত রবি শশি করের ধরা।
নব রস নব নবীন ভোগ,
নিয়ত সুম্ভোগে নাহিক রোগ।
কেন রে এমন স্থযোগ ছাড়ি,
ভিখারীর বেশে ফেল্লো এ বাড়ী।

বৃদ্ধা। (নটের তৎকালিক উক্তি শ্রবণে তাহাকে স্বীয় সাপক্ষ বোধে

তাহার গুঢ়ার্থ নিশ্চয় করিতে করিতে)—এ নিতান্ত বিকার্য্যাবস্থা, নচেৎ এমন মতি কেন হইবে। নটের মুখে বেদান্ত বাদ শ্রবণে স্বামী মুগ্ধ হইলেন! আত্মভক্তিপর হইয়া আমাকে ভুলিলেন, স্নেহের সহিত সম্বন্ধ রাখিলেন না, উপস্থিত পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুপস্থিতের কল্পনা করিলেন, তবে আর কিসে সংসার—সুখ থাকে, কখনই থাকিবার নয়, প্রলয়ের পূর্ব্ব লক্ষণ! শম দম উপরতি তিতিক্ষা সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন অধিকারী বেদান্ত সম্মত ব্রহ্মজ্ঞান ধারণের যোগ্য, তাহা কি নটের ব্যবসা? একথা একেবারে বিস্মৃত হলেন! আর তবে ভদ্রতা নাই, শীঘ্রই বিভ্রাট উপস্থিত হইবে নিশ্চয়। এখন কর্ত্তব্য কি! (বলিয়া চিন্তামগ্ন)—এমন সময়,—

পশ্চিমদ্বারে ভিক্ষুকের প্রবেশ।

ভিক্ষুক। নট বেটা ঠকয়ে খায় ভিক্ষের মর্ম্ম বুঝবে কি,
বেদ বেদান্তের কথা কয়ে নাচয়ে বেড়ায় ঘরের ঝি!।
বেদের মুখে বেদের কথা কালের কথা বলব কি,
মানুষ নেইতা কই বা কারে আংলে নিত ভাঁড়ের ঘি।

আহা! ধার্ম্মিক গৃহস্থ গৃহের ভিক্ষা যদি আবার পতিব্রতার করে লাভ হয়, তদপেক্ষা অমৃত আর কি আছে!। ত্রিভুবনের একাধিপত্য কি তত্তুল্য হতে পারে? বোলে—(মা ভিক্ষাদেও!—শব্দ)

পূর্ব্বদ্বারে নটের তামাসায় সকলে মুগ্ধ। (পশ্চিমদ্বারে
ভিক্ষুক বৈমুখ হয় ভয়ে কি করেন, স্বয়ং ভিক্ষা করে
ধীরে ধীরে উপস্থিত হইয়া)

বৃদ্ধা। বাবাজি! ভিক্ষে নেও (বোলে হস্ত প্রসারণ)—

ভিক্ষু। (ঝুলি বিস্তার পূর্ব্বক) এস মা (বোলে একটানে একেবারে বৃদ্ধাকে স্কন্ধে ফেলে দ্রুত বেগে পলায়ন)—

বৃদ্ধা। বাবাজী কোথা নিয়ে যাও!

ভিক্ষু। ভয় নেই মা, তোমায় গঙ্গাদেব!।

বৃদ্ধা। আমায় কি বিসর্জ্জন দিতে নে চল্লে?—

ভিক্ষু। এখানে এখন জ্ঞানের রাজ্য ভক্তির কর্ত্তৃত্ব, তোমার থেকে প্রয়োজন?

বৃদ্ধা। (পূর্ব্বদৃষ্ট অমঙ্গলচিহ্ন স্মরণ করতঃ পতিবিচ্ছেদে অধীরা হইয়া) আমায় একলা নে যাবে?—

ভিক্ষুক। তা বৈকি, নচেৎ ভুগ্‌বে কে?—"চক্ষু থাক্‌তে অন্ধের চক্ষুদান দিতে হবে কি না?—

বৃদ্ধা। তুমি কি চাও, বাবা?—আমায় কি জ্যান্ত গঙ্গাদিতে চাও?

ভিক্ষুক। আমি স্নেহকে,—সংসার সুখকে চাই। আর কি? মলে গঙ্গা দেওয়া আবার কি। মরা গরুতে কি ঘাস খায়?—

বৃদ্ধা। ও বাবা, তখন কি মৌখিক বৈরাগ্য প্রকাশ কচ্ছিলে?—

ভিক্ষুক। স্বকার্য্য উদ্ধারের আর উপায় কি?—

বৃদ্ধা। তবে এ এক নতুন উপায়?—

ভিক্ষুক। এখন সকলি নতুন!।

বৃদ্ধা। তবে আমায় পরিত্যাগ কর (বোলে ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার)—উপবন তখন নটের নূতন ঢোলের শব্দে পরিপূর্ণ, কে সে কোকিলালাপ সদৃশ কামিনী কণ্ঠস্বর শুনতে পায়।।—

ভিঃ। কণ্টকি! মনে করেছ বুড়োর সঙ্গে পুড়ে মর্‌বে, আমি থাক্‌তে তা আর হবে না। এই যাও—(ঝুপ) শব্দঃ—

নটের ঢোল থামলো, সব নিস্তব্ধ।

(গঙ্গায় জোয়ার,—বৃদ্ধা ভাস্‌তে ভাস্‌তে স্বগত)

ভালো ভিক্ষে দিতে গিয়েছিলেম, কলীর গায়ে সইল না!। তা এ বুড়ো হাড়, কত জোয়ার ভাঁটা দেখেছে; গঙ্গাসাগরে ডোবেনি এত ভাগীরথি!। (দেখ্‌তে দেখ্‌তে)—

ত্রিবেণীর ঘাট।

বৃদ্ধা। (জনেক স্ত্রীলোকের কর ধারণ পূর্ব্বক) তুমি কে মা?

উত্তর। মা আমার নাম সুমতি!।

বৃ। (হর্ষে) আহা সুমতি না হলে এ সময় আর সহায় কে হয়! (মুখ দেখে) চক্ষু ছল্ ছল্ কেন মা?

সুমতি। আর মা; এ হতভাগিনীর দুঃখের কথা শুনো না; দেখ্‌চি মস্তে মস্তে বেঁচে চ!।

বৃ। ও মেয়ে! আমার ভাবনা ভাবিস নে, আমি তোর দুঃখে যেন আরো কাতর হচ্চি!।

সু। মা আমি পতি সত্বেও বিধবা!। শুনচি তীর্থ স্থানে আছেন তাই তীর্থে তীর্থে তত্ত্ব করে বেড়াচ্চি।

বৃ। হা! সর্ব্বনেশে এক বস্ত্রাকরে ছেড়ে দিলে গা, মা বোলেও উপরোধ কল্লে না!

সু। (দেখে) ও মা তাই ত, এই নে-ও আমি অর্দ্ধেক দিচ্চি পরো? বোম্মে (বস্ত্র দান)

বৃ। (নীর হতে তীরে উঠে বস্ত্র পত্তে পত্তে) তা দেশে কি নেই গা?

সু। থাক্‌লে আর এমন দশা মা!। দেখলেম অনেক সর্ব্বনেশে সময় পেয়ে নকল সেজে বসেচে, আসলের নামও শুনলেম না।

বৃদ্ধা। আমি জানি, মা আমি তোমার প্রিয়ম্বমেয়ে জানি। তেমন ছেলে কি আর হবে!। আহা বাছার মুখে যেন ফুল ঝরত, সাগরোপদ্বীপে অনেক দিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন। হা (রোদন)— আমার কর্ত্তা তারে প্রাণাপেক্ষ্য ভালো বাসতেন!—

সুমতি। (স্বগত) এঁরও কর্ত্তা আছেন তবে। (প্রকাশ্যে) আশ্চর্য্য ঘটনা আজ, আজ পঞ্চাশ বৎসরে যার নাম গন্ধ পেলেম না, হটাৎ এক জন অপরিচিত আগন্তুকের মুখে সে সুসংবাদ পেলেম!। অহো ভাগ্য! বিধাত! তুমি সকলি কর্ত্তে পার। অভাগিণীর কপালে তবে এখন সুখ-সৌভাগ্য বাকি আছে। মা! তুমি কি তাঁরে জান? তোমাদের সঙ্গে ছিলেন, তবে এখন কোথায় মা? মা তুমি আমার ধর্ম্ম-মা, আমি তোমার হতভাগা মেয়ে, লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে জিজ্ঞেস ছি আমায় সব বল?

বৃদ্ধা। বাছা সুমতি! (অশ্রুপাত কর্ত্তে কর্ত্তে) সে সব বিরাটপর্ব্বের কথা মনে কল্লে গদাপর্ব্ব মনে পড়ে। দুর্য্যোধনেরমতহর্ষবিষাদে বক্ষ বিদীর্ণহয়!। তবে এক ভরসা এই বিচ্ছেদ দশার কখন যদি অবশান হয়, আবার শাক্ষাৎ হবে। ভগবানের প্রসাদে আমরা যেন অমরকুলের কুলাঙ্গনা, আমাদের সকলেই চিরজীবী! তাত জানিস?

সুমতি। (পাদ্ধুল নিয়ে) মা সব তুমিই বল, আমি শুনে সুস্থির হই, আমি মর্ম্মবেদনায় যেন মতিচ্ছন্নের মত হয়েছি!।

বৃদ্ধা। ও মা এমন দশা কার না হয়েছে!। দীর্ঘজীবী হলেই সব ভুগ্‌তে

হয়। দেখ রাজা নলের দুঃসময়ে পতিব্রতা দময়ন্তী কি সুখে ছিল? শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসে জানকীর দুরবস্থা লয়েও শাতকাণ্ড রামায়ণ হয়েছে। তার পর অযোনিসম্ভবা দ্রুপদতনয়া, মহারাজরাণী, তাঁর কি না বনবাস, অজ্ঞাত বাস, হরণ, কীচকের করে অপমান, ছদ্মবেশে সেবাবৃত্তি অবলম্বন প্রভৃতি নানান দুরবস্থায় মহাভারত পরিপূর্ণ!। তাঁদেরও আবার দিন ফিরেছিল আমাদেরও ফিরবে মা, কেঁদ না!। আমাদের এই কাহিনীও আবার কালে মহাভারত রামায়ণ হবে। মা, পতির প্রতি মতি রেখে জানকীর মত, দ্রৌপদীর মত পরাধীনা-বস্থাতেও স্বধর্ম্ম রক্ষা কর, ভয় কি?।

সুমতি। (বৃদ্ধার মুখে পতিবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াও তৃপ্ত না হয়ে) মা! তুমি যা বল্লে, সব সত্যই হবে, কিন্তু আমি পুনঃ পুনঃ লোকবিড়ম্বনায় পোড়ে সন্ধিগ্ধচিত্ত হয়েছি, বলি কি জানি তুমি যার কথা বল্লে সে যদি আর কেউ হয়! তাই বলি মা! আমার মনঃপুতের জন্যে আরো কিছু বল?

বৃদ্ধা। সুমতি! আমি মিথ্যে বল্‌চি নি, সুমতির পতি সে না হোয়ে আর কে হবে! ওগো তুই যেমন ধর্ম্ম মা বল্লি, এমনি সেও বোল্‌ত। (রোদন) সেও মা মা কোরে প্রাণ জুড়াত!।

সুমতি। (তথাপি তৃপ্ত না হয়ে, কোন্ বাহানায় নাম জিজ্ঞেস করি ভাবতে ভাবতে) মা! অনেক দিন সে নামটী শুনি নাই, যদি মা হ'স তবে একবার তাঁর সেই নামটী নিয়ে আমায় জীবনদান কর!।

বৃদ্ধা। (সুমতির ভাব বুঝে) কন্যে! তবে আমিও তোর পরীক্ষা লই, তুই যদি যথার্থ তার পত্নী হ'স্ তবে ভাবে বুঝ্‌তে পার্‌বি। তবে শোন্?

পাপীর সুহৃদ্-শত্রু ইহ পরলোকে
সতের সদাই মিত্র রোগ মোহ শোকে।
সংসার দীর্ঘ রোগের যেই মহৌষধি,
পণ্ডিত-মণ্ডলী যায় ভজে নিরবধি।
শত্রু মিত্রে সমভাবে যে জন দেখিবে,
সেই সে সুমতি-পতি আর কে হইবে?।

সুমতি। (বৃদ্ধার চরণে পতিত হয়ে) মা তুমি জান সেই বটে, তবু একবার

প্রকাশ কোরে বল আমি তৃপ্ত হই। মা, এ দেশে সে নাম আর কেউ মুখে নেয় না!।

বৃদ্ধা। সুমতি! বাছা সুবিচার আমার সর্ব্বগুণধাম, সে পাপীর শত্রু ও মিত্র দুই। ইহকালে সুবিচারে পাপীর দণ্ড দেয় এ কারণ শত্রুবৎ বোধ হয় কিন্তু সে তার পরকালের মিত্র। আর সত্তের, কি না সজ্জনের সদা মিত্র, কেননা সজ্জন রোগ শোকে পুড়ে সেই সুবিচার প্রভাবেই ধৈর্য্যাবলম্বন করেন। রে সুমিতি! এই জন্ম মরণরূপ সংসার রোগের "সুবিচার" ভিন্ন মহোষধি আর নাই, ন্যায়াদি শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত-গণের আরাধ্যদেবতা সেই তোমার প্রিয়বর সুবিচার ব্যতিত আর কে আছে? অতএব হে কন্যে! শত্রু মিত্র উভয়ের প্রিয়পাত্র যে "সুবিচার" সে ভিন্ন সুমতির পতি আর অন্যে কে হবে?

সুমতি। (বৃদ্ধার গলাধোরে অশ্রুপাত করিতে করিতে) মা, তুই বল্লি সাগরোপদ্বীপে আর্য্যপুত্র তোদের কাছে ছিলেন, তাই ভালো করে আবার বল, যে আমি শান্ত হই। তোরা কে, কেন সাগর মাঝে; আমার তিনিই বা কেমন কোরে নৌকা হতে পরিত্রাণ পেয়ে তোদের নিকট গেলেন, কি কর্চ্চেন, এখনই বা কোথা?

বৃদ্ধা। ও মা সুমতি! তুই যা জিজ্ঞেস কল্লি তাত এক দিনে শেষ হবে না মা। সে যে অনেক কথা গো,—তা এখান্ থেকে যাত্রা কর, পথে সব বল্‌ব ও শুন্‌ব। তবে তোর মনস্তুষ্টীর মিমিত্ত কিছু বলি বুজে নে। (বোলে অঞ্চল দে সুমতির মুখ মুছিয়ে)

পুষ্পজের প্রেরণায় চর্ম্মজের পিতা, *
নির্ম্মাইন যারে জম্বু-পাপদ তলায়,
আদ্যরস-সিন্ধু নীরে সদা সুবেষ্টিতা,
নবখণ্ড মধ্যে যেই উত্তমা বলায়।
ঈশ্বর-শ্বশুরালয় চুম্বিয়া যে খণ্ড,
সাগরারি শিষ্য পদে মিলিতা হইল,

---

* পুষ্পজ ব্রহ্মা। চর্ম্মজ মনুষ্য। তার পিতা, মনু।

তন্মধ্যে নৃপেন্দ্রবৃন্দ পূজিত প্রচণ্ড,
মহিমায় সব খণ্ডে পরাস্ত করিল।
সেই তুল্য রহিত স্বপুরুষ রতন,
যার পুণ্য নাম গুণে তোমরা সকলে,
পরিচিত ছিলে, সৎপুত্রের মতন,†
অদ্যাপিও আছ ঈর্ষাস্থল, ভূমণ্ডলে !।
আহা ! যাঁর সিংহদ্বারে বিজয়-কেশরী,
ইক্ষাকু যজাতি রঘু মান্ধাতা নহুষ,
শরীর-রক্ষক পৃথু শ্রীরাম শ্রীহরি !
যাহাদের নাম অস্ত্রে ভেদিত কলুষ !
বশিষ্ঠ বাল্মীক ব্যাস কবি কালিদাস,
পুরকার্য্য বন্দিকার্য্যে যাঁহারা প্রধান,
কুলকার্য্যে কুলীন "ন-কুলের উল্লাস",
পালনে "মানব-ধর্ম্ম" বিদিত বিধান।
সেই জ্যেষ্ঠ নরশ্রেষ্ঠ আর্য্যের সমাজ,
কত সভাসদ সহ আত্ম পরিজন,
যুগান্তেও শুদ্ধ-যশে পূর্ণ-দ্বিজরাজ,
অগণ্য গগণতারা কে করে গণন !।
সেই নরহরির এ প্রধানা মহিষী,
যে, সুমতি ! অনাথিনী পথের ভিকারী,
(অশ্রুমোচন) গৃহদগ্ধা-গাভি এবে মৃত্যু অভিলাষী,
"রাঙ্গামেঘ সম" স্বীয় বৎসগণে হেরি !।
সুবিচার ধর্ম্মপুত্র শান্তি নিকেতন,
প্রতিষ্ঠিত ছিল প্রজাপালনে যেমন,
হাসি পায় কান্না আসে কালের ঘটনে,
পুত্র-বধু ! তুমি কন্যা হইলে এখন !।

সুমতি। (চমৎকৃতা) মা তুমিই কি আমাদের পৈতৃক জননী, আর কি কর্ত্তার কর্ত্রী ছিল না ক কেহ ?

---

† আর্য্যাবর্ত্ত।

বৃদ্ধা। (সুমতির অভিপ্রায় বুঝে) ছিল গো ধর্ম্মের মেয়ে বিচার-রমণী!
অনেক সপত্নী সঙ্গে ছিল এই দেহ!।——

সুমতি। তারা কে কে মা?

বৃদ্ধা। মুখরা প্রখরা উগ্রা কলহকারিণী,
প্রচণ্ডা চামুণ্ডা চণ্ডী নিদ্রা-নিবারিণী।
কেহ বা সুশীলা শীলাশান্তা প্রণয়িনী,
কেহ বা কপটী চূর্ণ-রচিত নবনী।
বিনীতা-বনিতা কেহ অন্তঃশিলা খল,
কেহ স্থিরা ধীরা কেহ প্রবলা প্রবল।
তাদের অপত্য নাতি প্রনাতি দৌহিত্র,
কন্যা-বধু! বহু গোষ্ঠী পবিত্রাপবিত্র।
এ সকল লয়ে আমি করেছি মা ঘর,
নিজে বন্ধ্যা, কিন্তু মম নহে কেহ পর!।
চিরকেলে দাসী তাঁর সবার কনিষ্ঠা,
সকলে সমানভাব সকলে সন্তুষ্টা।
তাই কর্ত্তা বহুদিনে প্রসন্ন হইয়ে,
করিলেন বিয়ে সেধে আপনি আসিয়ে।
রাখিয়ে হৃদয়ে পরে সরোজের মত,
সঁপিয়ে প্রধানাপদ জনমের মত।
সামঞ্জস্য গুণে কর্ত্তা স্বয়ং পদানত,
কাযেই সপত্নী দল ছিল হস্তগত।
আমার নিয়মে সবে উঠিত বসিত,
আমার মুখের বোল সবাই বলিত।
আর সে কথার এবে নাই প্রয়োজন,
সুমতি গো "শুভযাত্রা," কর আয়োজন!।
(বোলে দীর্ঘশ্বাস)

সুমতি। (তখন স্মরণ করত) হা অদৃষ্ট! মা তুমি কি সেই সামঞ্জস্য দেবি, মহারাজ আর্য্যেশ্বরের প্রিয়তমা? ও তোমার এ দুরবস্থা! (বোলে রোদন)।

বৃদ্ধা। (সাবধানে) ও গো চুপ কর চুপ কর, এ অজ্ঞাতবাস, পেচনে —স্থত-শক্র, গন্ধ পেলে এখনি উন্মত্ত হবে, তারা জানে মরেচি!!—

সুমতি। (সতর্ক হয়ে) এখন সব কোথা মা? তোমার সেই সোণার সংসার কারে দে এলে?

বৃদ্ধা। মা, সংসার জোয়ারের জল, ভাঁটা পেলে চলে যায়, কোথায় যায় কে জানে, যে জানে সে বলে সেই সাগরেই যায়!। এতে কার দোষ দেব মা! সব অদৃষ্টের দোষ!। কালে গাছের চেয়ে ফল ভারি আবার ফলের চেয়ে বিচিবড় হোয়েচে,আর আমার আদর কেকরে!। ঘরের ছেলে পরমন্ত্রণা-প্রয়োগ দ্বারা বৃদ্ধকে আমার প্রতি অনাশক্ত কোরেছে, বৃদ্ধের মন আনমনা দেখে স্নেহ ভক্তি পক্ষীয়েরা প্রবল হয়ে আপন আপন দিকে টান্‌তেছে, তাঁরে ফাঁদে ফেলে কাবু কোরে বাবু সাজয়ে এখন উভয়-সঙ্কটে রেখেছে, দেখ্‌ছে কোন পক্ষে পড়েন্!। তিনি কখন স্নেহের প্রতি কখন ভক্তির প্রতি অনুরক্ত হচ্চেন, না কোন পক্ষকে পরিত্যাগ করতে পারেন, না উভয় পক্ষকে পুনর্ব্বার একত্র কোরে সুখী হতে পাচ্চেন! কেবল টল্‌চেন!।

সুমতি। মা, তোমার অনাদরই এই অনর্থের মূল তা কি জান্তে পাচ্চেন না?

বৃদ্ধা। তা জান্‌লে আর এমন হবে কেন?। দৈবজ্ঞ বোলেচেন দুষ্ট নজর, আমি বলি প্রয়োগ!। মা আমার অনাদরে এই রকম বরাবর হয়ে থাকে। শান্তিরক্ষক প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণ সুবিচারের সহিত পর হস্তে পড়িয়াছেন, কেহ স্বভাবে আছেন, কেহ, ছাড়েন ছাড়েন কেহ বা ছাড়িয়াছেন। যা জান্তেম বল্লেম মা, এদ্দিন আরো কত কি হয়ে থাক্‌বে। চুলোয় যাক্, চল, আর এখানে বিলম্ব ভাল নয়। এ মুক্তবেণী এখানে সংযোগের আশা ব্রথা, এঁরে প্রণাম কোরে এখন সেই যুক্তবেণীতে গিয়ে সংযুক্ত হই, সেথানে গুপ্তকাম্য-কূপ আছে, কোন উপায় হবেই। হ্যাঁঃ ভাল কথা মনে, তোর সেই যমজ ছেলে দুটী কোথা গা?

সুমতি। (কাস্তে কাস্তে) মা পিতৃ অন্তাসনে অমুদ্দেশ, বেঁচে আছে কি না তাও শুনতে পাইনে!।

বৃদ্ধা। ও মা করিস্ কি, কাঁদিস্‌নে, বাছাদের অকল্যেন হবে, তারা বেঁচে আছে। সব এক স্থানেই আছে। তবে সকলেই ছদ্মবেশে, কেহ কারু চিন্তে পারে না। তোর বালক দুটী যেন নকুল সহদেব!। আহা! "নিয়ম পরিমাণ!" তোরা বেঁচে থাক, আশীর্ব্বাদ করি, ঈশ্বর কৃপায় কৃতকার্য্য হয়ে ঘরে আয়, যে তোদের দৌলতে "শ্রম উদ্যম" হইতে আবার সেই "স্বাস্থ্য স্বচ্ছন্দতা" পৌত্রমুখ দেখ্‌বে, ভেব না!।

সুমতি। মা, আশীর্ব্বাদ কর তাই হয়।

(দুর্গা দুর্গা বোলে উভয়ের প্রস্থান)

যবনিকা পতন

তৃতীয়াভিনয়।

কাশীক্ষেত্র। প্রয়াগ ঘাট।

নানাবর্ণের পতাকা উড়িতেছে, অনেক স্ত্রী পুরুষ, দণ্ডী সন্যাসী প্রাতস্নান কর্চ্চেন, শিব শিব নারায়ণ, কাশী-বিশেশ্বর বিশেশ্বর শব্দ গগণস্পর্শ করিয়া উচ্চতর ঘাটে ঘাটে মন্দিরে মন্দিরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

যোগিনীদ্বয়ের প্রবেশ।

কেশচূড়া সুশোভিত-শিরা, আরক্ত নয়না রক্তবস্ত্রাবৃতা বিভূতি রুদ্রাক্ষ-মণ্ডিতা, ললাটে সিন্দুর বিন্দুতে অরুণাভা প্রকাশ। করে ত্রিশূল, মুখে হর-পার্ব্বতীশ্বর নাম স্মরণ করিতে করিতে——

এক অন্যকে। বেটি! কুছ পায়ী? জয় হরপার্ব্বতীশ্বর কি!।

অন্য। মেইয়া, কুছ থোড়ী। মেরি সঙ্গত কি আউর কোই নহি, কেবল এক থোড়ী থোড়ী! কুছ এসেই! (হরপার্ব্বতীশ্বর)।

মেইয়া। রে বেটি ! ইস্‌সে কুছ সৌগুণ * লিয়া কি নহি ?——

বেটী। তু বতা দে মেইয়া ? পার্ব্বতীসৌগুণ, ম্যায় নহি সমঝি ?।

মে। আউর কোই নহি, ন বিচার ন আচার ন নেম ন পর্‌মাণ না আরোগ্য ন সুখ, কাশী মে কেবল এক "বিশ্বাস" হ্যায়। পরন্তু ও সাবুদ্‌ নেহি হ্যায় টুটে ফুটে হেঁ, ইস্‌সে জান পড়তি হ্যায় কি (আঁশু ভরে) মেরি যোগীশ্বর কি তরফ সে দেশ কি বিশ্বাস টুট গয়ী !।

বেটী। এসী বাত ন কহো মেইয়া, মহাদেব সব ভলা করেঙ্গে !। ম্যায় আউর ভি এক ধোকে মে পড় গয়ীথি। মঠোঁমে সে স্বামীকে নাই কোই কণ্ঠস্বর শুন পায়ী, ময় জানি কি ওহি হোয়েঙ্গে, পর ধ্যান করকে দেখাও নহি হ্যাঁয়, উন্‌কে বাণাসে † কই ভাঁড় নকল করতা থা। ও কহ্‌তাথা

"জগছোড় বসো ভাই কাশী" ঘুটাকে শির বণো সন্ন্যাসী।

ভিক্ষা কর কে ভরো ভাই উদর, মৌতকা ফির নহি কুছু ডর।

মেইয়া ! ক্যা ইস্মে এ মানে লেণা চাহিয়ে কি সব ছোটে বড়ে বাল বৃদ্ধ কন্যা ইস্ত্রী, পুরুষ, সবজাত, শির ঘুঁটা ঘুঁটা আনকর এহি পাঁচ কোশমে ভরমরে ?। ম্যায়নে দেখী কি লোক এহি সমঝা হ্যায়, ইসি ভ্রমসে সুবর্ণকাশীপুরী নরকাকার হো রহি হ্যায় !। ময জানতি কি জিসকো বিনা জ্ঞান ও যোগ নিয়মকে মুক্তি লেনা হোয় বুড়ে অবস্থানে সংসারাশ্রম কো ছোড়কর, সন্ন্যাস লেকর, ভিক্ষা সে উদর ভর কর, যাবত না মরে কাশীকা মহাস্মশান মে রহে। পর অ্যা যো মুখ্য অর্থ হেয়, উসে ছোড় কর লোগ সব এহি পাঁচ কোশকো ময়লা দুর্গন্ধ গরম ও নানা পীড়াকা ঘরকর রাখা হ্যায় ! ইসিসে ময় জানি কি হিয়া পরভু সুবিচার মহারাজ নহি হ্যাঁয়, কেবল্ল ভাঁড়োক্কা তামাসা হ্যায়। ভাঁড়, ষাঁড়, শীঁড়ি, রাঁড় লেকে ত এ নগরী হ্যায়ী হ্যায় !।—মইয়া দুনীয়া দারোনে কাশীকো মিট্টীকর দিয়া, নহি ত ফের সোনা কা হো যায়।

মা। এ বেটী অব সব এসেহি দেখলাই দেঙ্গে। যো কভি শুভ দিন বহুড়ে তো ইস্‌সে ভি বড়ে বড়ে নট্‌কে তামাসা হাম খোলেঙ্গে !। মুরদঘটে মে মনই ভী মুরদা অ্যা মুরদাখোর কুত্তা হো যাতা হ্যায় !।

---

* সৌগুণ, পূর্ব্ব চিহ্ন, শপথ।   † বাণা ভেখ, বেশ।

বেটী। মেইয়া অব চলো বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা মৈয়াকি দরশন করেঁ (বোলে উভয়ের প্রস্থান) "হরপার্ব্বতীশ্বরকী জয়" শব্দ।

চতুর্থাভিনয়।

ভারত সমুদ্র।

সেই জাহাজখানি ক্রমে ক্রমে পাল ভরে আস্‌ছে। উপরিতলে একজন পুরুষ উপবিষ্ট ছিলেন, আর দুই জন আসিয়া পূর্ব্ববৎ বসিলেন। সকলেই দূরবীক্ষণ চক্ষে পূর্ব্বদিক দেখিয়া—

প্রথম পুরুষ। (দ্বিতীয় পুরুষকে) ওএল ওয়াটস দি নিউস্! ম্যান?

দ্বিঃপুঃ। ওঃ প্রগ্রেস, নথিং বট প্রগ্রেস। দি কিউরিয়স ওল্‌ডফূল্‌ ইজ বিজি ইন ডিগিং হিজ য়োণ গ্রেভ এলোন্‌ ইউ নো! সী ইজগণ!!

ত্রিঃপুঃ। ও আইসী। বট হি ডিস্‌প্লেএস অ্যান অনকমন পরসীভিএরেন্‌স ইন্‌ পরফর্মিং দি পেরীলস টাস্ক, ইন্‌ স্পাইট অব দি অপোজিং ওয়েভ্‌স (নীচুস্বরে) ফ্রম অওয়র সাইড!।

প্রঃপুঃ। হি ইজ রাদার ষ্ট্রগ্‌লিং আইসী।

দ্বিঃপুঃ। ইএস, পরসিষ্ট্যান্টলি, টু প্রিজর্ভ এ ফার্ম ফুটিং অন বোথ দি ফ্লটীলাস!।

প্রঃপুঃ। বট এ ম্যান ইজ এ ম্যান, এণ্ড হি ইজ নো মোর দ্যান এ ম্যান!

দ্বিঃপুঃ। এণ্ড ইএট হি ইজ ট্রাইং ফর সমথিং বিয়ণ্ড এ ম্যান ক্যান্!।

প্রঃপুঃ। ও দি ব্রেভেষ্ট অবদি রেস!!।

ত্রিঃপুঃ। বট ওরণ আউট অ্যাজ হি ইজ, মে ভেরি—ভেরি লাইকলি সকুম্ টু ইট সুন!!।—অ্যাজ দেয়ার ইজ ভেরি লীট্‌ল হেলপ লেফট, আই সী।

প্রঃপুঃ। ও দ্যার'স দি ফন্, ডোণ্ট্ সী— দি ওল্‌ড ম্যান ইজ ক্রাইং ফর হেল্‌প!—

দ্বিঃপুঃ। ওয়াট দ্যাট হেল্‌প ইজ ?—(অন্য সাহায্য আছে ভাবিয়া)

প্রঃপুঃ। ওঃ—"সেভ মি ফ্‌্রম মাই ফ্রে্ণ্ডস" ! !।—

দ্বিঃপুঃ। দ্যাটসএরিলীফ (সকলের হাস্য) হোঃ হো হো—ওমিলর্ড !।—
হাঃ হা হা (দীর্ঘহাস্য)—

প্রঃপুঃ। (হরিশ বিষাদে) বট্‌ দি ফ্‌টীলাস আর ষ্টিল টুগেদর !

দ্বিঃপুঃ। ইএস, বায় দি মীয়র ফোর্শ অব দোজ ট্রেম্লিং লেগস ! (দ্বিতীয়হাস্য)
হাঃ হাঃ হাঃ ,—

প্রঃপুঃ। (কিঞ্চিৎ হর্ষে) দেন ইটস ডন্‌ ;—

দ্বিঃপুঃ। (বেস কোরে দেখে)—ইটস হ্যাঙ্গিং ম্যান !—ইটস হ্যাঙ্গিং ইনটূস,
অনটূসাইড্‌স অব দি টূ বোটস ডৌণ টুদি ওয়াটর্শ ! ।—

ত্রিঃপুঃ। ইএস, অল রাইট নৌ। দি ওল্‌ড কার ইজ ব্রোকেন ইন্‌টু পীঁসেস,
নেভর টুরী—মিট টূগেদর ;—দি বোটস ডিসিন্‌চেন্‌ড্‌, টু হুইচ দি
ওয়েভ্‌স্‌ উড্‌ অ্যাড ফেদর ! !—

প্রঃপুঃ। হোঃ হোঃ—অ্যাণ্ডফর্র ঔয়র ফীট, হিজ স্কীন দি লেদার !—

দ্বিঃপুঃ। বিহোণ্ড ! হৌহিত্রীদ্‌স এ হাই ব্রেথ !

ত্রিঃপুঃ। অ্যাণ্ড দোএনীগর, ডাইজ এক্রীশ্চন্‌ ডেথ ! !—
হাঃহা—, (বোলে সকলের প্রস্থান)—

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক।

যবনিকা পতন।

———

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথমাভিনয়।

সাগর তীর।

শোকসূচক বাদ্যধ্বনি থামল।

নিশিরশেষ। পথিকগণ দুঃখ প্রকাশ কর্ত্তে কর্ত্তে স্ব স্ব উদ্দেশ্য দেশাভিমুখে যাচ্চে। বলচে,—হা—এমন মানুষের ও এমন দশা গা !। মাথার মুকুট পায় পায় ক্ষয় হচ্চে। একেই বলে গুণের অভাব নেই গুণীর অভাব—হায় হায়! হায়—কুটীল কাল সকলি কর্ত্তে পারে। কালেরি বা দোষ কি, ঘরের ছেলে কাল হবে তা কেমনে জানবে;—এমন সময় শোকার্ত্ত করুণ স্বরে এই গীতটী যেন কেউগাচ্চে।

বেহাগ মধ্যমান।

কেরে দুঃখের নীরে, ডুবায় আমায়,
বলিতে বিষম কথা, বুক ফেটে যায়। ১
একে বৃদ্ধতনু জরা, গৃহভেদ-রোগ ভরা,
বিশ্বাস-আয়ু হারক, কুতর্ক-ভিষক তায়। ২
আশা বড় ছিল মনে,
এসময়ে প্রিয়-জনে,
স্নেহভক্তি পথ্য দানে।
থাকিবে স্বহায়। ৩
হায় বিধি এক প্রাণে, দ্বিপক্ষে দুদিকে টানে,
কারে ছেড়ে কারে ধরি, মরি প্রাণ যায়। ৪

গঙ্গাসাগর সঙ্গম।

ভক্তি ও স্নেহ নামক দুই খানি জীর্ণ নৌকা শৃঙ্খল ভ্রষ্ট হইয়া তত্র একত্র ভাস্‌চে। এক খানি উর্দ্ধমুখে উর্দ্ধশ্বাস লইতে লইতে যেন আকাশস্থ কোন

অলক্ষ্য পুরুষকে স্বীয় আর্দ্ধাশ জানাচ্চে, আর অন্যখানি অধোমুখে অধঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে যেন মনের দুঃখ মনে রাখিয়া ধীরে ধীরে চির সহচর অপরটীকে ছাড়িতে ছাড়িতে ছাড়িতে পাচ্চে না, ছেড়ে ছেড়ে ও আজন্ম সঙ্গ জনিত আশক্তি দ্বারা আকর্ষিত হইয়া পুনঃ সংযুক্ত হচ্চে!!। দুই খানিতে দুই পা একটী প্রাচীন পুরুষ দণ্ডায়মান। তাঁর দক্ষিণ পদে ভক্তি নৌকা বামপদে স্নেহ নৌকা, দক্ষিণহস্তে ফল বামহস্তে গঙ্গাজল পূর্ণ কমুণ্ডল, মুদ্রিত নয়ন বিরস বদন মহান্‌কষ্টের লক্ষ্মণ প্রকাশ কচ্চে। অত্যন্ত কাতর স্বরে বোল্‌চেন,—

দীনদয়াময়! এই কি তোমার মনে ছিল!। পুত্রের পিতা কোরে অপুত্রক কল্লে। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর কোরে আবার পথের ভিখারী কোল্লে। নিরবচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগী কোরে আবার অপার দুঃখার্ণবে ফেল্লে। যার একুল ওকুল দুকুল অনুকুল তারে এখন অকুল পাথারে ভাসালে!। হায়! যাদের আশাভরশায় আজন্ম কাল প্রাণান্ত কষ্টে অগণ্য ভাণ্ডার পূর্ণ করিলাম,—সেই অমূল্য রত্নরাজীর প্রতি তারাই এখন হতশ্রদ্ধা কচ্চে!। পরের পরামর্শ লয়ে ঘরের ধন লুটাচ্চে।। আমায় পিতৃ সম্বোধন করা দুরে থাক বন্ধু বোলেও ধর্ত্তব্য কচ্চে না!। হায়! একে এই বৃদ্ধাবস্থা স্বভাবত অকর্ম্মণ্য;—শরীরে বলাভাব তায় পরাধীনতা রোগে রুগ্ন, তার উপর আবার এই গৃহভেদ রূপ বিষম বিকারের বিভীষিকা, প্রাণ রক্ষার উপায় নাই;—কোথা পুত্রগণ পরস্পর ভ্রাতৃ স্নেহে আবদ্ধ থাকিয়া পিতৃ-ভক্তি করবে, অসময় সকলে সমবেত হয়ে আমার সেবা করবে, নাম রাখবে,—তা না কোথা আমার নাম লোপের,—জীবন লোপের পণ কোরে গণ্ড গোলে উন্মত্ত হল!। কি করি—আমি এখন কি করি কারে বলি, কারেধরি!—(অশ্রুপাত) হা! এমন আকুষ্টবদ্ধে ফেল্লে—বিধাত!—আমি এখন কারে ছেড়ে কারে ধরি, ওহে আমার যে উভয় সমান—বৃদ্ধ কনিষ্ঠাঙ্গুলীর ন্যায় ভক্তি স্নেহ পক্ষ উভয়ই সমান!। আমি যে ওদের দুজনকে না দেখলেই মরি!! —(বোলে নিস্তব্ধ)—

বৃদ্ধের আরক্ত নয়ন-নিসৃত অশ্রুবিন্দু শুক্ল শ্মশ্রু বহিয়া বক্ষে পতিত হচ্চে, যেন, সেই জলেই অভিসিক্ত-হৃদয় শীতল হইয়া তাঁর জীবন-নবনীত কে কঠিন কচ্চে, গল্‌তে দিচ্চে না, সেই বলেই

বলিষ্ট হইয়া যেন এক এক বার উঃ হুঃ শব্দ কর্‌তঃ কখন বাম পদ কখন দক্ষিণ পদ দ্বারা এক বা অপর নৌকাখানিকে একত্র করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে টানছেন। বিব্রত, এতবিব্রত যে ক্ষুধায় কাতর তৃষ্ণায় বিকল তথাপি হাতের ফল জল হাতেই আছে, মুখে তুলিবার অবসর নাই!। নৌকা দুখানি একত্রিত থাকিলেই যেন সকল সুখের সহিত জীবন পান, আর বিচ্ছিন্ন হইতে থাকিলে সকল দুঃখের সহিত অন্তীমকাল দেখিতে থাকেন!। আশ্চর্য্য সম্বন্ধ!। (পুনর্ব্বার একদিকে ঝুকিতে ঝুকিতে) কি বিপদ।—উভয়সঙ্কট!—এরেই বলে উভয় সঙ্কট ;—আমার সেই উভয়সঙ্কট উপস্থিত। কি অসহ্যরোগ, কি দুশ্চিকিৎস্য আময়!। হায়! সুখ স্বাস্তি একবারে নাই, তবু প্রাণ রহিল। এইকষ্ট সৈতেই আছে!। যে শরীরকে এতদিন রক্ষাকরিয়া মান সম্ভ্রমের আস্পদ কল্লেম, সে শরীর কিনা আজ স্বীয় আত্মজগণ হতে সাগর তলে চল্লো!। (রোদন)—হা শিক্ষা, হা সভ্যতা, হে বিদ্যে! রে জ্ঞান! তোদের কোন দোষ নাই, এ আমার অদৃষ্টেরই দোষ!।—(ক্রন্দন) যাদের জন্মদিলেম, কোলেকরে প্রতিপালন কল্লেম, তারাই আমার এমন দশা কল্লে!। রথভঙ্গ পথরোধ, অঙ্গভঙ্গ হতবোধ হোয়েও ভাবলেম বালকদের অপরাধ লবনা, —তারা কুসন্তান হোক আমি কুপিতা হব না,—তারা শত অপরাধ কল্লেও আমি তাদের পরিত্যাগ করব না। হায়! তার এই প্রতিফল!। আমি সর্ব্বত্যাগী শ্মশানবাসী হয়ে কেবল এই তরি দুখানি লয়ে অপার ভব সাগর তরিবার নিমিত্ত যে প্রাচীন "পিতৃসম্পত্তি" বিশ্বাস শৃঙ্খলে তাদের আবদ্ধ করে রেখেছিলেম, তারা সেই শৃঙ্খল,—সেই মর্ম্মগ্রন্থি চ্ছেদন কোরে আমায় জরাসিন্ধুর মত বধকর্ত্তে প্রবর্ত্ত হল!!। হা পরমপিত!—আমি জন্ম দিয়েছি,—একারণ আমি তাদের কিছু বল্‌তে পার্‌ব না,—তুমিই এর বিচার কর!। কিন্তু, দেব নাথ! এ দীনহীন প্রাচীন চিরদাসের মুখচেয়ে তাদের শিক্ষা দিও, শাজা দিও! প্রাণে মের না, ! আমার এ রোগার্ত্ত হৃদয়কে আবার শোকার্ত্ত কর না!। দয়াময়! তুমি আমাকে যে উদ্দেশে অজর অমর কোরেছিলে, তোমার সে উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইয়াছে। আমার পরীক্ষার শেষ কর,—আমি বেশ পরীক্ষোত্তীর্ণ হয়েছি!। বিজাতীয়—ঈর্ষানল এবং বিদেশীয় উষ্ণাজল একে একেআমায় জ্বালায়েছে, ভাসায়েছে, কিন্তু তোমার

একাক্ষরী মহামন্ত্র জপ প্রভাবে ভস্ম বা দ্রবকরিতে পারে নাই। তাই বলি নাথ! আমার হৃদয় পাষাণকরে ভালকরেছ, কিন্তু তুমি যেন পাষাণ হোয়ে আমার অবোধ বালকদের প্রতি পাষাণবৎ—ব্যবহার করো না!।—(ক্ষণপরে)—রাম! তোর মনে এইছিল তা পূর্ব্বে জানিনে। হায়! এ কর্ম্মের কর্ম্মকার তুই আর কেউ নয়। রে চণ্ডাল! তুই জান্তিস এ কর্ম্মে আমার জীবন সংশয় হবে, তবু তাই কল্লি!। রাজা দশরথ পুত্র-গুণ স্মরণে জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন, আমাকে পুত্র—দোষ স্মরণেই আজন্ম রোদন কর্ত্তে হয় বা!।—রাম! এ শৃঙ্খলভঙ্গ তুই কোরেছিস আর কেউ নয়। এ প্রিয়া বিচ্ছেদের কারণ তুই। হা প্রিয়ে সামঞ্জস্যে! (বোলে নিস্তব্ধ)—

দ্বিতীয়াভিনয়।

স্নেহনৌকা বহুজনতায় ভারাক্রান্ত।

বৃদ্ধপুরুষের বামপদ নিম্ন ও দক্ষপদ ভক্তি নৌকায় উচ্চ, বহুকষ্টে দেহ-ভার রক্ষা করিতে করিতে উঁঃ হুঁঃ শব্দ। উভয় নৌকা একত্র করতঃ গীতার্দ্ধ গান,—

ললিত। আড়া।

কে আছে সুপুত্র মম স্নেহভক্তি সমভাগী,
পিতৃভক্তি ভ্রাতৃস্নেহ সমতুল্য অনুরাগী।
কে আছেঃ।—হাঃ—

তালের সঙ্গেই রাম ও রতনের গাত্রোত্থান।—

রাম। (রাগত ভাবে) রতন! দেখ্‌চ দেখ্‌চ, বৃদ্ধের রকম দেখ্‌চ?—

রতন। তাইত, যেন রথের সং!! লজ্জানেই ছি!—হিঁদুর বুড়োযেটয় শুনে-ছিলুম, তাই চক্ষে দেখ্‌চি!।—ত্রিকালে ঠেকেচে এখন ওসব

সেকেলেমী কি আমাদের কাচে আর শাজে! ওরকম দেখ্‌লে উনিত উনি, আপনার বাপকেও বাপ বল্‌তে লজ্জাকরে, আমি ভাই হক্‌কতা বলি, যিনি হন!।

রাম। কত বোঝাই, শুনবেন না তাকি কর্ত্তে পারি। গায়ে মাটী ছাই ভস্ম মাক্‌বেন, হৃষ্টপুষ্টিকর আহার ছেড়ে কেবল ফলার করবেন, রাত্র প্রভাত হতে না হতে জলে গিয়ে পড়বেন, আর কথায় কথায় হাত পায় মাটী রগ্‌ড়াবেন। আবার গোদের উপর বিস্ফোটক শুচীবাই, এরে ছুইয়ো না, ওর বাড়ী যেও না, তার সঙ্গে খেও না এই ভিরকুটি নে থাকবেন। এতে কি ভক্তি থাকে ভাই?—

রতন। (পরিহাস চ্ছলে) তার সন্দেহ কি!।—তা যেমন মতি তেমনী গতি, একগালে চুন একগালে কালি হোয়েছে!। একটা মানুষের একটা—ছিদ্র ঢাকা যায়, এ সহস্র ছিদ্র কোনটা ঢাকবে!। "সর্ব্বাঙ্গে ঘা ওষুধ দেবে কোথা" (বোলে হাস্য)

রাম। দেখ্‌দিভাই! আপ্‌নার দোষ মান্‌বেন না কেবল আমাদের দোষ ধরিতে সহস্রবাহু!। ভাল, তিলক ত্রিপুণ্ড ভস্ম বিভূতি, রক্তবিন্দু ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র, সিন্দুর বিন্দু ছাপ মোহর; কোথাও শিখাসূত্র কোথাও গোঁপদাড়ি কোথাও জটাধারী কোথাও মুণ্ডিত—দণ্ডধারী—কোথাও ত্রিভঙ্গ কোথাও উলঙ্গ হয়ে এ সংশাজা কেন?—যদি একটা ছেড়ে একটা রাখ্‌তে না পার, সব ছাড়।—এ রোগের আর কি ওষুধ হতেপারে ভাই?—

রতন। তা দেখে শুনে না শেখেন ঠেকে শিখুন!—তুমি আপনার কায করে যাও, ওর বকুনিত আচেই। (নিম্নস্বরে) ঠেক্‌য়েত দিয়েছ, এখন খোঁড়া না হলেই রক্ষে!। (বোলে ঠোট্‌কামড়ান)—

রাম। হ্যাঁ; তা একরকম জোগাড় হোয়েচে, এখন আর একবার বোলে খালাস হই, (বোলে বৃদ্ধের দিকে)—বলি জেগে না ঘুমিয়ে?—

বৃদ্ধ। (রামের কথা শুনে, পাছে রাম হাতধরে টান না দেয়, ভয়ে, বাম হাত ঊর্দ্ধ কোরে)—বাপ! যে কাজ কোরেচ, ঘুম কি আর হবে। কিন্তু তুমি যেমন আমায় বাবাবোল্‌তে লজ্জিত হও, আমিও তেমনি তোমায় পুত্র বোল্‌তে লজ্জিত হচ্ছি।

রাম। ভাল, বা পি সই ;—বলি দু নৌকয় পা রেখে কেন মারা যান,—আসুন এই দিকে আসুন ;নয় ঐ দিকেই—,ভক্তির দিকেই যান ;—আমাদের ছেড়েদিন ?—

বৃদ্ধ। (কান্তে২)—রে পাষণ্ড ! তুই জ্যেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ পদপেয়ে নিকৃষ্টের কায কর্ত্তে উদ্যত হচ্চিস্ !। এই অপরিপক্ক শিশুস্বভাবাপন্ন নির্ব্বিরোধী নিরপরাধী শান্তশিষ্ট পিতৃ আজ্ঞাকারী ভক্তিপক্ষীয় সন্তানগণকে অকুল সাগরে পরিত্যাগ কর্ত্তে বলচিস্ !। এই কি তোর ভ্রাতৃ-স্নেহের পরিচয় ! কেন এরা তোর কি, কি ক্ষতি করেচে ?—

রাম। ওরা জ্ঞাতি শত্রু, অবিশ্বাসী, কেবল কপটতা ভরা ! ।—ওরা জ্যান্ত মানুষ পোড়ায় ;—ওরা আত্মম্ভরী, আপনার সুখ দুঃখ বেশ বোঝে অন্যের সুখ দুঃখের বেলা উদাসীন হয়। মৌখীক ধর্ম্ম আর মৌখীক কপট ভক্তির কথা কয়, কায কিছু করেনা। এজন্যে আমি ওদের সঙ্গ ত্যাগকর্ত্তে চাই।

বৃদ্ধ। রামা ! যেমন ওদের দোষ গুলিন দেখিস্ তেমনি আপনার দোষ যদি দেখতে পাস তবে তোর আর এমন কুবুদ্ধি হয় না। তুই কি মানুষ বাঁচিয়ে মৌখীক স্নেহ দেখাস নি ?—ওরে তারা বেঁচে থেকে এখন আমার সম্মুখেই যে কেবল নরকাগ্নিতে পুড়িবার আয়োজন কচ্চে রে,—তা কি তুই দেখ্‌চিস্ নি ? আর পরের সুখ দুঃখে তুই বড় সুখ দুঃখ বোধ করিস তা আমি জানি। তুই পরের ধনে ধোপার নাট কত্তে চাস, কেমন ?—এইসব ফলাহারী ব্রহ্ম-চারী কুলে উচ্ছিষ্ট ভোজনের ব্যবস্থা প্রবর্ত্ত কর্ত্তে চাস !। ধিক তোরে,আর তোর উপদেষ্টারে !!—ওরে ওকায যে আমার রে !—আমার অমতে তুই কি তা কর্ত্তে পারবি, কখন পারবিনি। আমার ভক্তিপক্ষ তোর এই অপকৃষ্ট মতে মত দেয় না, তাই তারা তোর শত্রু !! ছি ছি ছিঃ। তুই যাঃ—তোর ও পাপমুখ আর আমায় দেখাসনে। তুই আমার মুখ চাইলিনে, আমায় পিতা বলে ডাক্‌লিনে, আমায় এই অকষ্টবন্ধে ফেল্‌লি !—যাঃ তুইও এমনি দোটানায় চিরদিন থাক্‌বি,—না স্বর্গ না মর্ত্ত, না হিন্দু না যবন ম্লেচ্ছ কিছুই হতে পারবিনে ! ।—

রাম। (স্বপক্ষ বলবান্ বোধে গর্ব্বে) তুমি যা বল, কিন্তু এই দেখ (স্নেহ-নৌকা দেখায়ে) এই ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণবৎ দিক্‌পাল সব আমার জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। যা এরা করবে তাকি ওরা কর্ত্তে পারবে!। দেশাচার—রোগে রোগা কুসংস্কার—ঘুনে ঘুনধরা, বিরাগ কুপথ্যে আদমরা জনকত ছোকরার জন্যে আমি এ চাঁদের হাঠ ছেড়ে দেব, তা হবে না "এই আমার পণ"!।

বৃদ্ধ। রাম! আমি বেস জাল্লেম আমার এ দুর্দ্দশার মূল তুই!। এ সর্ব্বনাশের মূলে জলদিয়ে তুই কি অমর হবি?—কখনই নয়। স্থূলে ভূল কল্লি—রাম! স্ববুদ্ধিতেই হউক আর পরবুদ্ধিতেই হউক তুই ভিন্ন এমন অকায আর কেউ এবংশে করেনি। তুই ত এই এক কাঠা অযোধ্যায় চাদ্দিনের জন্যে রাজ্য কোরে কোন দিন কোথায় গুপ্ত হবি, কিন্তু আমায় তোর পাপের ফল চিরদিন ভূগতে হবে!। ওরে! কালে তোর সোনার অবধপুরে অবোধ—বানরের নৃত্য ও বা আমায় দেখতে হয়!। আহা! রামের সিংহাসনে কেশরীসুত বসবে, এ দুঃখ বল্‌বকারে?—

রাম। (রাগত) কিন্তু দেখো, এই নাম্ গুণেও লোক তরবে তুমি অভি-সম্পাৎ কর ক্ষতিনাই, অনেক সতীসাবিত্রীর বরে আমি অমর না হই অমরপুরে গমন করব!।

বৃদ্ধ। হ্যাঁঃ—জন্মভূমি—সতী তোমায় আবার কোলে করবেন্, আমার ত এমন বিশ্বাস হয় না!!—

রামের বিমুখ উপবেশন।—(ক্ষণেক পরে অভিমান ভরে) এই চল্লেম (বোলে) ঝুপ্ শব্দে সাগরে পতন।

তৃতীয়াভিনয়।

গঙ্গার পূর্ব্বকুল। দুইজন পুরুষ যেন অর্ণবযান হইতে এইমাত্র অবতরণ করিয়া কোন স্বার্থসাধনে তৎপর। দূর-বীক্ষণে দেখে,—একজন অপর জনকে কিছু বলচেন। নীচে একটী ঘাট, তথায় একজন তপস্বী স্নান সমাপন পূর্ব্বক তর্পণ কচ্চেন, এমন সময় সামুদ্রিক পবন বাত্রাবহের ন্যায় তাঁর কর্ণকুহরে এই কথা গুলিন কহিতে লাগিল। (তপস্বী ত্বরায় তর্পন সমাপন

পূর্ব্বক তাই শুনিবার নিমিত্ত ব্যগ্রহয়ে সেইদিকে কর্ণউঠাইয়া যেন অনন্য মনে শুন্‌তেছেন।—)

প্রথম। হি ইজ ওয়ার্শ দ্যান হিম,—(পুনর্ব্বার দেশীয় ভাষায়) সোপাপিষ্ঠ ষ্টেঠোডিক!!—

দ্বিতীয়। নোঃ নো,—বেটর দ্যান হিম। টার চেয়ে ভলো আছে। সে ছিল সেল্‌ফিস্‌—এ ফিলেনথ্রফিক। সে ডগমেটিক,—এ এনথুজিয়্যাষ্টিক। তার ওয়েট আপনার সাইডে, এর সম্পূর্ণ ওয়েট আমাদের সাইডে!! আছে না?—

প্রথম। ইওর কম্প্যারিজন ইজ হ্যাপি; বট আই ওয়ান্ট একজাম্‌পল্‌স্‌ অ্যাট প্রেজেণ্ট, আই হ্যাভ ইএট নো হোপ ফ্রম হিম।—হি, হি মাইট প্রুভ হিমসেল্‌ফ এ জগলর!। অ্যাণ্ড, এ জগলর লাইক এ প্যারট, উড সিং অর চাট অনলি অনটিল হি গেটস এ বিট, অর, অ্যাটলীষ্ট সমথিং টু ঈট!।—

দ্বিতীয়। ইজ হি মেকিং হিজ টাইম দেন?—

প্রথম। ও ইএস,—ওয়াচিং, ফ্লাইং হাই লাইক্‌ এ কাইট, টু বি ডৌন অন দি প্রে উইদাল হিজ মাইট।

দ্বিতীয়। এণ্ড ওয়াট দ্যাট প্রে ইজ?—

প্রথম। ও দি স্যুইটস্‌ অব হিজ প্রিডিশেসর।—দ্যাটস দি কারক্যাস!!—

দ্বিতীয়। ডু ইউ থিঙ্ক হি উড্‌ টীয়ের দেম অফ—ইনটুহিজ ঔন অ্যাড্‌ভ্যাণ্টেজ ইন্‌সটেড় অব ঔয়র্শ?—

প্রথম। ও ইএস, সিয়র এণ্ড সরটেন ইউ নো। এনথুজ্যাষ্টিক্‌স্‌ এণ্ড ফিলেন থ্রফিক্‌স্‌ আর পলিটিক্‌ল ভলচরশ!!!!

দ্বিতীয়। বট উঈ মষ্ট হ্যাভ দি লয়নস্‌ স্থার ঈগ্‌লস অ্যাজ উই আর!।

প্রথম। ইএস, বট ফর দি প্যারিয়াস!! হাঃ হাঃ—(হাস্য)—

দ্বিতীয়। ওঃ দে আর পূওর বার্কর্শ,—উড বি স্যাটিনফায়েড উইদে ক্রষ্ট!! ওঃ দে আর নথিং। ঔয়র বুল্‌স আর সফিসেণ্ট ফর দেম। দ্যারিজ সমথিং ফেভরএবিল, বিসাইড্‌স দ্যাট।—

প্রথম। ওয়াট্‌স দ্যাট?—

দ্বিতীয়। হি হ্যাজ দ্যাট বুক অব ল। ইন্ হিজ হ্যাণ্ড, হুইচ উইল ইকোএলা-ইজ দি ডিফরেন্স আই হোপ!।—

প্রথম। ওঃ দি ব্ল্যাক অব দি কোল•রিমেন্স ঈভেন উইথ ইটস অ্যাশেস, সো দি রষ্ট অব দি হার্টস্—ষ্টিল। হিজ হার্ট ইজ টু লেভেল্ নট টু ইকোলাইজ!। অ্যাণ্ড লেভেলর্শ, ইটস ওয়েল সেড—

"Only change and pervert the natural order: they load "the edifice of society by setting up in the air what the "solicity of the structure requires to be on the ground.

দ্বিতীয়। অ্যাণ্ডদ্যারফোর হি উড ব্রেক হিজ প্রমিসিস্!—

প্রথম। অফ কোর্শ!—

দ্বিতীয়। বট উই হ্যাভ নথিং টুডু উইথ্ হিজ হুইমস, সোলং অ্যাজ হি ইজ ফেথ্ফুল টু অস। (গম্ভীর ভাবে) অ্যাণ্ড আই বিলীভ্ হিমটু বি সো!।

প্রথম। (এখন ও অবিশ্বাস প্রকাশ কোরে) দ্যাটস হোয়াই ইউ প্রেজ হিম;—বিকাজ হি হ্যাজ ফেথ ইন অওর বুক? বট, লিসন; অর্থলি—ফেথ, দি ফক্স অফ দি ইউনিভরসেল ফরেষ্ট ইজদি ফার্ষ্টটু ফ্লাই, হোএন "টেম্‌টেসন্" দি লায়ন রোর্শ!।

দ্বিতীয়। ওঃ ওয়াট এক্রুএল ডিস্যাপ্যইন্ট মেণ্ট,—ক্রুএল ইণ্ডীড!! বট্ লেট-অস্ সি—(বোলে উভয়ে প্রস্থান);—

তপস্বী। (উপরে উঠে মঠে যেতে (যেতে) স্বগত;—এরা কারা!—সেই তারাই বটে ঠিক ২। যে গোলযোগ উপলক্ষে আমি গৃহত্যাগী এরা সেই গোলযোগের মূল কথাই কচ্ছিল। "ওয়ার্শ দ্যান হিম" আর "ক্রুএল ডিস্যাপ্যইন্টমেণ্ট" পর্য্যন্ত সমুদায় কথাই সেই বিষয়ের প্রসঙ্গ। তারা এদের শিক্ষিত কিন্তু অকৃতজ্ঞ। (সাবধান হোয়ে) দূর কর মরুগ্‌গে আমার আর সে কথায় প্রয়োজন কি?—আমিতো এখন আর পদেনাই। হা—সুমতে!—মনুষ্যলোক একে-বারে ত্যাগ কল্লে। (বোলে মঠঃ প্রবেশ)—হর হর, শব্দের পর নিস্তব্ধ।—

চতুর্থাভিনয়।

নৌকাদ্বয়।

বৃদ্ধ পূর্ব্বমত বাম পদ নীচু ও দক্ষিণপদ উচ্চ দণ্ডায়মান। এবার স্নেহ-নৌকায় আর লোক ধরে না, এত ভীড় যেভারে ডোব ডোব ; বৃদ্ধের বামপদ এমন লম্বমান যেন সেই দিকেই নাবিবার নিমিত্ত উদ্যত বোধ হচ্চেন। একপদে দণ্ডায়মান।

স্নেহনৌকায় রাম নাই, তখন সেখানি বাত্যে প্রমুখ।

কেশব। (রামকে স্মরণ পূর্ব্বক যেন শোক প্রকাশ করত) হারাম, আমিই কি তোমার শ্রাদ্ধ করব (বোলে)—সোনা বাঁদান পুস্তক দেখিতে দেখিতে;—বৃদ্ধের প্রতি,

বৃদ্ধ ! রাম তোমার ভার্গস্বর্গের যে নূতন মার্গটী আরম্ভ করিয়াছিলেন আমি তা সমাপ্ত করিয়াছি, তুমি ও পুরাতন রথ ছেড়ে সেই পথে এস। দেখ এ কেমন প্রশস্ত ও পরিষ্কার পথ;—কানা অন্ধ খঞ্জ কুব্জ সকলেই অক্লেশে গমন কর্ত্তে পার্ব্বে!। এপথে স্ত্রীপুরুষ, চিরসৌভাগ্য সমভাবে ভোগ করবেন।

যাদব। (কেশবের পোষকতায়) পথ! বলেন কি মশয়! দ্বিতীয় কাশী—বারানসী;—অবিমুক্ত ক্ষেত্র। কাশীতে যেমন যে জীব হউক মলেই মুক্ত, এ পথে তেমনি যে জাতি হউক এলেই জ্ঞানী, "নাস্তি কাল বিচারণঃ।"—

কেশব। কি ! কাশীর সঙ্গে এ পথের সাদৃশ্যতা,—অযোগ্য;—সেই, সেই দুর্গন্ধপূর্ণ জঘন্য প্রাচীন পুরীর সঙ্গে এ বিশুদ্ধবায়ু সেবিত নবাবিষ্কৃত পন্থার কিসের তুলনা !।কাশীতে মলে মুক্তি কথার কথা;— এপথের ধূলি কণাও জ্ঞানের কথা কয়,—এ পথের পথিক প্রত্যক্ষ মুক্ত। কোন লৌকিক নিয়ম বন্ধনে আবদ্ধ নয়, সব বিষয়ে মুক্ত। গৃহ সন্ন্যাসী আর কারা!। যদি বল আমরা খেটে খাই কিন্তু সেটা কি ভিক্ষার চেয়ে ভালনয়?।—

যাদব। বৃদ্ধ ! কাশীতে ভৈরব দণ্ডের ভয় আছে, এপথে দণ্ড ভয় নেই বিনা দণ্ডে "দণ্ডী" হইতে পারিবে, কাশীর ষণ্ড সবপশু এ পথের ষণ্ড সব মনুষ্য, কৃতবিদ্য, সপণ্ড!।—

কেশব। বৃদ্ধ! আমায় সামান্য বালক বোলে হতশ্রদ্ধা করিওনা।
রামের অসাধ্য কার্য্য আমিই সাধিব।—
উপাড়ি সমূলে জাতিভেদ-লঙ্কাপুরী,
সাগর সলিল-সাই আমিই করিব।
বক্তৃতা বালুকা সেতু ভোদাভেদ জলে
বান্ধিয়া, সসৈন্যে হিন্দু-সিন্ধু হয়েপার,
কৰ্ম্মকাণ্ড রাবণেরে সবংশে বধিব
আচার প্রাচীর ভেদি বাহিকের-বলে।—
বেদ-মধুবন ভাঙ্গি কুতর্ক-মারুতী
বৈদিক-বিচার তার অক্ষয় কুমারে
কণ্ঠা টিপে করে করে করিবে সংহার,
শাস্ত্রীয় পরীথাখাত পুরাবে স্বমলে।
একাকার ইইলে একতা লোভানলে—
পুনশ্চ বসাব লঙ্কা নকল দেখিয়া,—
চিনিতে নারিবে জাতি, বিজাতি আসিয়া।
স্বেচ্ছাচার বিভীষণে দিব সিংহাসন,
ভক্তি মন্দোদরী তার যোগাইবে মন;—
এসবে কেশব নামে ফিরিবে দোহাই,
কান্দিবে আৰ্য্যেরন্দরে, বানর হাসিবে।
কোথায় বৈরাগ্য তব এ নব বাজারে,
কে কিনিবে তাঁরে বিনা মূল্যেতে বিকায়!—
আমার প্রভাবে দেখ হাজারে হাজারে
রসনার-রসে ব্রহ্মজ্ঞান ভেসেযায়!।
স্বর্গের সোপান, যাহা পারেনি রাবণ,
বেঁধেছি ধরিয়ে আমি অরূপ অমর,
নিত্য আসি যাঁরা কর্ণে কথা বাৰ্ত্তা কন,
তোমার নিস্তার হেতু, দেন দিব্য বর!।—
কি ছার নরককুণ্ড পূরাবার কথা,
(নৌকা পূর্ণ দেখে) এত মাথা যথা, মোর প্রাণের দোসর!।

লিখিত নিয়মাবলী স্বার্থ সহযোগে
পরিবর্ত্তনীয়, স্বর্ণ সোহাগে যেমন,—
সংসার সুখের তরে তেমনি এমুখে,
প্রবালী-কুঁচের শোভা কালিমা বরণ !! ।—
অতএব হে বৃদ্ধ ! এস, আর হঠ কোরে হত হইও না।

বৃদ্ধ। (উঁঃহুঁ কোরে দক্ষিণের লঘুভারা ভক্তিনৌকাকে বহুকষ্টে একত্র করত) তা বাপু ! তুমি কি করবে তা আগে বল, আরো ছিঁড়বে কি যোড়া দেবে ? যদি যোড়া দিতে শিখে থাক এস, নচেৎ—

বিষাদ বাদ্যধ্বনি।

যবনিকা পতন।

ইতি তৃতীয়াঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম প্রস্তাবনা।

প্রাতঃকাল। বৃদ্ধ বিপ্রগণ স্নানার্থ দ্রুতভমনে দ্বিজকুল স্বকুল প্রসিদ্ধ কল-কূজনে এবং পথিকপুঞ্জ স্ব২ মন্তব্য গন্তব্য অবলম্বনে ব্যস্তসমস্ত। অরুণাভায় আরক্ত উদীচী মণ্ডল যেন নিবীড় তরুলতা মণ্ডলে লুক্কায়িত নৈশিক অন্ধকারকে সমূলে সংহার মানসে অনিমীষ নেত্রে উষ্মাপ্রকাশ ছলে একে একে তাবত পার্থিব পদার্থ ও প্রকাশ করিতেচে। নব নব রূপ-রঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে নব নব পরিচ্ছদে নব নব ঢং পরিবর্ত্তিত হইতেছে!। পথিকগণ চলিতে চলিতে (এক অপরকে)—এস আজ চৌপাড়ীর খব-রটা লওয়া যাকত! ॥ (বোলে দ্রুতগমনে প্রস্থান)।—

প্রথম অভিনয়।

চতুষ্পাটী—।

জনেক ছাত্র পড়িতেছে!

"পাপীর সহিত একাসনে বসিলে একসয্যায় শয়ন করিলে, একযানে গমন করিলে একত্রে কথা কহিলে আর এক পুঙ্ক্তিতে ভোজন করিলে জলে তৈল বিন্দুর মত পাপ সংক্রমণ করে। চান্দ্রায়ণাদি অনুগমনান্ত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সে পাপ ক্ষয় হয়"।

দুইজন পুরুষের প্রবেশ।

একজন গৌরবর্ণ আরক্ত নয়ণ, গম্ভীর, বয়েশ চল্লীশ, অন্যজন পিঙ্গলবর্ণ পিঙ্গলচক্ষু, সুচত্তর, বয়েশ ত্রীশ। জ্যেষ্ঠআগে কনেষ্ট পশ্চাতে, চতুষ্পাটীর সম্মুখে পথে দণ্ডায়মাণ। অধ্যাপকের দিকে দেখে,°!—

জ্যেষ্ঠ। পণ্ডিত মহাশয়। আপনি ছাত্র পড়াইয়া থাকেন!—

অধ্যাপক। (আগন্তুকদ্বয়কে উনবিংশতী শতাব্দির সভ্যগোছ দেখে সসম্ভ্রমে।—আস্‌তে আজ্ঞাহয়, (আসন দেখায়ে)—বসুন্।

(উভয়ের উপ বেশন)।

হ্যাঁ, অধ্যাপনাটা আমাদের স্বজাতি বৃর্ত্তি বটে, কিন্তু আমি পণ্ডিত নই, পণ্ডিত আজকাল আপনারাই!। অসাধ্য সাধন চেষ্টাতেই এখন পাণ্ডিত্য!। আজ কাল বৃদ্ধেরা আর পণ্ডিত বলিয়া গণ্য নয়, কারণ কলি যিনি কালের রাজা এ তাঁর বাল্যাবস্থা!।

কনিষ্ঠ। কেন মহাসয়! পণ্ডিত পদ কি অসন্মানসূচক যে, অস্বীকার করিতেছেন!—

অধ্যাঃ। কেবল ছেলে পড়ালেই আর্য্যসমাজে পণ্ডিতপদ পাওয়া যায় না। পণ্ডিত শব্দের অনেক অর্থ। বিশেষতঃ আপনাদের মত এমন সব সোনার চাঁদ থাকতে আমরা কি পণ্ডিত হতে পারি!।

জ্যেষ্ঠ। আমরা অধ্যাপক ও শিক্ষক কে পণ্ডিত বলি। তা আপনি নয় বৃদ্ধ পণ্ডিত ই হলেন হান্ কি!—

অধ্যাঃ। আপনারা কি পণ্ডিত?

উভয়ে। আজ্ঞা আমরা উভয়েই পণ্ডিত "বিদ্যাধ্যাপক" ও "জ্ঞানাধ্যাপক"। —আমরা আপন ব্যবসা বলিতে লজ্জা করিনা।

অধ্যাঃ। (স্বগত) এযে দম্ভআর অভিমান সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান দেখছি। (প্রকাশ্যে) ওঃ আপনারা "ব্যবসায়ী পণ্ডিত"!।—বসুন নমস্কার।

জ্যেষ্ঠ। হাঁ, আমরা "প্রোফেসর"। নমস্কার!।

অধ্যাঃ। প্রোফেসর!—(চিন্তাকরে)—প্রোফেসর অর্থে মথুর ত "ব্যবসাদার" পড়ে শুনেছি,—(স্পষ্টকরে)—হ্যাঁ, তবে সেই ব্যবসাই— আমরা যারে জাতীয় বৃত্তি বলি?—

কনিষ্ঠ। (হাস্য) হাঃ হাঃ হাঃ উনবিংশতী শতাব্দিতে আবার জাতীয় বৃত্তির বিচার!—অধ্যাপনকার্য্য উপযুক্ত বিদ্বান, ব্যক্তির সম্পত্তি তাহাতে জাতিবিচার! অসঙ্গত, আমরা দেখুন একজন চর্ম্মকার, একজন জোলা।

অধ্যাঃ। (মনে মনে) সর্ব্বনাশ!—এদের আসন দিয়ে সম্ভাষণ করে কল্লেম কি!—প্রকাশ্যে—(সাবধান হয়ে)—আমি পূর্ব্বেই নিবেদন করেছি যে অধ্যাপনাটী আমাদের (ব্রাহ্মণের) জাতীয় বৃত্তি, তা বলে যে আমি পণ্ডিত এমন অভিমান কর্ত্তে পারি না, কারণ পণ্ডিতা ভিমান আর্য্যস্বভাব নয়, অভিমান, দম্ভ আর অহঙ্কার এগুলা=মূর্খের বা শূদ্রের সম্পত্তি।

জ্যেষ্ঠ। আপনি কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত?

অধ্যাঃ। হ্যাঁ ব্রাহ্মণ বটে, পণ্ডিত নই। পণ্ডিত আপনারা হবেন!।

(মুখ ব্যাজার কোরে)—

জ্যেষ্ঠ। (হাস্য) হাঃ হাঃ, তবে ত স্বজাতি!—

অধ্যাঃ। (সবিস্ময়ে) স্বজাতি! আপনিও কি ব্রাহ্মণ?

জ্যেষ্ঠ। আদি চর্ম্মকারই এখনকার ব্রাহ্মণ!

অধ্যাঃ। জাতি তত্ত্বে ত আপনার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি দেখছি!

জ্যেষ্ঠ। আপনি কি আপনাদের আদি বৃত্তান্ত জানেন না?

অধ্যাঃ। আমরা এ সব উদ্ভুট্টে তন্ত্র জানিনে বটে!

জ্যেষ্ঠ। তবে শুনুন।

বেদ বাদ লয়ে যবে হয়েছিল গোল,
ব্রাহ্মণেরা সেই কালে বাজাইত ঢোল।
মদখেয়ে চুরচুরে জোরে চাটি দিতে,
পড়িল কাঁদের ঢোল ছিঁড়িয়া ভূমিতে।
পেলেনা ক ঢোল গোল-মালেই রহিল,
গল-রজ্জু বাজন্দরে "ব্রাহ্মণ" হইল।

অধ্যাঃ। (অবাক হয়ে) আপনারা কোন্ দেশী লোক? মাদক ব্যাভার করে থাকেন না কি?

কনিষ্ঠ। কেন মশয়, এ গুলিন কি মাতালের কথা!—"ওরিজিন" ধল্লেই মাতাল!—হক কথা আপনাদের সহ্য হয় না?—"

অধ্যাঃ। (মনেং) "ওরিজিন!" অরিজিন ত মথুর মূল ও আকরকে বলে,"—(প্রকাশ্যে) আপনি জ্ঞানাধ্যাপক, আপনার জ্ঞান তবে আকরে?

কনিষ্ঠ। আমরা কেবল আকরে কেন, জলস্থল অনলে চরাচরের সর্ব্বত্রে জ্ঞান অন্বেষণ করি, কেবল পুস্তকে জ্ঞান, এ কথা আপনাদের মত পণ্ডিতেরাই বলে থাকেন!।—

অধ্যাঃ। (রাগতঃ) পণ্ডিত হতে চান আপনারা হন আমায় আর ও কথা বল্‌বেন না, আমরা জ্ঞান বিদ্যার অভিমান রাখি না!

কনিষ্ঠ। (ভঙ্গিক্রমে) জ্ঞান বিদ্যা "থাক্‌লেই" অভিমান থাকে!

অধ্যাঃ। মূর্খের বিদ্যালাভ আর অজ্ঞানীর জ্ঞান লাভ অধনের ধনলাভের ন্যায় অভিমান ও গর্ব্বের কারণ হয় বটে,—কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতির তাহা স্বাভাবিক বৃত্তি এজন্য অভিমানের কারণ হইতে পারে না! তাঁরা "আমি বিদ্বান আমি জ্ঞানী" ইত্যাদি মুখে বলিয়া বেড়াতে লজ্জা বোধ করেন!!—"বিদ্যাব্যবসায়ী" আর "পণ্ডিত" এ দুই শব্দে অনেক ইতর বিশেষ আছে।

কনিষ্ঠ! (ছল ধরে) আমরা ইতর?

অধ্যাঃ! (স্বগত) সে আপনারাই প্রকাশ করেছ; (প্রকাশ্যে হাস্য-আস্যে) না না, আপনারা ইতর—তা আপনাদের মুখের উপর বলে কারসাধ্য; ফলে আমি, পণ্ডিত আর অধ্যাপক শব্দের অর্থের ইতর বিশেষ অর্থাৎ তারতম্য আছে তাই বলেছি।

জ্যেষ্ঠ! ভাল প্রভেদটা ব্যক্ত করুণ।

অধ্যাঃ। দেখুন,—

পণ্ড—ইত দুটী শব্দ সমাসে=পণ্ডিত।
পণ্ড মানে নষ্ট, ইত এখানে, নিশ্চিত।
পণ্ডশ্রম ইহ লোকে করে যেই নর,
তারেই আমরা বলি "পণ্ডিত-বর্ব্বর"!!।

জ্যেষ্ঠ। আমরা কি আপনাদের মত পণ্ডশ্রম করি?

অধ্যাঃ। (মনেং)—"আপনাদের মতন" বোলে আবার ধূর্ত্ততা প্রকাশ করা হল,—(প্রকাশ্যে)—কি ফল পান;—এই দেশ বিদেশ ঘুরে, বকাবকি করে;—পরদ্রব্যে নজর মেরে, কারু সুখ কারু স্বাধীনতা হরে কি ফল পান?

উভয়ে! বেতন পাই আর গালভরা বাহ-বা পাই!—

অধ্যাঃ। তবে প্রকৃত অধ্যাপক ও নয়, "বিদ্যা জ্ঞান বিক্রেতার চাকর।" (হাস্য)—হাঃ হাঃ হাঃ।—

উভয়ে। (গর্ব্বে) চাকর! কি সামান্য কানায়ে বলায়ে চাকর,—প্রোফেসর!

অধ্যাঃ! বুঝেছি।—"পণ্ডশ্রমীচাকর"!!—

কনিষ্ঠ। তবু তাই বল্‌বেন?

অধ্যাঃ। কেন, বৃথাকার্য্যে জীবন নষ্ট করেন না? পার্থিব ধনের লোভে জঘন্য নীচ বৃত্তিকে পুরুষার্থ মনে করেন না?। অনিত্য কায়িক সুখ সম্ভোগের নিমিত্ত প্রাণের ভয় মানের ভয় ও ধর্ম্মভয় তুচ্ছ করেন না?। অবোধ বালককে প্রলোভন দেখান না? ভানুমতীর ভেল্‌কী দেখাইয়া লোকমুগ্ধ করেন না? দুর্ব্বলকে ভয় দেখাইয়া ধনে প্রাণে সারেন না?! স্বমতে আনিয়া আবার ঘৃণা কি করেন না? আমাদের—বিদ্যাব্যবসায়ীদের অপদস্থ করে দুই হাত তুলে নৃত্য করেন না? না "সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজোত্তমা" বলিতে প্রকারান্তরে উৎসাহ দেন না?। কি না করেন,—অর্থের লোভে সেই "বেতন আর বাহবার লোভে" আপনাদের কোন কার্য্য অপকার্য্য বলুন?। অতএব আপনারা অধ্যাপক ও নন ব্যবসায়ী ও নন, কেবল পণ্ডিত শব্দের দ্বিতীয়ার্থের দৃষ্টান্তরূপ পণ্ডশ্রমী ভৃত্য!"। বিদ্যা আর জ্ঞান কি কেবল চাকরীর জন্যে।

কনিষ্ঠ। অসাধ্য সাধন চেষ্টা কি অপকার্য্য? পণ্ডশ্রম?

অধ্যাঃ। এক গাছের ডাল অন্য গাছে জোড়া, বৃদ্ধকে বালক করা, বালককে (ইচড়েপাকা) বৃদ্ধ করা, রাতারাতি বিদ্বান ও জ্ঞানী করিতে চেষ্টা করা অপেক্ষা নিষ্ফল চেষ্টা আর কি আছে, ইহা কি পণ্ডশ্রম নয়?

জ্যেষ্ঠ। এ সব কায কি আমারা বৃথা করি,—এ যে পরোপকার আর দেশ হিতের নিমিত্ত!—

অধ্যাঃ। (ব্যঙ্গ) আহা! সব পরহিতের নিমিত্ত,—স্বার্থের সম্বন্ধ গন্ধও নাই, কেমন?—

কনিষ্ঠ! (জ্যেষ্ঠের মুখ দেখে কিঞ্চিৎ বিবর্ণ হয়ে) তবে কি আমরা বৃথা বেতন নি, কায কিছু করি নি?—

অধ্যাঃ। তা করেছ, বেতনের কায করেছ। ছোঁড়া গুলকে থানছাড়া মানছাড়া, দেশছাড়া, বেশছাড়া সমাজ ছাড়া, লক্ষ্মীছাড়ার মত সৃষ্টিছাড়া করেও এখন নাড়াচাড়া দিচ্চ, আশার দাশত্ব ছাড়তে দিচ্চ না!।—

জ্যেষ্ঠ। (মনে২) আহা, বেশ ত বিলক্ষণ ভব্য, উলঙ্গ বল্লেই হয়,--

(প্রকাশ্যে) তা একটাও কি দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভাল দেশহিতৈষী পরোপকারী নেই?—সকলেই চাকর?—সকলেই কি পেটুক পণ্ডিত?—

অধ্যাঃ। দৃষ্টান্ত যোগ্য কয় জন,—যা দুচাজ্জন আছে বলছেন সে তাদের আপ্নার গুণে, পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য বলে; অধ্যাপকের গুণে নয়!! অধ্যাপকের গুণে কেবল চাকরের দলই হৃষ্টপুষ্ট হচ্চে। তা হবে না কেন, গুরু যখন পেটের দায়ে বেতন নিয়ে জ্ঞান বিদ্যা বিক্রয় কচ্চেন, তখন ছাত্রেরা আর কি করিতে পারে!।—আহা উন-বিংশ! তুমি ধন্য,—তোমার প্রতাপে, যথার্থ চাকরেরা আর চাকরি পাবে না। সকল চাকুরীই বিদ্বান ও জ্ঞানীর "একচেটে" করে দিলে!!।—

উভয়ে। (সাবধানে) মহাশয়! ও সব পরের কথা এখন ত্যাগ করুন, ও সব ক্রমে ক্রমে টের পাওয়া যাবে, এখন পণ্ডিত শব্দের প্রথমার্থ টা কি বলুন দি?—

অধ্যাঃ। (শান্ত হয়ে) মহাশয়গণ! আমি কি প্রথম কি দ্বিতীয়, কোন অর্থেরই পণ্ডিত নই,— কিন্তু অর্থ শ্রবণ করে মনে মনে বুঝ্বেন আপনারা কোন্ অর্থের পণ্ডিত।— যদি বুঝতে পারেন, তবে অপরাধ মার্জ্জনা কর্বেন।

উভয়ে। (হেসে) ভাল, আপনি বলুন, বিদ্যার চর্চ্চায় আমরা বিরক্ত হই না।

অধ্যাঃ। (স্বগত) গুণের মধ্যে ঐ টুকু।—(প্রকাশ্যে) তা আপনাদের সঙ্গে বিচারে জয়ী হওয়া আমাদের ব্যবসাদারদের কায নয়, কারণ আমরা শক্তি সামর্থ্য বিহীন অধীন বৈ আর কিছু নয়।— আমাদের দুর্ব্বলের সম্বলের মধ্যে যে শাস্ত্র আর ধর্ম্ম তায় আপনাদের কিছুই উৎপাটন কর্ত্তে পারে না। তবে অনুমতি ক্র[illegible] পণ্ডিত শব্দের প্রকৃতার্থ বলি শ্রবণ করুণ;—পরন্তু দেখবেনতে উপদেশ মেনে শেষে যেন "কপিবয়ঃ" সম্বন্ধী রহস্য না হয়ে পড়ে!—[illegible]কে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী উঠাইয়া,— [illegible]ই

পরের রমণী দেখে জননী সমান,
পরধন কাষ্ঠলোষ্ট্র সমান যাহার,—

সর্ব্বজীবে আত্মভাব, আত্মতৃপ্তি মাত্র লাভ,
পণ্ডিত বিদ্বান জ্ঞানী আখ্যান তাহার। ১
অপ্রাপ্য বাসনা গত শূচনা রহিত,
বিপদে অচল বুদ্ধি থাকে যে জনার,—
দেশ কাল পাত্র হেরে জ্ঞান বিদ্যা দান করে,
পণ্ডিত বিদ্বান জ্ঞানী আখ্যান তাহার। ২

উভয়ে। (হাস্য করতঃ) এ পণ্ডিতের নয়, পক্ষপাতীর লক্ষণ। আমরা এরূপ পণ্ডিত নই বটে,— আমরা মেঘের মত সর্ব্বত্রেই বিদ্যা বৃষ্টি করি, পাত্রাপাত্র বিবেচনা করি না।

অধ্যাঃ। (স্বগত) পরে টের পাবে, এখন স্বার্থহানির ভয়ে বুঝেও বুঝচ না, (প্রকাশ্যে) তা বেস করেন, কিন্তু পরিণাম বিবেচনা না করাই মূর্খতা, মূর্খ আর গাছের ফল নয়!।

উভয়ে। (স্বার্থসাধনের সুযোগ না দেখে ব্যস্তভাবে) তবে এখন বেলা হল, আপনি পড়ান, আমরা বিদায় হই, আবার দর্শন পাব (বোলে) গাত্রোত্থান।

অধ্যাপক। যে আজ্ঞে,— কিছু মনে করিবেন না, অর্ব্বাচীন অনেক অত্যুক্তি করেচে!— স্বজাতি-স্বভাব ছাড়তে পারে না!।

উভয়ে। না না, আমাদের এতে মান অপমান নাই, আপনি বসুন,— সুপ্রভাত নমস্কার নমস্কার। (বোলে) ছাত্রকে দেখতে দেখতে—

উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয়াভিনয়।

অধ্যাপক। (ছাত্রের প্রতি) আঃ ঘাম দে জ্বরত্যাগ। এঁরা কে, চেন হ্যা অঘোর?—

অঘোর। না মশয়, কখন দেখিনি;— কিন্তু অনুমান হয় নবীন পাঠশালা সংক্রান্ত কোন অধ্যাপক হবে,

বিপীনের প্রবেশ।

বিপীন। (নব্য সভ্য) আজ্ঞা হ্যাঁ আমি ওঁদের চিনি ওঁরা দুজনেই মস্ত লোক, সহরে পরিচিত, একজন ত সাক্ষাৎ সরস্বতী, আর এক

জন কে বিশ্বকর্ম্মার বাবা না হন বেটা বল্লেও অত্যুক্তি হয় না!।—

অঘোর। (প্রকৃত টোলের ছাত্র কেবল সংস্কৃত জানে সুতরাং গুরুর প্রতি ব্রহ্মজ্ঞান, গুরুর মতেই মত, অতএব গুরুর পক্ষ সমর্থনপূর্ব্বক বিপীনের প্রতি, ব্যঙ্গ কোরে) বিপীন! তুমি বেস মানুষ চিন্তে পার, হাজার হ'ক সহুরে বুদ্ধি কি না!। সেই পর্য্যন্ত কেবল বিত গুায় কাণ ঝালাপালা কচ্ছিল, ওঁর কাছে মস্তলোক হয়ে গেল!—

বিপীন। (ইংরাজী পড়া সহুরে ছেলে, বুদ্ধিটী বেস উনবিংশতি শতাব্দীর যোগ্য, অধ্যাপকের মতে মত দেওয়া কে নিতান্তনির্ব্বোধের কায বিবেচনা করে; সংস্কৃত শাস্ত্রে সাপ ব্যাং কি আছে তাই ধর্ত্তে টোলে এসেছে, প্রকৃত সাপুড়ের মত অধ্যাপকের বিষদন্ত ভাংতে ব্যগ্র, অঘোরের বাক্য দণ্ডাঘাতে অত্যন্ত আহত প্রায়) অঘোর! রতনেই রতন চেনে, তুমি পল্লিগ্রামের পোড় সহরের ধার কি ধার, না জেনে শুনে ওমন তর ভদ্রলোকের প্রতি বিদ্রুপ করিও না, তোমায় মানা কচ্চি।

অধ্যাপক। (বিপীনকে ইংরাজী পড়া ছাত্র জানিয়া মান রেখে) বিপীন যেতে দেও।

বিপীন। (সাম্য হয়ে) যে আজ্ঞা (বোলে বচন আওড়ান) "পাপানি" হাঁঃ, মশয়! আপনি পাপীর সহিত কথা কয়েছেন, এক্ষণে কি ব্যবস্থা করবেন?

অধ্যাঃ। কে, পাপী কে হে?

বিপীন। কেন, ঐ যারা উঠে গেল।

অধ্যাঃ। (স্মরণ) হাঁ হাঁ, ওরা নীচ জাতি বলছিল, একজন "চামার" এক-জন "জোলা" বিদ্যা বলে ভদ্র লোক হয়েছে, তা "পাপী" নয়। তার আবার ব্যবস্থা কি, স্নানে শুদ্ধ!!—

বিপীন। হোঃ হো (হেসে) ওরা যদি পাপী নয় তবে আবার জগতে পাপী কে? আপনাদের শাস্ত্র কাকে কাকে পাপী বলে কাকে কাকে বলে না বুঝতে পারি নে! বোঝা ভার। আপনারাই বুঝতে পারেন না আমরা কি!।

অধ্যাঃ। কেন ওরা জ্ঞানবিদ্যা পেয়েও পাপ করে, আশ্চর্য্য!—বোধ করি তেমন গর্হিত পাপ না হবে, তা হলে কি ভদ্রসমাজে মান্য পণ্য হতে পার্ত্ত!—

বিপীন। আর এখন আপনার বেলা যা বলুন, ওরা কিছুই ছাড়ে না। যদি গো মাংস শূকরমাংস ভক্ষণ মদ্যপান, চাণ্ডালান্ন ভোজন, মল-মূত্র ত্যাগ করে জলশৌচ না করণ পাপের মধ্যে না হয় তবে আর ভাব না কি, আমরা ত তাই চাই!। নেড়া ভাত খাবি না আঁচাব কোথা!।—

অধ্যাপক। বলিস কি বিপীন! এরা কি তারাই, যাদের ছাওয়া মাড়ান নিষিদ্ধ?

বিপীন। আজ্ঞে হাঁ, তারাই, দেখুন জ্ঞানবিদ্যার বলে কতদূর পৌচেছে। আপনি ও আস্তে আজ্ঞা হয় বলে নমস্কার করেছেন!।—

অধ্যাঃ। সর্ব্বনাশ! এখন কর্ত্তব্য?

বিপীন। প্রায়শ্চিত্ত, মাথা মূড়ন গোময় খাওয়া গঙ্গা স্নান গায়ত্রী জপ, যা আমাদের পড়াচ্চেন!! (মৃদুহাস্য)

অধ্যাঃ। তা আমি কেবল আলাপ করেছি আর ত কিছু নয়, আমার প্রতি কেবল স্নানাচমন যথেষ্ট। (বোলে) বিষ্ণু স্মরণ "নারায়ণ নারায়ণ"।—

বিপীন। আপনি যেন হরিমটুকেই সারিলেন, অন্যের হ'লে?

অধ্যাঃ। অন্যের হ'লে দোষ বিবেচনায় ব্যবস্থা।

বিপীন। ভাল, যারা সর্ব্বদা ওদের সঙ্গে একাসনে, যান বাহনে সম্ভাষণে আর পংক্তি ভোজনে থাকে তাদের?

অধ্যাঃ। তাদের সেইরূপ ব্যবস্থা। চান্দ্রায়ন হতে অনুগমন পর্য্যন্ত।

বিপীন। তবে ত দেশশুদ্ধ নিত্য প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে হয়!

অধ্যাঃ। (সতর্কভাবে) এটা বিশেষ ব্যবস্থার বচন হে, আর নিত্য সামান্য সংসর্গজ পাপ নিত্য সন্ধ্যায় ক্ষয় হয়, সে জন্যে নিত্য সন্ধ্যা করিবার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র আছে।

বিপীন। (জনান্তিকে) তা সব কর্ম্ম ফেলে সন্ধ্যা ত আমরা আগে করে

থাকি, (প্রকাশ্যে) যদি সন্ধ্যায় এ সব পাপ কাটে তবে আবার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা কেন? এ সাপের মন্ত্র পড়ে ফল?

অধ্যাঃ। জ্ঞানকৃত পাপের জন্যে।

বিঃ। (রাগত-স্বগত) একে ত সন্ধ্যাই করিনে, করিনে কি মানিনে, তায় আবার যা করি সব সজ্ঞানেই করি, (প্রকাশ্যে) মশয়! ত্রিসন্ধ্যা না করেও ত্রিসন্ধ্যায় আজকাল আমরা যে সব সঙ্গজ পাপ করি, সে গুলিন কি সব অজ্ঞানকৃত? সদাসর্ব্বক্ষণই কি আমরা জ্ঞানশূন্য, এত পড়ে শুনেও অজ্ঞান?

অধ্যাঃ। (পরিণাম ভেবে) বাপুহে! আজকাল দর্শন স্পর্শন সম্ভাষণে পাপ হয় না তার প্রমাণ ও আছে আর এক প্রকার চলেওছে;—দশ-জনে একটা দোষকে দোষবলে স্বীকার নাকোল্লে সেটা দোষ বলে ধর্ত্তব্য হয় না, কারণ ঠক বাচ্‌তে গাঁ উজাড় হয়। তবে কেবল সহভোজনটাই নিষিদ্ধ বলে "অনুগমনং" প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা কচ্চেন। "অনুগমনং কিনা তজ্জাতি প্রাপ্তিকরণং"—

বিঃ। (মনে মনে) তবে পথ আছে, তজ্জাতি প্রাপ্তিও একটা প্রাচিত্তির। (প্রকাশ্যে) মশয় জানেন সহভোজনটা এখনও বাকি আছে? (নিম্নস্বরে) হুঁঃ সহভোজন, এখন উচ্ছিষ্ট ভোজনের জন্যেও সুপা-রিস চল্‌চে,—সহভোজনটা পাপ!। মশয়! ওসব পূরাতন ব্যবস্থা আর একালে খাটবে না নূতন কিছু থাকে তা বলুন।

অধ্যাঃ। (নরম হোয়ে) তা ত কেউ জানেনা বাপু? গুপ্ত পাপের দণ্ড ধর্ম্মইদেন! তাতে রাজার হাত নেই সমাজের ও হাত নেই।

বিঃ। সমাজ ত অনেক কাল থেকে হাত পা ভাঙ্গা খোঁড়া হামাগুড়ি দিচ্চে, আর রাজা আত্মবৎ সেবা কচ্চেন তাতেই বা তাঁর দোষ কি!

অধ্যাঃ। নাহে বাপু, হাতি মলেও তবু লাখ টাকা। আর্য্যসমাজ এখনও তেমন পঙ্গু হয়নি, এখন আমরা বেঁচে আছি!

বিঃ। কেন, কেউকি জানে না যে এখন পান ভোজনের বাধা নাই। সমুদ্রে কি হয়, রেলে কি হয়, হোটেলে কি হয়!!। আপনারা যদি বেঁচে থাকেন তবে আপনাদের ছেলে পিলেরাও বেঁচে আছে!।

অধ্যাঃ। কৈ আমাদের পাড়ায় ত এখনও তেমন কিছু দেখতে শুনতে পাইনে।

বিঃ। (হাস্য) গাঁ বড় তার মাজের পাড়া। মানুষের মধ্যে মাধব আর অঘোর তারা ত "জুজু" বল্লেই হয়!। সহরে চলুন, ষ্টেসনে চলুন, দেখতে পাবেন একটী জলপাত্র আর একটী ডাবা বৈ আর দুটী নাই।

অধ্যাঃ। সত্য কি হ্যা বিপীন ?

বিঃ। সত্য না ত কি মশয়। ও অঘোর কোন্ খবরটাই বা রাখে; যা জিজ্ঞাসা করবেন তাই বলে জানিনি, অমন শাস্ত্র পড়ার ফল? ওর চেয়ে ত মূর্খ থাকাই ভাল!। দশজন লোকদেখ্‌লে না, দশটা কথা কইলে না, দশটা খবর রাখলে না যে সে কি আবার মানুষ!—যদি "দশমুখেই ধর্ম্মব্যবস্থা গ্রাহ্যহয়; তবে এ মাথা মুণ্ড পড়ে আর ফল কি? এ পুথি দূরকরে টেনে ফেলে দি (বোলে পুস্তক উঠান)—

অধ্যাঃ। হাঁঃ হাঁঃ বিপীন কর কি, শান্ত হও পুথির কি দোষ স্থির হও; তুমি নয় অন্য তত্ত্ব পড় তায় হান্ নাই।

বিঃ। (শান্ত হয়ে) যা কাযে লাগবে তাই রাখা উচিত। এব্যবস্থা দশ-জন মধ্যে প্রচলিত নয় তবে রেখে ফল?—

অধ্যা। প্রচলিত কি বাপু?

বিঃ। অনুগমনের স্থানে অনুতাপ আর ধেনুমূল্য বরাটকা স্থানে উদ্যান ভোজন (গার্ডেন ফীষ্ট)—!

অধ্যাঃ। (বালকের ব্যাখ্যায় বিমুগ্ধ প্রায়) অনুতাপটা মুণ্ডনের এবং উদ্যান ভোজনটা অর্থদণ্ডের অনুকল্প, মন্দনয়। কিন্তু, (নস্য নিয়ে) কিন্তু তাতে আমাদের লাভকি? (বোলে হাস্য)।—বাপু সেটাত বল।।

বিঃ। (সহর্ষে) চিন্তা করবেন্ না মশয়! তার বন্দবস্ত হচ্চে!

অধ্যাঃ। আশ্বাস পেয়ে আহ্লাদে বিপীনের পীঠ ঠুকে) সে কিরূপ বাপু ভালকরে বল্‌ত?

বিঃ। সিউরে নাকসিট্‌কে) অ্যাঃ—মশয় কল্লেন কি আমায় ছুঁয়ে ফেল্‌-লেন, আবার চান কত্তে হবে!!। মশয় সেই চামার আর জোলা ছুঁয়ে এখন বিনা স্নানে আছেন।—

অধ্যাঃ। নে তোর ওসব সহুরে মস্করা এখন রেখে দে—বল আসল কথা বল—(মিথ্যা কোপ প্রকাশ)—বেটা শিক্ষকের সঙ্গে রহস্য? এই বিদ্যা হোয়েছে?—

বিঃ। (ভাববুঝে মনে মনে হাস্যকরত) আসল কথা এই যে খ্রীষ্টকীর্ত্তন বেরয়েছে তাতে ভরতি হতে পাল্লে বিলক্ষণ চুল্‌বে।

অধ্যাঃ। দুর অর্ব্বাচীন! সকার বকার বক্‌চিস্—তাতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কি সম্পর্ক?

বিঃ। মশয়! বিপীন নবচীন, বড় অর্ব্বাচীন নয়,—এই কীর্ত্তনকাণ্ডটা কেবল পণ্ডিত ধরবার ফাঁদ। পণ্ডিতেরা একটি কোন প্রকার পুরাতন "ধর্ম্মচং" না দেখলে ত ধরা দেন না, তাই। সংকীর্ত্তন উপলক্ষে মচ্ছব ও হবে!। পেটভরা চীঁড়ে আর দধি! বিষ্ণু;—পাউরুটি আর পনীর!!—

অধ্যাঃ। বিপিন তুমিও ঐদলস্থ না কি?

বিঃ। "ক্ষুধাত্তরাণাং ন চ স্বাদগন্ধঃ—

অধ্যাঃ। তবে জ্ঞানীতে আর কুক্কুরেতে কি প্রভেদ রইল?

বিঃ। (পুনর্ব্বার উষ্মাপ্রকাশপূর্ব্বক) আহার ব্যবহারে ধর্ম্মের কথা,—ধান ভানতে২ শিবের গীত! ওসব আমাদের ভাল লাগে না। আহার স্বভাবের মতই ভাল, ধর্ম্মের সঙ্গে তার কিসের সম্বন্ধ? তা থাকলে আমাদের ধর্ম্মহানি হত বটে। (উদর দেখান) এই দেখুন কেমন গঙ্গাজলে ধোয়া ধপধপ্ কচ্চে,—অখাদ্য খেলে কি ছাপা থাকে। ইঁট পাটকেল পেটে হুড়মুড় কর্ত্তে থাকে!।

অধ্যাঃ। (গম্ভীর ভাবে) আর বাকি কি। অকাল মৃত্যু, চিররোগ, বহু-রোগ "ম্যালেরিয়া," এপিডেমিক এসব আর কিসের দোষ,—কেবল ভোজন পানের দোষে অনাচার কদাচার যথেচ্ছাচারের ফল ফল্‌চে,—নিয়ম ব্যবস্থা ও ধর্ম্মভয় থাকলে এমত কখনই হয় না। বাপু! তোমরা বাহ্য শৌচে যত যত্ন কর অন্তর্শৌচে তার একাংশ ও কর না এইটি বড় দোষ!।

বিপীন। অন্তঃশৌচটা বোধ করি আপনাদের অপেক্ষা আমরা ভাল বুঝি, আমরা দুট ভাষা জানি তাতে আমাদের দুদিগেই চক্ষু!। অগ্র পশ্চাৎ দুদিক রাখতে বেস পারি, আবার "নাও" বলি!।—আপনারা এখন "স্মৃতি" ছেড়ে যদি কিছু "ল*" দেখেন ত ভাল হয়!!।

* ল—আইন; রাজনিয়ম।

অঘোর। (অনেকক্ষণ শুনে২ আর থাক্‌তে না পেরে) স্মৃতি ফেলতে বলচ,—"স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধি নাশো" স্মৃতিভ্রষ্ট হলেই বুদ্ধিনাশ হবে" এ কথা একেবারে লেখা,—তুমি এও জান না? ডুবে মর গে!

বিপীন। (আপনার মনে) "হাতি চলা জাতা হ্যায় কুত্তা ভোঁকাই করতা হ্যায়"!—যা,এখন স্নান কর্‌গে যা নৈলে ঘরে নেবে না,—(বোলে) প্রস্থান।

পথমধ্যে।

বিদ্যাভিমান ও জ্ঞানাভিমান।

জ্ঞানাভিমান। (পথে যেতে২) দাদা! কৈ এখন ত অনেক বাকি দেখচি। পল্লিগ্রামে এখনও কিছুই কর্‌তে পার নি!।

বিদ্যাভিমান। (গর্ব্বে) তুমি ভাই এই সবে এসেছ, এখনও ভিতরের কথা ত কিছু দেখতে শুনতে পাও নি, তাই ঐ গোটাকতক বৃদ্ধ মুখপাৎ দেখে অলীক আশঙ্কায় পড়তেছ!।

জ্ঞাঃ অঃ। (ভরসা পেয়ে) ভিতরটা কি ভাল গোচ?

বিঃ অঃ। তার সন্দেহ কি। আমার এদ্দিনের পরিশ্রম কি সত্য সত্যই ভস্মে হবন হবে?।

জ্ঞাঃ অঃ। একবার আমিও সেটা দেখতে চাই।

বিঃ অঃ। সে জন্যে আর অন্তঃপুরে যেতে হবে না!

জ্ঞাঃ অঃ। তবে কোথা?

বিঃ অঃ। ঐ যে সানের ঘাটে!

জ্ঞাঃ অঃ। বল কি দাদা?

বিঃ অঃ। আর কি, তোমার বৌ ভগ্নী শিল্প রাণী কি নিশ্চিন্ত আছে! বোল্ ফিরেছে, বাতাস বদলেছে।—

জ্ঞাঃ অঃ। (পর প্রসংশায় কাতর হয়ে) তিনি আর কি করেছেন?

বিঃ অঃ। (ভ্রুভঙ্গে) ছুঁড়ী গুলকেও ছোঁড়াদের মর্তন বুড়ীদের কাণকাটতে শিখয়েছে!। এখন আর সহজে কোন কথা শোনে না,—সমস্যা করে,—ন্যায় অন্যায় বিচার করে,—আপনাদের অধিকারের তত্ত্ব এবং সত্ত্বের সমাচার না বুঝে কিছুই করে না। অধিক কি, এখন কুনো বৌ আর নেই বল্লেই হয়!

জ্ঞাঃ অঃ। (মৃদুহাস্যে) কি "রীজনিং" শিখেছ বলছ দাদা ?—

বিঃ অঃ। হ্যা ভাই তাই বটে।

জ্ঞাঃ অঃ। (গর্ব্বে) হুঁ হুঁ ;—সেটা কার গুণে দাদা ?

বিঃ অঃ। সেটা তোমার বউ ভগ্নীর গুণে ভাই, আর কার !

জ্ঞাঃ অঃ। (উপহাস করে) হেঁ হেঁঃ—আমার বৌ ভগ্নীর কি তোমার বৌ-ভগ্নীর গুণে দাদা ?—রীজনীং টা-ত প্রিয়ে জড়বাদিনীরই গুণ ! !—

বিদ্যাঃ অঃ। (অপমান বোধে) হোক, তবু আমার শিল্পরাণীই মূলাধার ; কেন না কারীগরীর ছলে পেটে কালীর অক্ষর তিনিই প্রবেশ করয়েছেন ; আর কালীর অক্ষর অথাদ্য হোলে ত রীজনীং চলে না ?

জ্ঞাঃ অঃ। বল কি দাদা !—তা হলে আর আমার মহিমা কি ?

বিঃ অঃ। তা তুমি কি বিদ্যাহীনকে বিচারক কর্ত্তে পার।

জ্ঞাঃ অঃ। প্রিয়ে জড়বাদিনীর এত মান আর কিসে দাদা ! ঐ দেখ কত অক্ষরহীন অর্ব্বাচীন দল প্রিয়ের কৌশলে রীজনীং ধরে বড়২ সাক্ষরের বাক্ রোধ কচ্ছে ! অভাব কি ?—সে যাহউক,— এখন সানের ঘাট টা কি রূপ চলদি দেখি !

বিঃ অঃ। (গর্ব্ব) ভাই হে ! হাজার হও তবু তুমি এখনও তত ভিতরে প্রবেশ কর্ত্তে পাও নি, তাই বলি যে কিছু দিন আমাদের সঙ্গে থেকে গাঁর বাত্রা নেও ! ।

জ্ঞাঃ অঃ। কোথা ?

বিঃ অঃ। ঐ সানের ঘাটে।

জ্ঞাঃ অঃ। গাঁর বাত্রা ঘাটে ?

বিঃ অঃ। (হাস্য) হেঁ ভাই, এখানে গৃহস্থের গুপ্তকথা প্রথম ঘাটেই পাওয়া যায়। আমাদের হাটে ক্যামন ?

জ্ঞাঃ অঃ। হ্যাঁ, তবে চলো দাদা !

[উভয়ের প্রস্থান।

স্নানের ঘাট।

দুইটি স্ত্রীলোক স্নানান্তে কেশমার্জ্জন কচ্চে। উভয়ের মুখশ্রী ও সৌসাদৃশ্য দেখে জন্যা ও কন্যা বলিয়াই নিশ্চয় হয় কেবল বয়ঃক্রমের ব্যতি-

ক্রমমাত্র। একটি চল্লিশ পার করেছেন অতএব স্বভাবতঃ স্থিরা ও গম্ভীরা, আর অন্যটি ষোড়শী যুবতীর চাঞ্চল্য চপলাকে স্বকীয় শীলতা-সুলভ সুস্থির সভাবাম্বরে গোপন তৎপরা বোধ. হচ্চে। টকটকে রং ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গঠন হইলে যেমন সুদৃশ্য হতে হয়, যুবতীর যৌবনে তাহা একত্র সংঘটিত হইয়াছে। তাহার আজানুলম্বিত মুক্ত কেশদাম অঙ্গমার্জনী তাড়নে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাতঃ সমীরণ হিল্লোলে এক২ বার মুখ মণ্ডল আবৃত করতঃ যেন শারদীয় শোভা বিকাশ করিতেছে। সীমন্তে সিন্দুর রেখা উন্নত নাসাগ্রে নথ, করদ্বয়ে সুবর্ণবলয় এবং পদদ্বয়ে রৌপ্য মল আইওত্বের পরিচয় দিচ্চে। ছোট নির্ম্মল কপাল হইতে নিঃসৃত লাবণ্য জলে চঞ্চল নয়নসফরীযুগ সহচরী মৃণালী ভ্রূযুগ সঙ্গে যেমন বিহারে ব্যস্ত, তেমনি প্রবালী ওষ্ঠাধর মধ্যবর্ত্তী উজ্জ্বল দন্তপংক্তিতে মুক্তাপংক্তি ভ্রমে রাজহংস-গ্রীবা উন্নত হইয়া রহিয়াছে। আহা! তাহার বিস্তৃত বক্ষলক্ষিত পূর্ণযৌবন রসপূর্ণ যুগল পয়োধর ভারে অবনত ক্ষীণ কটিতটস্থ ত্রিবলী রেখা যেন ত্রিধারা-সিক্ত পীন নিতম্ব লগ্ন জানুজঙ্ঘে নিমগ্ন হইয়া অন্তঃ-শীলা "মুক্তবেণী" রূপে চরণ দ্বিধারায় সচন্দ্র চম্পক কলিকা ভাসাইতেছে!।

বিনোদ ও বিনোদের মার প্রবেশ।

মা। (কেশ মার্জন করিতে২) বিনু! ওবিনু! বলি কাল রাত্রিরে কি বকাবকি কচ্ছিলি মা?

বিনোদ। (নীলাম্বর পোরে অশ্রুজল ফেলে) মা, কি করি দান করেছ তাই ধর্ম্মে বাঁধা, নচেৎ—(বোলে) ওয়াক থূ২—ওক তোলা।

মা। (মনে২ খুসি হয়ে) দেখি তোর পেট দেখি। সায়েরের বাপা তাই করুণ।

বিনো। (মায়ের ভাব বুঝে হরিষবিষাদে) মা তোর কথায় হাসি পাচ্চে, কিন্তু প্রাণ হাসতে চাচ্চে না।

মা। (আদরে) বালাই অমন কথা বলিস নে মা, ভগবান দেন ত ভাগ্গি।

বিনো। (বিরক্তভাবে) কি জানি তুই কি বকচিস্!

মা। (তবু আদরে) ক্যান মা! তাকি হতেনেই, এইত বয়েস আর কি বুড়ো বয়েসে হবে!। ওক তুলচিস তাই বলি,—বলি যদি কিছু হয়ে থাকে!

বিনো। (অধোমুখে)—অশ্রুমোচন—

মা। কৈ দেখি তোর পেট দেখি (বোলে দেখে) না ;—তা নয়,—তবে আবার ও কি? কাঁদচিস কেন?

বিনো। (কান্তে২) মা! ভালো কুল দেখে দিয়েছ, তা আমার অদৃষ্ট মন্দ তোমাদের দোষ কি!

মা। কি হয়েচে ভেঙ্গে চুরেই বল না ছাই?। এই কতকোরে যদি এ মুখো হয়েছে, এখন কি কোঁদল কর্ত্তে আছে মা, যাতে ভাল থাকে ভাল বাসে তাই কর্ত্তে হয়! তা ওক তুলছিস কেন?—

বিনো। মা বড় দুর্গন্ধ!

মা। (আশ্চর্য্য) দুর্গন্ধ! কোথায় লো?

বিনো। মুখে মা! মুখে। কি জানি রাত্রে কোথেকে কি ছাই পাঁস খেয়ে আসেন, মুখের গন্ধে ভূত প্রেত পালায়!

মা। ওমা! অমন সোনার চাঁদ জামাই মূর্খনর গেঁায়ার নয় ও তোর কোন দেশীকথা গা?

বিনো। মা মিথ্যে বলচিনে, মনে হলে মার হৃদ্ উঠতে আসে (বোলে) ওয়াক ২। ওক তোলা।

মা। (অবাক) কেন, কোন ব্যাম হয়েছে নাকি?

বিনো। ব্যাম নয় মা, রোগে ধরেছে!

মা। বালাই শত্তুরকে রোগে ধরুক।—

বিনো। বিশ্বাস না করিস ত একদিন————

মা। (মেয়ের মনের ভাব বুঝে) (রাগত) একদিন কি, স্থয়ে দেখতে বলচিস?

বিনো। (মৃদু হাস্থে) হ্যাঁ, অমন কথা নাকি বলচি!

মা। তবে কিলো?

বিনো। (মায়ের কানে কানে)———

মা। দুর সর্ব্বনাশী, আমি নাকি জামায়ের মুখ সুঁকতে যাব,—জামাই মনে করবেন কি না?

বিনো। মনে ধল্লেত মনে করবেন? আমরা মনেই ধরিনে তা মনে করবেন্ কি। না আমিই মনে ধরি না তোমার রান্নাই মনে ধরে!

মা। কেন লো?

বিনো। আমার পাড়া গেঁয়ে দোষ, আর তোমার রান্নার দোষ। গরম মসলা পড়ে না কিছু না।!

মা। ও বাছা আমার! তা নয় কলকেতা থেকে আনাব, জিজ্ঞেস করিস দি?

বিনো। (কানে কানে)

মা। ও মা বলিস কি—সে যে অখাদ্দি লো! । ছিঃ ছিঃ কুলীন বামনের ছেলে, কুলীনের জামাই ক্রীষ্টানের খাদ্দি খায়? ওমা কোথা যাব!—

বিনো। আমি তা বলেছিলেম মা,—তা সে বলে "ঐ জন্যেত রাত্তিরে ঘরে খাইনে"—একথার উত্তর কি?

মা। (দীর্ঘনিশ্বাস) তা দেখ্ যদি ছাড়াতে পারিস!

বিনো। (কান্তে কান্তে) একটা রোগত নয় মা! আঠারো টা। তাই কাঁদি বলি এরোগের ওষুদ নেই।

ঘন ঘন নিশ্বাস আগুন গা,
যাচ্ছে তাই বকা অঠিক পা।
রাঙ্গা চক্ষু টল টল অঙ্গ
জড় সড় রসনা বিশেষ উলঙ্গ।
সকলের সঙ্গে সম-সম্বন্ধ
সোনায় সোহাগা মুখে দুর্গন্ধ!।

বলব কি মা রাত্তিরে যেন সে মানুষ নয়, তুই দেখলে মনে করিস বুঝি "দানো পেয়েছে"!।

মা। (অবাক হোয়ে) বুঝিচি মা, কর্ত্তা যে রোগকে ভয় করেন তাই ঘটেছে। (স্বগত) আমি বলেছিলুম যে "যত তর্ক তত নর্ক"—তেমনি হোয়েছে।—(প্রকাশ্যে)—তা চুপকর মা কেউ শুনতে পাবে।

বিনো। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) এর চেয়ে আইবড় থাকতুম ত ভাল ছিল মা!

মা। চল্, বিদ্যালঙ্কার কে বোলে তোরে একখান নৃসিংহী কবচ ধারণ করাব এখন (বোলে. গমনোদ্যত)—

গৌরীর প্রবেশ।

গৌরী। (বাল্য বিধবা, বিনোদের মাকে)—বিনোর মা চল্লে নাকি গো?

মা। হ্যা মা যাই, সকাল সকাল রানতে হবে, জামাই ঘরে।

গৌ। তা এত তাড়াতাড়ী কি, তারা এই চৌপাড়ীদে ঘরে গেল।

মা। এই এত সকালে?

গৌ। হ্যাঁ, মথুর বলছিল যে বাবার সঙ্গে স্মৃতি নিয়ে এতক্ষণ কি বকাবকী কচ্ছিল!।

মা। (স্মৃতির নামে ত্রস্ত হয়ে) তা এখন ঘরে গেছেন ত?

গৌ। এতক্ষণ গেছেন বৈ কি। (বিনোদকে দেখে) আজ তোর অমন কাঁদ কাঁদ মুখ কেন বিনু?

বিনো। (অধোমুখে) আর দিদি, যেমন অদৃষ্ট, কত পাপ কোরে পাড়াগেঁয়ে বামনের ঘরে জন্মেচি আজন্ম কান্তে হবে, এই সবে সুরু বৈ ত নয়!

গৌ। (দুঃখ প্রকাশ কোরে) কেন লো, এখন ত সব ছেড়েছে শুনতে পাই?

বিনো। (অশ্রুমোচন) তা না ছাড়লে এ মুখো হতো না, তা নয় গো, গৌদ্দিদি, এ আর কথা, বল্‌তে নেই!

কাদম্বিনীর প্রবেশ।

কাদম্বিনী। (বিনোদের বয়েসী, একছেলের মা, সীমন্তে সিন্দুর নাই,) গৌরীর প্রতি—

গৌদ্দিদি যে,—ও কে বিনু?

গৌ। হ্যা বিনু!

কাদ। ক্যান আজ অমন বিমর্ষ কেন,—কোথা মুখে হাসী ধরবে না, তা নয় কাঁদ কাঁদ?

মা। কদম আমার বড় লক্ষ্মীমেয়ে, এই কতবার জামাই এলেন গেলেন কখন কোন কথাটী শুনতে পাইনে!

কাদ। কেন গা মামী! তোমার জামাই কটী সকলেইত মানুষ?

মা। তোরা সেয়না মেয়ে মা, মানুষ না হলেও মানুষ করে নিস,—বিনু আমার ক্যামন হাবী, তা পারেনা কেবল কাঁদে!

কাদ। আজ কাল মামী নিতান্ত গড্ডির কায নয়, একটু সত্ব নত্ব বুঝদে হয় তবে মান থাকে!

মা। (কদমের সঙ্গে বিনোর মনটা নরম হতে পারে ভেবে) তোরা তবে কথা বাত্রা, ক মা, আমি এগুই (বোলে) প্রস্থান।

কাদ। মামীর সঙ্গে ভাতারের কথা কচ্ছিলি বুঝি বিনু?

বিনো। (অশ্রুলোচনে) মনের দুঃখ বলছিলুম ভাই, কথা আর কি।

কাদ। এমন হাবী আর দুটী নেই। আমাদের কথা পবনঠাকুরও টের পান না। একটু বুদ্ধি খাটালেই যদি দুদিক পাই ত তা কেন না করি!। তুই তা পারিস নে। আয় তোরে একটা ফুস মন্তর বোলে দি (বোলে) কানে কানে—। লুকয়ে কে কি না করে লো, কি করবি কেউ টের না পায় ত হান কি?

বিনো। এমনি করেই সর্ব্বনাশ হয় আর কি (বোলে) অধোবদনে প্রস্থান।

তৃতীয়াভিনয়।

শ্যামার প্রবেশ;

শ্যামা। (নামের বিপরীত রং স্বভাবটী নামের মতন "যথা নামা তথা গুণা" —, লেখা পড়া জানে,—সমাজ সংস্করণে অত্যন্ত অনুরাগ, গ্রামে ও সহরে "ওএল রীফরম্‌ড লেডী" বলিয়া প্রসিদ্ধা) গৌরীর প্রতি। কেও গৌদ্দিদি যে, ভাল আছ ত? সুপ্রভাত দিদি!

গৌরী। (শ্যামাকে একদৃষ্টিতে দেখে) এই যে ওপাড়ার শ্যামাসুন্দরী, সুপ্রভাত কিলো; এই তোর রাত পোয়াল বুঝি? (হাস্য)

শ্যা। বুড়ী, আজন্ম থুবড়ী হোয়ে রৈলী তবু অ্যামন সুযোগে জন্ম সার্থক কল্লিনে। আজকাল প্রাতঃকালের নমস্কার কে "সুপ্রভাত" বলে তাওকি শেখনি?

গৌ। তুই ভাই বাহাদুর, এদের চেয়ে ও ভাল। আমার ত কথাই নেই, বামুন্ পণ্ডিতের মেয়ে, চিরকাল সেই এক চেলেই চলতে হবে, পুথির এক পা আগে বাড়াবার যো নেই, তাই সকলের অধম!। পৃথিবীর কিছুই দেখ্‌লেম না কিছুই শুন্‌লেম্ না!—

শ্যামা। (গৌরীর চাতুর্য্য বুঝে) তা এতে আর বাহাদূরী কি,—সকাল-ভ্রমণ তা মান্‌ষের নিত্যকর্ম্ম, শরীর ভাল থাকে, মনে ফুর্ত্তী হয়, এতে আবার বাহাদূরী কি, হোটেলে খাওয়াও নয় বিলেত যাওয়াও নয়!—(বোলে কদমের দিকে দেখে)—তা গৌদ্দিদি তোরে আমাদের চাল চলন ভাল লাগে না, না?—

গৌ। (শ্যামার লক্ষণটা লক্ষ্যকরে মনে মনে) এর মতে হোটেলে খাওয়াতে বিলেত যাওয়াতেই বাহাদুরী। (প্রকাশ্যে) তা নয় লো, বলি আজ এ এক নতুন বেশ দেখচি তাই বল্লুম যে তোরে বেস মানয়েচে, ঠিক যেন ফিরিঙ্গিনী।—দূর হ কি বলে আরমানী বিবীর মত (সকলের হাস্য)

শ্যামা। (হেসে) কি দিগম্বরী হতে বল না কি?—

গৌঃ। দেখদি ভাই বিধেতার কি উল্‌ট বিচের, আমি কালান্দী আমার নাম গৌরী, তুই গৌরী তোর নাম কি না শ্যামা! তা গৌরী ত দিগেম্বরী নয়, শ্যামাই দিগেম্বরী, তুই যদি এ ঘের ঘাগরা না পোরে নামের গুণ ধরিস, তবে লোকের চক্ষুও জুড়োয় আর অমর্ত্তের অমর্ত্তকুণ্ডের এক এক গণ্ডূষ নে সব তরেওযায়, কেমন?

(সকলের হাস্য)—

(কাদম্বিনীর প্রতি)—শুনলি কাদু? তোরা সব মিহিনসাড়ী পরিস তাই "দিগেম্বরী" বোলে শ্যামা ঠাট্টা কচ্চে।

শ্যা। তা নয় গো দিদি, অন্য দিন ভোরে ভোরে বেড়য়ে যাই কেউ দেখতে পায় না আজ একটু বেলা হয়েছে তাই তোদের নজরে পোড়ে গেচি। তা ভাই অকর্ম্ম দুষ্কর্ম্ম নয় খাওয়া পরা, তা স্বামীর মতে মত দিতে দোষ কি?—

কাদঃ। তা বলে আর উপরোধে ঢেকি গেলা যায় না। ঘরে যা কর, পথে পথে হাতধরে বেড়ান, গৌন পরা আবার কেন। হিঁদুর মেয়ের কি সর্ব্বদা জুতপায়ে পোষায়?

শ্যামা। (কদমকে নিমরাজী বুঝে) তোরা ভাই সেই সব করিস, তবু মাংটামটুকু ছাড়িস নি।

গৌরী। (শ্যামার দোষের প্রশংসা ছলে) আমি ভাই প্রথমেই বলেচি যে শ্যামা সকলের চেয়ে ভাল,—স্বামীআজ্ঞা শিরোধার্য্য, ইহকাল পরকাল দুকাল ঠিক কচ্চে। কদম তুই যদিও বিনোর চেয়ে ভাল তবু যেন ঠিক চিনির বলদ—ছুঁবি শুঁকবি দেখবি কেবল চাকবি নে, (হাস্য)—হিঃ হিঃ হিঃ।—

কাদ। (শ্যামার কানে কানে) আজ চাকা যাবে এখন, কেমন?

গৌরী। আমি এখন আসি ভাই বাবার পূজর আয়োজন কর্ত্তে হবে (বোলে) প্রস্থান।—

শ্যামা। (কদমের দিকে চেয়ে আঃ কণ্টকটা গেল বাঁচলুম, না কদম ?) মুকুন্জের জামাইটী বেস মিলেছে, আজ রাত্রে আমার বাড়ী আসবি ?—। আসিস আজ এক নতুন কেতাবের পাতা কাট্‌ব, দেখবি। সাড়েতিনটাকা দে সে এনেচে।

কাদঃ। (সঙ্কেত করে) ও বেলা নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়ো।

শ্যামা। (করে কর মিলায়ে) ভাল (বোলে) প্রস্থান।

ইতি তৃতীয়াভিনয়।

যবনিকা পতন।

চতুর্থাভিনয়।

প্রস্তাবনা।

শ্যামার স্বামী অমৃত বাবু ছোট কলেক্টরী পদে নিযুক্ত, পীড়িত ছিলেন, আরোগ্য হয়েছেন, রোগের ধাক্কা শামলাইবার জন্যে অবসর পাইয়া গৃহে আছেন, প্রত্যহ পত্নী সঙ্গে প্রাতঃকালে পদব্রজে পবন সেবনার্থ পদচালী করেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেও ভ্রমণার্থ গ্রামের বহির্ভাগে, চতুষ্পাটীর সম্মুখে সদর রাস্তায় পত্নী, দাসী, দাস, শিশু সন্তান সমভিব্যাহারে গমন করেন; সীস দেন এবং মুখে মুখে ব্যাণ্ড বাজনা বাজাইতে বাজাইতে পদে পদে তালও দিয়া থাকেন; বলেন এদেশের লোক দৃষ্টান্ত না দেকলে শিখতে পারে না, দেখলে একটা রকম অনুকরণ কর্ত্তে পারে অতএব আমাদের (নব্য সভ্য বিদ্বান লোকের) উচিত আগে সকল বিষয়ের পথ দেখাইয়া সমাজকে সংস্কৃত করিয়া লই! । ঘরে মা বাপ নাই রমণীই গিন্নী। একজন পশ্চিমে পাচক দুইজনা খেজ্‌মৎগার, একজন আয়াগোচের দাসী শিশুকে খেলায়। অমৃত বাবু যেমন কৃতবিদ্যের হতে হয়, সর্ব্বমতে সম্পূর্ণ। একেশ্বরে বিশ্বাস, একপত্নীরত; একগুঁয়ে মেজাজটা প্রকৃত হাকিমী, কিন্তু

শ্যামার গৃহ।

গৃহটী নূতন, পাকা দোতালা অধিক বড় নয়, দুই মহল। সম্মুখে বারাণ্ডাদার বৈঠকখানা বেশ সুসজ্জিত, সব বিলাতী।—বিছানা, মেজ, চৌকি, কৌচ ল্যাম্প ছবি সব বিলাতী রকমের, দেশীর মধ্যে কেবল আপনারা! । পাদুকা সকলস্থানেই অবারিত। ধুতি সাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে হইলেই বার হয় নচেৎ নয়। অমৃতবাবু (শ্যামার বিলভ্‌ড হজব্যাণ্ড) চৌকিতে বসিয়া বৈ দেখচেন, মুখে চুরুট। হুকা দুটী বৈটকখানার এক কোনে রাখা আছে। শ্যামা একপাশে কারপেট বুনচেন, আর বাবুকে বলচেন,—

শ্যা। দ্যাক্ অমৃত! আজ মুখুজ্জের বিষদাঁত ভাঙ্গতে হবে। তার জামায়ের দুঃখত জানিস্, তা আমিত ডীয়র! আর তারে স্তোগ দিয়ে রাখতে পারিনে, তাই আজ ও পাড়ায় গিয়েছিলেম,—একপ্রকার বলে কয়ে এসেছি একখানা ইন্‌ভিটেসনলেটরের অপেক্ষা, কি বলিস্ ?—

অমৃত। দেখ চাঁদ! ওরা সব পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, তায়ভাল এডুকেশন পায়নি একেবারেই কি পোষ মান্‌বে। ওদের সেই "শনৈঃশনৈঃ পন্থা"—বুঝলে কি না ?—

শ্যা। হ্যাঁ তা বটে, কিন্তু বিপিনের যে তর সয় না। হাজার হউক তবু ডবগা বয়স কি না, একটু টাঁপসি গোচ হয়ে ঘরে যায়, গিয়ে কিছুই পায় না, সে নাক টিপে মুখ ফিরায়ে জবাব দেয়, তা এক দিন নয় দুদিন নয় রোজ কেমন করে সুহ্য করে,—এক এক দিন সেই রাত্রে এসে আমায় বিরক্ত করে, শুতে দেয় না! তা গাঁটা শুদ্ধ করা উচিত হয়েছে।

অমৃত। কবে? কৈ আমি কিছু টের পাইনি রাত্রে কখন আসে ?

শ্যাঃ। তোর চৈতন্য থাকলেত টের পাবি, একবার চক্ষুবুজলে আর আমার সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না! (হাস্য)—

অমৃত। হাঃ হাঃ হাঃ (হেসে)—ও ডিয়র ডিয়র!!—তবে আর কেউ, কি একলা বিনোদ ?—

শ্যা। আর কাদি, প্রসন্নের গিন্নী। সে বিনোর মত তত মাংটাম জানে না,

হাফ সিভিলাইজড গোচ,—পূর্ণ নয়।—তারে পূর্ণ কর্ত্তে প্রসন্নের মহা আগ্রহ।

অমৃত। ভাল, যায় ভাল হয় কর,—পরউপকার অপেক্ষা পুণ্য নাই!। (বোলে পুস্তকে নিমগ্ন)—

শ্যামা। তা আমায় বলতে হবে না (মনে মনে) ঐ ব্রতেই শরীর দিয়ে রেখেছি।

বিপিনের শয়ন গৃহ। বিনোদিনী উপবিষ্টা।

একখানি পত্র হাতে। সাদা কাগজ খানি বোধ হচ্চে যেন স্নুবর্ণ ত্রিপত্রের উপর রজত পত্র রক্ষিত।—

বিনোদ। (পত্র পাঠ)—

"স্নুন্দর বিনোদ! আছে বহুদিন হতে,
সাধ মম মনে তব সঙ্গে ভোজনেতে।
কদম প্রসন্ন মনে হয়েছে সম্মতা।
তার সঙ্গে সন্ধ্যাকালে আসিবে সর্ব্বথা।
তোমার শ্যামা।

পাঠান্তে (চিন্তা) কি করি—যাই কি না যাই, না গেলে অহঙ্কার মনে করবে গেলে না জানি কি বিপদ ঘটে,—দিনের বেলা নয় সন্ধ্যার পর!। কিছু আছে—এর ভিতরে আর কারু অভিসন্ধি আছে,—নইলে আজ এত নেমন্তন্নের ধূম কেন। কদমও জানে বোধহয়,—তা যাহউক সব হবে সেটী হবে না প্রাণ গেলেও হবে না!। দেখি আমার পণ থাকে কি তাঁর। শ্যামার সঙ্গে মিলে এই ষড়যন্ত্র হয়েছে,—তা দেখব; (এমন সময়)

কাদম্বিনীর প্রবেশ।

কাদঃ। কি ভাবচিস বিনু?—একি, শ্যামার পত্র বুঝি? আমাকেও ডেকেছে তা জেতে হবে ভাই!

বিনঃ। আমি যেতে প্যারি না পারি। তুই যাস্।

কাদ। ওমাঃ তা কি হতে পারে, তুই না গেলে আমি কি একলা যাব? আপনার সামলাব কি তোর লা?—

বিনঃ। আমার নকল একটা সাজয়ে নিস!। আমার ভাই রাত্রে ঘরের বার হতে ভয় করে।—

কাদ। যার ভয় সেই যদি সঙ্গে করে নেঁ যায়?—

বিন। (তখন ভিতরের কথা বুঝে) ক্ষণেক অধোমুখে ভেবে—তা মাকে জিজ্ঞেস করি, মা বলেনত যাব।

কাদ। তোর ভাই কথার ঠিক নেই, কতরকম কথা কচ্চিস। আচ্ছা আমি মামীকে বলচি, তাহলে ত যাবি? ও কেমন কথা বিনু! লেখা পড়া শিখেচিস, ভদ্রতা জানিস নে? নিমন্ত্রণ না রাখলে ভদ্র-লোকের অপমান করা হয়, তাও কি শুনিস নে!।

বিন। (নিমরাজী হোয়ে) ভাল সন্ধ্যাই হউক, তখন দেখা যাবে। তুইত দেখচি "আঁচারি কোথা"?—কেন ঘরে কি খেতে পাস্‌নে।

কাদ। ঐ দোষেই ত দুঃখ পাস, নইলে এমন রূপ তবু ভাতারে পোঁছেও না!!। ছি! ওসব ছেলেমানসি বুদ্ধি ছেড়ে দে, দেখ কাবু হয় কি না হয়!।—"যে যায় রত কবে তার মত"—তায় ক্ষতি কি।

বিন। ক্ষতি বিলক্ষণ আছে। অখাদ্যি আবার কদিন অখাদ্যি থাকে না, একবার খেলে আর বাকী কি রৈল?।—আর পান ভোজন দোষে ক্রমে স্বভাব ও মন্দ পথে পরিবর্ত্তন হতে পারে!।

কাদ। সে সব আপনার হাত,—

বিন। যদি আপ্‌নি আপ্‌নাতে থাকিস্‌ তবে ত?

কাদ। তা থাকি কি না থাকি দেখতে পাবি, চলত!—

বিনো। (অগত্যা সম্মত হোয়ে) ভাল দেখবঁ এখন, কিন্তু আমিও বলচি,—আমি সকলের দেখব, কিন্তু আমার কেউ দেখতে পাবে না।

কাদ। ভাল (বোলে) হিঃ হিঃ হাস্য—যা গাটা ধো,—আমিও যাই খোকাকে সাজাইগে।

বিনো। কোন্‌ খোকা লো?—

কাদ। তা দেখতে পাবি এখন; খোকা, খোকার বাপ সকলেই যাবে—

বিনো। খোকারও কি আজ হাতে খড়ী দিবি নাকি? (হেসে উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সন্ধ্যা। যমের বাপ পশ্চিম সাগরে ডুবলেন—দেখে নিশাচর দল আহ্লাদে আটখান হয়ে রসনার জলে হৃদয়ের বাসনা বসন আর্দ্র করিয়া যেন শীতল হইতে লাগিল। অমাবস্যার রাত্র, শ্যামার বাড়িতে প্রকৃত শ্যামাপূজার আয়োজন। অমৃত বাবু সভ্যভব্য সেজে বৈঠকখানায় বোকা পাঁটার মত যেন কামারের অপেক্ষা করিয়া আছেন, শ্যামা ঠীক বিলাতি খেলনার মত দ্বারে দণ্ডায়-মানা। বেল, বুট, ফিতা, বাবুন ও মেজেণ্টার বাজার গরম করে যেন এই জাহাজ থেকে নেবেচেন!। বৈঠকে মেজের উপর আলো জ্বলচে,—

বিপিন ও প্রসন্নের প্রবেশ।

বিপিন। অমৃত বাবু! শুভ সন্ধ্যা!

অমৃত। ওয়েল ফ্রেণ্ড শুভসন্ধ্যা—এটলীষ্ট আই উইস"ইউ" এ শুভসন্ধ্যা-বিপিন!।

বিপিন। থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইওর গুড উইসেস অমৃত। আই নো ইউ আর এ পরফেক্ট জেন্‌টিলম্যান, অ্যাজ ইওর শীম (শ্যামা) এ পর-ফেক্ট লেডি!।

অমৃত। মচ ওব্লাইজড্ ফর দিস গারল্যাণ্ড অব কমপ্লিমেণ্টস বীপ! বট এবৌট দি বিজিনেস!

বিপিন। ওয়েল, মাই অ্যাফেয়ার্শ আর ষ্টিল হোপলেস মিফ্রেণ্ড; আই অলওয়েস একসপেক্ট এ ফেলিওর সো অনলকি অ্যাম আই, অমৃত!। কেবল ঘণ্টা গুনে রাত্র জাগরণ করি, থেকেও কথাটী কবার লোক নেই ভাই আর বলব কি!।

অমৃত। ওএল ডোণ্ট—গিভ অপদি চেস,—বি পেসেণ্ট। ইটস নট টুলেট ইউ নো। (প্রসন্নকে)—হাঁ! তোমার খবর কি পেসন?

প্রসন্ন। আমার কাদুর কোন ওজর নেই, বোধ করি সেই বিনোদের জন্যেই বিলম্ব হয়েছে। কাদুর এক দৌরাত্ম্য যে সঙ্গে জয়েন হয় না, আর সেই জন্যেই আমি স্যাড!। ও ম্যাড!

অমৃত। সেটাওত সামান্য রোগ নয়, ভারি অসুখের বিষয়!

বিপিন। আমার যে "ততোধিক" সাম্‌না সাম্‌নি কথা কইতেও পরমিসন নেই!

অমৃত। তাইত, অন্তবিষয় দূরেথাক মুখের কথাটার জন্যেও নালাইত! ভারি অত্যাচার—আমি হলে ত ডাইভোর্শ করি ভাই!

বিপিন। আমাকেও বা সু-শাইড কত্তে হয়!!

বিপিন প্রসন্ন উভয়ে। ও নোঃ—শিম ত বাপের ঠাকুর, মাথার মণি বংশের বাতি,—আহা! যেন দ্বার আলো করে দাঁড়িয়ে আছে।

অমৃত। (আহ্লাদে ফুলে) আদর কোরে কিস নিস্‌লি?

বিপিন। (হেসে) তা না নিলে কি ঢুকতে পেতুম!

প্রসন্ন। ভাই, শীম তোমার ভয়ানক ইর্ষার,—উপরে উঠতেই দেয় না, বলে বিনোদ না এলে এখনি আবার নাবতে হবে এই খানে দাঁড়া।

অমৃত। ও ত দরজায় দেখেছ আবার যখন ডিনর কম্পেনিতে দেখবে তখন আর ভুলতে পারবে না।। আই অ্যাম প্রৌড অব সচ ওয়াইফ পেসন?

বিপিন। বেস যেমন হতে হয়, বেস লিবরটি এন্‌জয় কচ্চে!।—লিবেরল হবেত এতই হবে, নচেৎ "হাফ দিস হাফ দ্যাট"—সে ভাই ভাল লাগে না; বরং পাপ!

অমৃত। ওয়াট্‌স দি টাইম্‌,—(ঘড়ি দেখে) ওঃ উই মষ্ট নট ভিলে, বেটর এনকোএর— ওয়াট্‌স দি ম্যাটর উইথ দেম্‌! ইজ গৌরী ইনদি পার্টি. বিপিন?

বিপিন। ও নো, সর্টেনলি নট,—"দ্যাট ব্ল্যাক শিপ ডিসট্রস দি ফ্লক"। ও ফ্যামলিটেই ঐ রূপ ভণ্ড। মথুরকে জানই ত, গৌরি তারি ভগ্নী!—

অমৃত। বেস চকচকে চেহারাটী কিন্তু,—যদি আবার বে করে তবে ভাল পাকা ওয়াইফ হয়।

প্রসন্ন। অমর্ত্তের প্রফিসাই গুলি প্রায় ঠিক, আমার পরীক্ষে ও বেস করে ছিল!। কেমন বিপিন?

বিপিন। আমাদের সিলেকসনটা যদি অমর্ত্ত করে দিত তবে আর এখন কাঁদতে হতনা।

অমৃত। ওহে দেখনা হে, কদ্দূর।

বিপিন। (ব্যস্ত উট বস করিতে করিতে) হ্যাঁ দেখত প্রসন্ন!

প্রসন্ন। (দৌড়ে দ্বারদেশে গিয়ে) কৈ হে গিন্নীকেও দেখচি নে যে দেরি দেখে স্বয়ং গিয়েছেন নাকি?—

অমৃত। দেখলে, কত সেন্‌সিবিল্! কোন কাযটী বলতে হয় না। আহা সীমরে! তুই না থাক্‌লে যে আমার কি দুর্দ্দশা হত তা বলতে পারিনে—কেউ জিজ্ঞেশাও কর্ত্তনা, এই সব সোনারচাঁদকে কি দেখতে পেতুম!।—(বোলে সকলেই আপনাপন মনস্থ বিষয় চিন্তায় নিমগ্ন-) ঘড়িতে ঠন্ ঠন্ করে শাতটা বাজলো। সব নিস্তব্ধ।

(নেপথ্যে)। ধন্য, ধন্য পরোপকারী! শব্দ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্যামা কাদু এবং বিনোদের প্রবেশ।

শ্যামা ও কাদম্বিনী বিনোদের হাত ধরে বৈঠকে আন্‌চে।

বিনো। (দ্বার হইতে বাবুদের দেখে মৃদুস্বরে) না ভাই ছেড়েদে ওখানে কেন, পুরুষদের মধ্যে কেন? ভাল মন্দ মেয়ে যা হউক!।

শ্যামা। ও মা! পুরুষমানুষ না হলে "হেল্প" করবে কে,—গুডহেল্‌থ কার করবি?

বিনো। না ভাই আমি তোমাদের ও সব বুঝতে পারি নি আমায় মাপ কর, আমি ঘরে যাই, দেখেই আমার পেট ভরেছে আর খেতে হবে না (নাকে হাত দিয়ে) খোঁড়া পাথানায় পড়ে, যা চাইনি তাই!। ছাড় ভাই।

শ্যামা। না ভাই তা হবে না, কি আমার এই এত আয়োজন সব নষ্ট করবি?—

বিনো। তা কৈ, স্থান কোথা হয়েছে, চল?—

শ্যামা ও কদম উভয়ে। (বৈঠক দেখয়ে) ঐ যে লো স্থান, ঐ দেখনা কর্ত্তারা সব অপেক্ষা করে বসে আছে। সব ঘরের পুরুষ, লজ্জা কার কচ্চিস। (বিপিন হেঁট মুখে হাপু গোণচে প্রসন্ন পথ পরিষ্কার কচ্চে)

অমৃত। ("আই মষ্ট টেক দি লীড"—বোলে আগবাড়য়ে) এস বিনোদ,— এস, ছিঃ ও সব অনর্থক লজ্জায় আর আপ্‌নার ইগ্‌নরেন্‌স প্রকাশ কর না। আহা! এমন রূপ যৌবন যদি ভাল সোসাইটীতে না

পল তবে কোন কাজে লাগবে। দেখ কাদম্বিনী ত কোন আপত্য কচ্চে না। এস, রাত্র হল, ডিনর টাইম উত্তীর্ণ হয়, ক্ষুধাও পেয়েছে।

বিপিন। (অমৃতের অমৃত সম্ভাষণে আপ্যায়িত হোয়ে দৌড়ে গিয়ে বিনোর কোমল কর ধারণ পূর্ব্বক)—তুমি কবে মানুষ হবে চাঁদ, এ দেহে বিপিনের প্রাণটা থাকতে কি হবে না? (বোলে) এস, নচেৎ—

বিনো। (স্বামীর বিভৎস ব্যবহার দেখে কদমের প্রতি—) "নচেৎ" কি? কদম!—

কাদঃ। তা ভাই কি জানি কি—ভালবাসা জিনিসের জন্যে মানুষ কি না কর্ত্তে পারে বল!।

বিনো। (কিছু ভয় পেয়ে) ভাল চল (বোলে—ধীরে ধীরে গিয়ে বিপীনের বাঁমে চৌকিতে বসিয়া—কদমকে,—মুখাবরণের ভিতর হইতে,—) কদম! ভাল কল্লে না, এ অত্যাচারের মূল তুমি এখন টের পেলুম।—(শ্যামার প্রতি)—শামাদিদি! এই ধর্ম্মনষ্ট কত্তে কি নিমন্ত্রণ করে এনেচ, ছি ভাই ভাল কর নি,—আপনারা মজেচ আমায় ও মজাবে?—

শ্যামা। বেশ। ধর্ম্ম নষ্ট কিলো—ধর্ম্ম কি নষ্ট হয়, যে ধর্ম্ম নষ্ট হয় সে ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম। আমাদের এ সনাতন ধর্ম্ম নষ্ট হবার নয়। আপনার স্বামীর সঙ্গে খাবি দাবি হাসবি খেলবি ভালকরে কথা কবি বিদ্যের চর্চ্চা করবি সৎবিষয় আলাপ করবি, নাচবি গাবি আর যা বলে শুনবি তায় কি ধর্ম্ম নষ্ট হয়; সকল সভ্যদেশেই এ ব্যাভার প্রচলিত আমরাই তাতে বঞ্চিত থাকবশ্? । আমাদের কি কিছুই কর্ত্তে নেই, কৈ স্বভাব ত তা বলে না?—তা মনে মনে মনরম্ভা খাওয়ার চেয়ে মনের সাদ মেটান ভাল কি না?—

বিনো। দিদি! মনুষ্যের স্বভাব শুনেচি চঞ্চল কখন এক বিষয়ে চিরকাল স্থির হয় না, তবে সে স্বভাবের প্রতি এত বিশ্বাস করাকি আমাদের উচিত, বাঁধা গরু একবার খোটা ছাড়া হলে কি আর কথা শোনে, তখন সাম্‌লান ভার হয়, তা পূর্ব্বে সাবধান হলেই ত ভাল!।—শামাদিদি এই কি তোর নতুন কেতাব?

শ্যামা। তা আমরা কি তোরে অসাবধান হতে বল্‌চি। আপনারা

সাবধান হয়ে আহার ব্যবহার করিতে ক্ষতি কি? আজ কালের নতুন পাট আর কি লো?।

অমৃত। শীম্! কথায় কথায় রাত্রী যায়,নেও ডিষ্ট্রীবুট কর?—(সকলের সাবধান)

শ্যামা। অল রাইট। (সকলের পাত্র পূর্ণ কোরে) গুড হেল্থ বিনো! (বোলে) আঃ কি অমৃত অমৃত?

বিপিন। (পাত্র হাতে) দেখ বিনু, আজ কথা না রাখলে বস্ এই শেষ, আর তোমার পেচনে জীবন শেষ করব না। যদি শ্যামার মত সুইটহার্ট না পেলুম তবে গৃহের অপেক্ষা শ্মশানই ভাল; (বোলে অশ্রুপাত)—

বিনো। (স্বামীর মুখে শ্যামার সঙ্গে আপনার তুলনা শুনিয়া রমণী স্বভাব সিদ্ধ অভিমান ভরে) আজ জানলেম যে এই ঘাঠেই মাথা মুড্য়ে আমার মাথা খেতে শিখেছেন!

বিপিন। প্রিয়ে! এ মাথা খাওয়া নয়, শীক্ষে দেওয়া।

বিনো। (রাগত) ছাই ভষ্ম খাওয়াই কি তোমাদের সুশীক্ষে নাথ!।

বিপিন! (প্রিয়ার মুখে নাথ সম্বোধন শুনে একটু গুমরে হেসে) তা এখন কি মুখের গ্রাশ হাতের গ্লাস ত্যাগ কর্ত্তে বলচ চাঁদ!

বিনো। (পতির মনটা একটু নরম পেয়ে) অভাগা অবলা মজানই কি তোমাদের সুশীক্ষার ফল নাথ!। আর্য্যকুলবালারা যে মেটে হাঁড়ীর তুল্য অপরের অস্পৃশ্য বস্তু, আপনাদের নূতন শীক্ষালয়ে কি সে পাঠ কেউ পড়ে না?

বিপিন। ও সব "হমবগ" প্রিয়ে! সুশীক্ষার সমক্ষে স্থান পায় না। স্ত্রী পুরুষ স্বভাবতঃ সমান স্বাধীন, পান ভোজনে আমোদ প্রমোদে ও সুখ সেবনে উভয়ের তুল্য অধিকার। তোমরা পাড়াগেঁয়ে কুসংস্কার বশে আপনার সত্ব বুঝতে পার না তাই "রীফর্‌মে" ভয় পাও। ছিঃ ওসব ত্যাগ কর, এবং পুরুষের সমকক্ষ সাপক্ষ হয়ে সংসার সুশোভিত কর!। (করযোড়ে) এই নেও, আমার গুড হেল্থ কর!!

বিনো। স্বামিন্! আমার এমন অকলঙ্ক স্বভাব চরিত্র ও নির্ম্মল কুলশীলে কলঙ্কারোপ করিতেই কি আপনার পৌরুষ? বিশুদ্ধ স্বজাতীয় ভাবই ধর্ম্ম ভাব,সেই ধর্ম্ম ভাব নষ্ট করিতেই কি কোমর বেঁধেছ?। পীযুষপম গব্য দুগ্ধে গোমুত্র মিশালে কি ভালথাকে, না নষ্টহয়?

বিপিন। ঐ দেখো চাঁদ! কাদু আগে গাছে উঠলো,—নেও, তোমার পায়ে পড়ি, আর সাদাচক্ষে রেখোওনা, দেখোও না!। (চরণ ধারণ)—

বিনো। (পতির অনুনয় বাক্যে অবনত হোয়ে) ছি নাথ! অমন উতলা হইও না, ধর্য্যধর—ওরা সব অন্ধ বা পশুর মত থাক দাক, এস আমরা বসে তামাসা দেখি। শূকরপেটে খেলেই কি বাহাদূরী?

বিপিন। (উঠে) প্রিয়ে উপস্থিত পরিত্যাগ করা নিষেধ, "হাজিরে হুজ্জত নেই" একটা কথাও আছে। আহারে ব্যবহারে লজ্জাভয় মুর্খ অসভ্য জাতিই করে থাকে!

বিনো। (স্বামীকে নিতান্ত নিষিদ্ধ পান •ভোজন-সিদ্ধ লোভের বশীভূত দেখে করুণাবিষ্ট চিত্তে) নাথ! শুনেছি যে "কাম ক্রোধ আর লোভ" এই তিনটী রিপুকে যে দমন করে সেই যথার্থ মনুষ্য আর যারা তাদের বশ হয়, তারা দ্বিপদ পশু, নরাকার বানর, এবং সুদৃশ্য পিশাচ!। তাই বলি, আজ লোভ সামলে ক্ষুধামেরে, এসো আমরা কিছু কায করি?

বিপিন। কি কায চাঁদ! পান ভোজনের পূর্ব্বে কায সারবে?

বিনো। (লজ্জাবিনম্রমুখে) "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী—(বোলে) একটু হাস্য!।

বিপিন। "চোরের মন সেই আদাড়ে" তাত জানই প্রিয়ে!। আর] কি কায?

বিনো। কায শ্যামাপুজো,—নাথ! আজ অমাবশ্যের রাত, তাই বলি এস আমরা স্ত্রীপুরুষে কালীর নামে নিশি পালন করি, যে ভুকাল বজায় থাকবে!

বিপিন। ওঃ, কি "ডীপরুটেড সুপরষ্টীসন!"—এখন দূর হল না? একটু নিয়েই তামাসা দেখ না চাঁদ?—সববিষয়েই ঢালা উপবাস,—ধন্য কঠিন প্রাণ তোমার, প্রাণ!।

কদম। (শ্যামাদি! ও—ওদের বকতে দে, আয় আমায় আর একটু দে দি? (বোলে) আহা! কি চমৎকার রং! যেন সোনা গলান আগুণ মাখান!।

বিপিন। দেখ বিনু! দেখ, কাদু কেমন প্রসন্নকে সুপ্রসন্ন কচ্চে?

(কথায় কথায় রাত্র অবসানার্থ।)

বিনো। (স্বামীকে আপন আয়ত্ব দেখে পুলকে) প্রাণনাথ! অমর্ত্তের ঘরে আর কি দেখতে পাচ্চ বল দি?

বিপিন। (বিনোদের তৎকাল জনিত বিজয়চিহ্ন পূর্ণ নেত্রদ্বয়ে সুরা সুধা বিষ মিশ্রিত পঞ্চামৃত দর্শনে বিনাপানে উন্মত্ত, পান ভোজন বিস্মৃত প্রায়) প্রিয়ে! যেন শ্মশান ভূমি দেখচি। সকলেই যেন মৃতপ্রায় পড়ে আছে, কেউবা যেন বিকারী-রোগীর মত আরো দে আরো দে,—কেহ বমন,—কেহ স্খলিত পদে গমন কচ্চে—আবার দেখিতে দেখিতে ছিন্ন পাদপের মত পতিত হচ্চে।

বিনো। (মৃদুহাস্তে একটী কটাক্ষ পাত পূর্ব্বক) তবে এখন টের পেয়েছ যে অমৃতের ঘরে বিষের খনি, কেমন নাথ?

বিপিন। এখন টের পেলেম চাঁদ, তোমার প্রসাদে আজ টের পেলেম; ফলে ওদের সঙ্গে অচৈতন্য হলে আমিও এই প্রকার একটা তামাসা কর্ত্তেম, সাক্ষীরূপে দেখতে পেতেম না, কেমন?

বিনো। দেখদি নাথ! দেবোদ্দেশে কত দোষ কাটে। তবে চলো, এই সময় আমরা ঘরে যাই?

বিপিন। এখন তবে আমার একটী প্রার্থনা রাখ?

বিনো। (পতির মন বুঝে) আমার প্রার্থনা কি তুমি রেখেচ যে প্রার্থনা করবে?—

বিপিন। তোমার কথায় আজ ছাঁকা উপবাসটা কল্লেম, প্রিয়ে! আর কি কর্ত্তে বল। বিনু! অভ্যস্থ দোষ গুণ যাহউক একেবারে অত্যাজ্য হয়; প্রাণান্ত কষ্টে তবে কেউ ত্যাগ কর্ত্তে পারে, আমি আজ তোমার সন্তোষার্থ তাই করেছি। আর কি কর্ত্তে বল?।

বিনো। (বুঝে স্বামীর সন্তোষার্থ মৃদুস্বরে) নাথ! আজ তুমি যথার্থ সুরবীরের মত সেই দুরাত্মা লোভকে দমন করিয়া বিনোদের চিত্ত বিনোদন করেছ সন্দেহ নেই, তথাপি আর একবার পরীক্ষে দেওদি?

বিপিন। (প্রেয়সীর ভাব বুঝিয়া) আহা! এমন মধুর ভাব আর কে প্রকাশ করবে। পরীক্ষে, কি না "মুখের সৌরভ" নেবে?— তা এই নেও (বোলে) বিনোর অবগুণ্ঠনাবৃত প্রবালী অধরে আপন অধর স্থাপন।

বিনো। প্রাণেশ্বর! (বোলে ঘ্রাণ নিয়ে হর্ষে) এখন জানলেম তুমি আমার পুরুষ সিংহ, আপনার প্রতিজ্ঞা পালনার্থ স্বভাব তুল্য অভ্যাসকে

সহসা পরিবর্ত্তন করে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেছ! কিন্তু দেখো নাথ আবার যেন সেই কেতকী কণ্টকে শল্লকীর প্পশ্চাদ্ধাবিত হইও না!

বিপিন। (পত্নীর অসামান্য ধৈর্য্যাদি গুণ স্মরণ পূর্ব্বক বিনীতভাবে) হে বিপিনের হরিণি। হে হরিণ-নেত্রে! নিজজন বলিয়া ক্ষমা কর, আমি তোমার নিকট অপরাধী —। তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। তুমি ইহ পরলোকের তরণী স্বরূপে আমায় এই অশেষ বৈদেশিক কুসংস্কার জনিত অঘ সাগর হইতে নিস্তার করিলে একারণ আশীর্ব্বাদ করি, তুমি আর্য্যভগ্নী গণের আদরের আদর্শ হও!। আমি ঠেকে এবং দেখে শিখিলাম, আর ভুলিব না!।

বিনো। নাথ! পতি অপেক্ষা প্রিয় বস্তু আমাদের আর নাই, পতিব্রতা সতীর পতিই পরমেশ্বর!। কিন্তু আক্ষেপ! পতিরা সতীপত্নী চিন্তে না পেরে, কুলকামিনীর কুলধর্ম্ম না মেনে, ভালকেও মন্দ করে তোলেন। সমান সাধীনতা দিয়ে কুলধর্ম্মের মূলছেদন ও হতভাগিনীগণকে যথেচ্ছাচরণ শিখাইয়ে শেষে যখন তারা প্রবলা হয় তখন সামলাতে গিয়ে সামলাতে না পেরে গণ্ডগোলে পড়েন।

বিপিন। গণ্ডগোল কি রূপ প্রিয়ে?

বিনো। মন্দকরে পরে ভালোকর্ত্তে গেলেই গণ্ডগোল হয়। কলহ, অপ্রণয়, ব্যাভিচার, আত্মহত্যা আর কি!।

বিপিন। তখন উপায়?

বিনো। (ক্ষণেক ভেবে) উপায় সহজ, কিন্তু সে সহজ কায তখন দুরূহ হয়েপড়ে। যদি পতিরা স্বদোষ শান্তির সঙ্গে সঙ্গে অভাগিনীদেরও দোষগুলিন কৌশল ক্রমে তাদের বুঝয়ে দেন, তবে ক্রমে ক্রমে সব পরিবর্ত্তন হতেপারে!। দেখ নাথ! আজ কেমন অসৎকর্ম্মে আমায় নামাচ্ছিলে, যে পরে এই তোমার—দীক্ষিত দোষের জন্যে আমায় হয়ত আজন্ম কান্তে হত নয়ত কোন প্রকারে কলহে হউক অপ্রণয়ে হউক অথবা মরণেই হউক এককালে তোমাহইতে পৃথকহতে হত!

বিপিন! (সুসময়বুঝে পরিহাস ছলে) আর একবার কি আমার পরীক্ষে নেবে চাঁদ?

বিনো। (পুলক পূর্ণিত মনে পতির করধারণ পূর্ব্বক)—এস তবে, গৃহে চল (বোলে) উভয়ের প্রস্থান। ইতি চতুর্থাঙ্ক।

যবনিকা পতন।

পঞ্চমাঙ্ক।

প্রস্তাবনা।

তীর্থরাজ ত্রিবেণীর ঘাট। সেই যুক্ত বেণী, সেই মনোহর সন্মীলনের আদর্শ স্থল। যথা শুভ্রা সুরতরঙ্গিনীর স্বচ্ছ স্ফাটিক নির্ম্মল ধবল জল প্রবাহ ভবভয়ভেক প্রভঙ্গিনী ভুজঙ্গিনীর ন্যায় হেলিতে দুলিতে পশ্চিম বাহিনী চ্ছলে কলকল কোলাহলে কালিন্দী গর্ব্বিতা সূর্য্যসুতার নীলেন্দিবর নিন্দিত শ্যামলাঙ্গ আলিঙ্গন পূর্ব্বক একাকারে সাগরাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। যথা বৈশাখী পূর্ণিমার পূর্ণ সুধাকর জ্যোৎস্নায় সুদৃশ্য নীল নভস্পর্শী নানা বর্ণের ধ্বজা পতাকা সকল পশ্চিম পবনে প্রকম্পিত গাত্র পক্ষিপুঞ্জের ন্যায় ফর্ ফর্ শব্দে তীর্থ বাশি প্রাতস্নায়ী তপস্বীবৃন্দের কণ্ঠপ্রকম্পিত করিতেছে। যথা "রা-আম না-রা-য়-ণ, জয় বে-এণী-মাধবকী" প্রাতস্মরণীয় নাম স্মরণে নিমগ্ন মানস সত্য সত্যই সত্যযুগাগম অনুভব করিতেছে; তথা একটী নির্জ্জন বালুকাময় ঘাটে, অশ্রু লোচনা বিষন্নবদনা জনেক বৃদ্ধাকুল-ললনা, একখানি জীর্ণ মলিন বসনে আবৃতা হইয়া যেন মাধবের মাধবী-মাধুরী আমননে অভিভূতা প্রায় উপবিষ্টা। তাঁহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে একজন যুবা পুরুষ অবগাহন স্নানান্তে স্তব পাঠ কচ্চেন,—

প্রথমাভিনয়।

যুবা। "মাধবঃ কেশবোনন্তো গোবিন্দো গরুড়ধ্বজঃঃ
"মাধবী শিবদা গঙ্গা শিবা ব্রহ্মস্বরূপিনী।
"বিষ্ণুনারায়ণঃ কৃষ্ণঃ শ্রীধরো মধুসূদনঃ
"বৈষ্ণবী শাঙ্করী ব্রাহ্মী সর্ব্বদেব স্বরূপিনী।
"কালাত্মা পুণ্ডরীকাক্ষো বিশ্বরূপো প্রতাপবান,
"কালশক্তিঃ পরাশক্তিঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী।
"জগন্নাথো জগদ্বন্দ্যো ব্রহ্মণ্য সর্ব্বজিৎ প্রভুঃ।
"জগদ্বরা জগদ্বন্দ্যা ক্রীড়া কল্লোলকারিণী।
"চরমাচল সংবৃদ্ধ্যা ব্রহ্মকার্য্যকৃতোদ্যমা
"আদিবেণী মধ্যবেণীহ্যন্তবেণী ত্রিবেণিকা"।

বৃদ্ধা। (স্তবশ্রবণে সন্তুষ্টা ,স্নেহভরে) আহা ! তুমি কে বাপু ! অভাগিনীর শুষ্ক আশালতা মূলে আশ্বাস সলিল সিঞ্চন কল্লে ?

যু। হঠাৎ অপরিচিতা বর্ষীয়সীর সস্নেহ সম্বোধন শ্রবণে সবিস্ময়ে) মা ! একাকিনী বেণীতীরে চিন্তানীরে ভাসছ, তুমি কে গা ? আমা হতে কি আশ্বাস পেলে মা ?

বৃ। বাপুরে ! এই পূর্ণ ঊনবিংশতী শতাব্দীতে প্রকৃতিপুরুষ সম্মিলনসূচক ঈদৃশ স্তবের আবৃত্তি কি সমধিক আশ্বাসের বিষয় নয় ? হে যুবক ! এই স্তবটী শুনে, তুমি তীর্থরাজের প্রকৃত মাহাত্ম্য জান তা কেনা স্বীকার করবে ? । বাপুরে ! যেমন "মাধব ও বেণী" উভয়ের সম্মিলনে প্রয়াগ "তীর্থরাজ" তেমনি স্নেহ ও ভক্তি অথবা জ্ঞান ও বিদ্যার সম্মিলনে ভারতে আর্য্যসমাজ বিখ্যাত ! ।

যু। তাতে তুমি কি আশ্বাস পেলে মা ?

বৃ। বাপুরে ! এই স্তবটীর মর্ম্ম বুঝে আর্য্যেরা যদি পরস্পর বিরোধী স্নেহ ভক্তিকে আমার করে সমর্পণ করে, তবেই আর্য্যসমাজে সুখপ্রবাহ প্রবাহিত হতে পারে। কিন্তু আমার কপাল তেমন নয় বাপ্ ! ।

যু। তুমি কে মা ?

বৃ। (অনেক ক্ষণ ভেবে) আমি সেই বিসর্জ্জিতা আর্য্যকন্যা !

যু। (স্মরণ করত) আর্য্যকন্যে ! ও হো ! সেই যাঁর অভাবে আর্য্য সমাজের ভগ্ন দশা ? কি তুমি সেই সামঞ্জস্য দেবী ?

বৃ। হ্যাঁ বাপ্। সেই বিসর্জ্জিতা !

যু। মা ! তুমি জীবিত নাই আমরা এই জান্‌তেম, তাই চিন্তে পারিনে ! । ক্ষমা কর, প্রণাম করি।

বৃ। হ্যাঁ বাপ্ ! সেই তোমাদের রাম কৃত্রিম রাবণ বেশে আমায় হরণ করে জলসই করেছিল। মরণ নেই তাই মরিনে বটে, কিন্তু বাপ্‌রে ! (রোদন করত) আমার বৃদ্ধ আর্য্যেশ্বরের বিচ্ছেদে জীবন্মৃত হয়েআছি !.।

যু। মা ! আমি গঙ্গাসাগরে হঠাৎ এক দিন একটা গুপ্ত কথা শুনেছিলেম, তাই স্মরণ হয়ে এখন টের পাচ্চি যে একা রাম নয় মা !, তার পেছনে আরো কুটিল লোক আছে, তাদেরি কুহকে পড়ে রাম রাবণ হয়েছিল। কিন্তু সয়নি মা ! তোমার অভিসম্পাতে সাগর সই হয়েছে।

বৃ। হাঁ বাপ্! আমি জানি, সেই সামুদ্রিক কুবাষ্পোত্থিত জঘন্য মেঘ গুলাই এই বিষবৃষ্টি করেছে!।

যু। তুমি এ সকল সম্বাদ কোথায় পেলে মা?

বৃ। পথিকের মুখে, তীর্থযাত্রীর মুখে এবং অন্তরাত্মা মনের মুখে, আর অবশেষে এই তোমার মুখে!।

যু। (বৃদ্ধাকে ভাল করে দেখে) ঠিক, তুমিই তিনি বটে, নচেৎ এ স্তবের মর্ম্ম আজ কাল অন্যের গ্রাহ্য নয়!। (বোলে) চরণবন্দন।

বৃ। (আশীর্ব্বাদ করে) চিরজীবী ও সিদ্ধ মনোরথ হও। বাপ্! তুমি কে তা বল? আত্মজ বলে জানছি, কিন্তু শোক তাপে অন্ধ তাই ভালো করে তোমার মুখ দেখ্‌তে পাচ্চিনে বাবা!।

যু। (নিম্নস্বরে) আমিও আর্য্যসন্তান মা! কেবল গৃহশত্রুর ভয়ে ছদ্মবেশে বেড়াচ্চি!

বৃ। আর্য্যদেশে ভয়? এত নতুন কথা গো?

যু। ও মা! এখন সমাজে আর্য্য বল্লেই সর্ব্বনাশ। বড় ভয়!।

বৃ। সে কি রে বাপ্! কেন?

যু। মা, তার হত্যায় পাপ নেই, দণ্ড নেই!

বৃ। (চমৎকৃতা) কেন গো?

যু। আর্য্য নামটাই যকৃৎ গ্রস্ত ও পশুর মত নির্ব্বোধ ও দুর্ব্বল, সব।

বৃ। হা ভগবান! তবে সমাজে কি এখন আর আস্ত মানুষ কেউ নেই?

যু। আছে। (হাস্য)

বৃ। তারা কে?

যু। যারা বেদকে "ভেড়া" এবং আর্য্যকে "এরীয়া" বলে!

বৃ। এঁড়ীয়া কি, দাগা?

যু। হ্যাঁ মা, অক্ষর দাগা। কেউ দুটো কেউ চাট্টে কেউ ছটা অক্ষর দাগা।

বৃ। তবে ঘোর কলি?

যু। মাগো দুঃখের কথা বলব কি তোমার সেই আর্য্য সমাজের নাম এখন "এঁড়ীয়া সমাজ" হয়েছে!।

বৃ। বাপ! এই এতগুলো দাগা এঁড়ে থাকতে ও বৃদ্ধের রথ চলে না কি লজ্জা!!

যু। (হেসে) তোমার বৃদ্ধ এখন কোথা মা!

বৃ। (অশ্রুলোচনে) বাপুরে ! সে আর্য্য পুত্র আর্য্য রাজ্য তরে, পড়েছেন মহাকষ্টে বঙ্গের সাগরে।

যু। (দুঃখে) আহা ! মানীর কষ্ট ? শুনে পাই তাপ।

বৃ। তুমি কি অদ্যাপি তাহা শোনো নাই বাপ্ !।

যু। যেথানে আমার নামে খড়্গহস্ত সবে
দুর্দ্ধান্ত স্বার্থের ষড়যন্ত্রের প্রভাব
সেথানে আমার গতি কি প্রকারে হবে
জননীগো ! তথা সদা আমার অভাব !।

বৃ। (বুঝে) "আর্য্য" তুমি তাই দ্বেষ, অথবা শত্রুতা ?

যু। (বিনীত ভাবে) নাম গুণে ন্যায় পক্ষে আমার মিত্রতা !

বৃ। ওমা ! তবে কি তুমি সুমতির পতি সুবিচার ?

যু। (নিম্নস্বরে) মা ! চুপ কর কেউ শুনতে পাবে। এখন বৃদ্ধের সুসমাচার বল কি কষ্ট তাঁর মা ?

বৃ। সমাজের বিশৃঙ্খলা রোগ আর সন্তানদের আত্ম বিচ্ছেদ-শোক অসহ্য হয়েছে বাপ !

যু। আহা ! এসময় তুমি নিকটে নেই সান্ত্বনা বা করে কে ? তা বঙ্গসাগরে কেনই বা গেলেন মা ?

বৃ। ও বাপ্ ! ঐ রোগেইত এত কষ্ট হচ্চে। আমার কথা না শুনে বঙ্গসন্তানগণের বাগ্মীতার পক্ষপাতী হলেন, স্নেহের মুখচেয়ে ভক্তিকে হত শ্রদ্ধা কল্লেন, তারা সুযোগ পেয়ে "আমরা তোমায় রাজা করব" বোলে হাতধল্লে আর টেনে নে গেল। ও দিগে সদাশিব, মার প্যাঁচ বোঝেন না, এখন ভস্মলোচনের হাতে পড়ে অরণ্যে রোদন কচ্চেন !

যু। এখন তারা কি বল্লে মা ?

বৃ। এখন। এখন তারা জ্ঞান মদে জ্ঞানহারা হয়েছে,
মুল ধরে টান দিয়ে স্থূলে ভুল করেছে।
বিদ্যাবুদ্ধি পরীক্ষার্থ "সমাজেরে" পেড়েছে,
লজ্জা ভয় কুল মান একেবারে ছেড়েছে।
জড়বাদ পথে স্বার্থ-মনোরথে চড়েছে,
পুরাতন পথে "অবিশ্বাস" কাঁটা ছড়েছে।
স্নেহ ভক্তি ভেদ করি দল বদ্ধ হয়েছে,

কিন্তু এক "সামঞ্জস্য" হীন হয়ে রয়েছে।।
বেদ.বল পরি হরি "বাইবল" ধরেছে,
স্বকীয় সম্পদ ফেলে পর ধন হরেছে।
শিখা সূত্র ফেলে মুখে দাড়ি গোঁপ ধরেছে,
কার্পাস-বসন ছাড়ি ঊর্ণাতন্তু পোরেছে।
কন্যাকাল ছাড়ি কন্যাদান কার্য্যে মেতেছে,
উচ্ছিষ্ট ভোজন জন্যে লম্বা পাত পেতেছে।।
পরযাত্রা ভঙ্গ জন্য নাসা কর্ণ কেটেছে,
রাসভের রক্ষা হেতু কল্প তরু ছেঁটেছে।।
শিক্ষা শিক্ষা করে মুখে গুরুদীক্ষা ভুলেছে,
ড্যাম্ ওল্ড ফুলিস কষ্টমের "ধুয়া" তুলেছে।

যু। বৃদ্ধ আপ্তপরপক্ষ চিন্তে পাল্লেন না, আশ্চর্য্য!

বৃ। ও বাবা! এখন আপ্তপর চেনা ভার!

যু। কেন মা?

বৃ। (নিম্নস্বরে) এখন মনুষ্য-মুখে এক, পেটে আর,
জ্ঞান বিদ্যা অধিকারে এমনি ব্যাভার!।

যু। এক্ষণে উপায় মা?

বৃ। (মৃদুস্বরে) এক্ষণে সহায় বল সম্পদ বল সব তুমি বাপ্, আমাদের আর কেউ নেই, তুমি সুস্থির হও তবেই সব হবে!

যু। আমি কি করব মা, একাকী সুস্থির হতে পারি কৈ?

বৃ। (যুবার মনের ভাব বুঝে) আহা! কি দৈববিড়ম্বনা!! সুমতে, বাছা সুমতে! এদ্দিন কাছে থেকে এমন সুসময়ে অন্তর হলি (বোলে) অশ্রুমোচন।

যু। হা! (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) মা! কেঁদ না, উতলায় কার্য্য হয় না তা আমি বেস জানি। মা! ধৈর্য্য ধরে তবে তোমার দর্শন পেয়েছি, ধৈর্য্য গুণে আবার প্রিয়েকেও পাব তাতে ভাবনা কি?

বৃ। আহা! বাছা না হলে এ সময় অমন জ্ঞানের কথা বলে কে!। বাপ্! তবে সম্মিলনের চেষ্টা কর। কোন বিশিষ্ট আর্য্যগ্রামে প্রচ্ছন্ন থেকে কোন রূপে মহাবীরের মত বিচার-খড়্গে সেই "সংক্রামক অবি-শ্বাস" মহিরাবণটার মাথা কাট যে, ঐ "বায়োরজপুতের তেরোটা হাঁড়ি" ভগ্ন হয়ে আর্য্যক্ষেত্রের সর্ব্বত্রেই "রামরাজ্য ও জগন্নাথক্ষেত্র"

হয়!। আনন্দবাজার বসে!। আহা, সে চতুস্তল পুষ্পক রথের কথা বলব কি বাপ্! কিছুরই অভাব ছিল না!। বাপরে সেই খানির মেরামত কর।

যু। শুনছি সেই মেরামত নিয়ে দেশ বিদেশ সব ব্যস্ত, কত কল কৌশলের সৃষ্টি, কত রাজমিস্ত্রীর শুভদৃষ্টি হচ্চে!

বৃ। (ক্ষণেক ভেবে) স্নেহ ভক্তি কোথা জান বাপু?

যু। তারা রথে নেই, বোধ করি জল পথেই আছে। তাদের সম্মিলনে কারুর মত নেই।

বৃ। তবে কার সাধ্য রথ মেরামত করে। কেবল তুমি পারবে।

যু। (বিনীতভাবে) অসাধ্যসাধন, কেমনে আমি
উপেক্ষিত দেশে, সাধিব,
স্নেহভক্তি অধো উপরগামী
সুমতি বিহনে বাঁধিব।
বিতণ্ডা চণ্ডাল স্বাধীন হয়ে
ঢালি পাক, খেলিছে মুখে,
জননি! এ কায তাদের লয়ে
সাধিতে পড়িব গো দুঃখে!

বৃ। ভেবনা সুপুত্র! হবে সহায় তোমার,
মগধে এ সুসম্বাদ যে করে প্রচার *।

যু। (প্রণাম করে) তবে এখন চল মা! প্রিয়ে সুমতির অন্বেষণে একবার সয়েদপুরে যাই?

বৃ। বটে, বাপ্! বটে; সেই দিকেতেই যেন সুমতির সৌগন্ধ পাচ্চি! চল, (বোলে) উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাভিনয়।

---

* ধর্ম্মপ্রচারক।

দ্বিতীয়াভিনয়।

নৌকাদ্বয়। বৃদ্ধ পূর্ব্ববৎ দণ্ডায়মান।

স্নেহ নৌকায় অনেক লোক। কেহ লম্বোদর কেহ বৃহৎ মস্তক ক্ষুদ্র কলেবর, কেহ রক্তাস্য কেহ কৃষ্ণাস্য, কেহ চঞ্চল কেহ দুর্ব্বল, কেহ চক্ষু-সত্বে অন্ধ কেহ কর্ণ সত্বে বধির, কেহ করচরণহীন, কেহ পীননাসা, কেহ নাসাহীন, কেহ দীর্ঘকর্ণ কেহ বা দুই কান কাটা, সকলেই নিম্নদৃষ্টি, সকলেই লোলরসনা!।

ভক্তি নৌকায় কেহ বিকলাঙ্গ নয়, সকলেই শান্তমূর্ত্তি কিন্তু জীর্ণ শীর্ণ বিবর্ণ, সকলেই ঊর্দ্ধদৃষ্টি, সকলেই সন্তোষী। "বাপ্‌রে মারে, এ আবার কে" শব্দ,—

মস্তরাম বাবাজীর প্রবেশ।

কৃষ্ণবর্ণ স্থূলকায়, কৌপীনবস্ত, হাতে শোঁটা।

মঃ বা। (দু নৌকায় দুই পা, বৃদ্ধের সম্মুখে দণ্ডায়মান) তু কোন্ রে! ঝুট মুট বক্‌বক্ করতা হ্যায়, অরে সচ্চা ডগর ছোড় কেঁও ঝুট পর মরতা। ভলা চাহে তো হমসে বিচার কর, আওর হার মানকে ও পুরাণা রাগ গানা ছোড় দে?

স্নেহপক্ষীয় কেহ কেহ। বাহবা! এ বাবাজীত আচ্ছি বাত কহতে হেঁ, আও হামলোক উনকো মদত করেঁ।

মঃ বা। অরে ময় একেলা বহুত হুঁ, ময় কিসীকা মদত নহি লেতা। তুম মূর্খ! ক্যা হামারা মদত করেগা? বেদ বেদাঙ্গ কুছ পড়কর তব হাম্‌সে বোল্‌না!

অপর কেহ। হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য) এত ফার্ষ্টরেট পণ্ডিত দেখতে পাই "ভেডা" কে "বেদ" বল্‌চে!!

অন্য জন। না না, এ বাবাজী মস্ত পণ্ডিত, এমন কি এর তুল্য কেউ নেই বল্লেই হয়, ইনি দিগ্বিজয়ী, সকলের মুখবন্দ করে দিয়েছেন।

স্বয়ং বেদ বেদান্ত রচনে সমর্থ!। যে সব প্রমাণ প্রয়োগ আর অর্থবাদ প্রকাশ করেছেন তাতে উনি যে যথার্থ "এঁড়ীয়া আচারিয়া" তা প্রমাণ হয়েছে।

কেহ কেহ। "এঁড়ীয়া"! সেকি?

অপর। তুমি ত ভারি অসভ্য হে "এঁরীয়া' জান না? অ্যাদ্দিন পোরে শুনে গরের মাঠে বেরয়ে, এঁরীয়া জান না? গোরার গোরে পরনি তা জ্ঞান হবে কোত্থেকে?

কেহ কেহ। তুমি বুঝি সেই দেড়ের কাছে দাড়য়ে ঘণ্টা নাড়া পড়ে এঁড়ে চিনেছ?

অপর। চিনিচি কি রে? হয়েচি! আমি এখন আর কি তোদের সেই পুরাতন কাসুন্দি "ত্রিসন্ধ্যা" মানি, না মরা গরুর ঘাস ছুলি!

অন্য কেহ। হাঁ হাঁ, ইনি আমাদের সেই বাবাজী; যিনি তিনটের একটা সন্ধ্যা কে তিনটা ধ্যান আচমনকে, ও শ্রাদ্ধ তর্পণকে ধরে টানাটানি কচ্চেন।

অপর। হ্যাঁ হ্যাঁ ইনি তিনিই। ভাই একি সামান্য বিদ্যের কর্ম্ম; বেদগুলো লণ্ডভণ্ড না কল্লে আর অ্যাত ক্ষমতা হত না!

কেহ। তার সন্দেহ কি। আমাদের শুভাদৃষ্ট, সমাজের সৌভাগ্য যে এমন সময় এর শুভাগমন হয়েছে!

মঃ বা। (চুপ চুপ বোলে বৃদ্ধের প্রতি।) দেখ বুঢ্যে! তু মেরা কহনা মান, ও সব বালকোঁকে দেশী বিদেশী বোলি য়েঁামে মৎ ভূল। ময় তুজকো সাম্হাল লেঙ্গে, তেরা রোণা হমে বুরা লগতা হ্যায়!

বৃদ্ধ। (প্রিয় জন বোধে) তুমি কোন পক্ষের "পালক" বাপু!

মঃ বা। হম আসল পুরাণা এরীয়া পক্ষীয় ব্যবস্থাপক।

বৃ। আহা বেশ বাপু! আমায় পুরাণ শুনাতে এসেচ, বস, পড়?

মঃ বা। (রাগত) ক্যা কহতা হ্যায়, হামারে সামনে পুরাণ কা নাম লেতা, তেরা সামৎ * আয়া হ্যায় ক্যা? আরে ময় সরস্বতী হুঁ সব বেদন কো কণ্ঠাগ্রকরকে বাবাজী বনাহুঁ, ময় পুরাণ উরাণকো ক্যা সমঝতা। পুরাণ হামারা (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখয়ে) ইস পর হ্যায়। হম বেঁদবেত্তা আচার্য্য, হমকো তু পুরাণ বাঁচণে (পড়নে) কহতা

* সামৎ- আসন্ন কাল।

হ্যায়। অরে! ময় সব দেখা পর তেরে মাফিক মূরখ বুঢা কহিঁ নহি দেখা। তু মরণে কো চলা তওভি আপনা গঁওয়ারী রাগ ন ছোড়া?

বৃ। (স্বগত) "সো পাপিষ্ঠ স্ততোধিক" ইনি রাম রতনের গুরুদেবেরও গুরু দেখতে পাই, (প্রকাশ্যে) বাপু তুমি কি চাও?

মঃ বা। ক্যা হম কুছ মাংতেহে, যো তু "চাও চাও করতা হ্যায়? হম ভিক্ষুক নহি হ্যায়। তু হমকো পৌরাণিক কহতা হ্যায়, পথণ্ডি! ওহি হামারা চিড় হ্যায়!।

বৃ। (আরো কৌতুক করতঃ) বলি বাপু! তোমার ইচ্ছে কি?

মঃ বা। তেরি বুঢ্‌ঢে কি এসি তেসী, হমে ছি ছি করতা হ্যায়? তু ছি তেরে সব ছি!।

বৃ। (মৃদুহাস্যআস্যে স্বগত) বাবাজীর তর্কশক্তি বিলক্ষণ, (প্রকাশ্যে) তোমার মানস কি বাপু!

মঃ বা। ধত্তেরে কি, রাক্ষস! মেরা মাংস মাংতা হ্যায়?

বৃঃ। (অবাক হয়ে) তুমি আমার প্রাণ প্রতিমা, তোমার মাংস কি আমি ইচ্ছে কর্ত্তে পারি, তুমি কি অজা?

মঃ বা। ক্যা কহা ফেরত কহ, মেরে সামনে প্রতিমাকা বাৎ?

বৃ। কেন বাপু! প্রতিমার কথায় কি জাত যায়?

মঃ বাঃ। (চক্ষু রাঙ্গা কোরে) ফের্ জাত কা নাম লেতা? ডাণ্ডা খায়গা, কেঁও?

বৃ। (কিঞ্চিৎরাগত) ক্যা কহতে হো পণ্ডিত মূর্খ! জাত পাত কৌন নেহি মানতা, যবন ম্লেচ্ছ-ভিমানতেহে॥ জাত্যভিমান কিসকা নেহি হ্যায়? প্রতিমা কো নহি পূজতা হ্যায়?

মঃ বা। হাঁ ময় জানতা হুঁ।

বৃ। ক্যা জানতা হ্যায়?

মঃ বা। তেরা চার কে চারো জাত আয়েবদার হ্যায়। পহলা যে কা তু বড়া গো সমজতা, ও আসল ঠক ঔর জালসাজ, দুসরা জিসকো তু বড়া মরদ ঔর সমাজকা রাখয়ার জানতা ও বিলকুল দাগাবাজ, দুর্ব্বলকা জল্লাদ ঔরসবলকা গুলাম হ্যায়। তীসরা প্রসীদ্ধ চোর ঔর চৌথা পাক্কা ঝুঠাখোঁর, তিস্‌মে কুছ সন্দেহই নেহি হ্যায়।

বৃ। (কৌতুক ছলে) তুমি এ চাটৌর কোনটা বাপু? কি চাটৌই? (বোলে) হাস্য।

মঃ বা। (ক্রোধে) পখণ্ড! মুজোর! জবান চালাতা হ্যায়? ও লাল-আঁখিবালা ক্রোধসিংকো দেখতা নহি, ও তুজকো অভি দুরস্ত কর দেগা! ঔর তেরা জাত পাঁতকে বাস্তে এ লম্বোদর লোভসিং বহুত হ্যায়!। প্রতিমা ইরতিমাকো ত হম কুছ সমঝতেই নেহি, উসকা জিকর কেঁও করতা?

বৃ। বাপু! প্রতিমা ত সকলেই পূজা করে, তুমি কি তা কর না?

মঃ বা। অরে ময় বেদাচার্য্য, প্রতিমা পুজেঙ্গে? হাঁ, যো বেদমে কহি লিখা হোতা ত মানতে! তু জানতাহ্মে ত বতা?

বৃ। তুম কুতর্কী তুম্‌সে অব মগজ খালি কো করে, পর ময়জানতা হু কি "মেরে তেরে রহতে জ্যাসে "তেরে মেরে প্রতিমা সত্য ঔর পূজ্য হ্যায়, ঐসেহি দেও—তোঁকে রহতে দেবনকা প্রতিমা ভি সত্য ঔর পূজ্য হ্যায়!

বা। (চমৎকৃত হয়ে) তেরে মেরে প্রতিমা! মেরে প্রতিমা কো পূজতা হ্যায়?

বৃ। কাহে, তেরে এ দেহ প্রতিমা যো দেখাই পড়তা হ্যায়, ইস্‌কো পান ভোজন বসন আচ্ছাদন যান, বাহন, আসন ও দক্ষিণা দেকে তেরে চেলা লোক পূজা নহি করতা হ্যায়? কহ হাঁ?

মঃ বা। এসেই তু ইঁট পথর কো পূজতা হ্যায়? তু বড়া মূর্খ ময় সজীব আচার্য্য, লোগোঁকে উপদেষ্টা, তেরা নির্জ্জীব মূরত (মুরদা) হামারা বরাবর? হম নালীস করেঙ্গে তেরে নাম পর ঔর জেহল খানা করকে তব ছোড়েঙ্গে!

(পরিহাসছলে) এ অবস্থা হতে সে বরং ভাল বাপু! (সাবধান হোয়ে)

বৃ। কেও নেহি। তোমহারে ময়ণে পর এ চেলা লোগ যো তোমারা প্রতিমা বানাকে গুরুভাও করে তো উন্‌হে তোম ক্যা পখণ্ড নাস্তিক কহো গে, কি ভক্ত কহো গে?

মঃ ব। (নিরুত্তর হয়ে) তেরে বুঢ়ঢে কি, মেরা মৌত মানাতা হ্যায়?

বৃ। বাপু! তোমার জীবনে যা মরণেও তাই, আমার তাতে ত কোন

উপকার নাই, বরং মন্দকে আরো নিকৃষ্ট কচ্চ। খণ্ড বিখণ্ড সমাজকে আরো ছিন্ন ভিন্ন কচ্চ। হা, যদি প্রাচীন দেব, গুরু দ্বিজ, কর্ম্মকাণ্ড মেনে তুমি জ্ঞানের আলোচনা দ্বারা প্রিয়ে সমঞ্জসীর সম্মিলন চেষ্টা কত্তে, তবে আমিও তোমার ভরসা ও সম্মান কর্ত্তেম!।

মঃ বা। ক্যা খিচড়ী পাকানে কহতা হ্যায়? (বোলে) নৌকা দোলান।

বৃ। (সাবধান হয়ে) তুমি আর কি কচ্চ বাপু? বেদের শব্দ আর কোরাণ বাইবেলের অর্থ লয়ে কি তোমার ভাষ্য রচনা নয়? রামা আর কি কর্ত্ত?।

মঃ বা। (ক্রোধে অধর ওষ্ঠ কাঁপাইয়ে) মূর্খ, ভণ্ড! আজ এক ডাণ্ডাসে তেরা খোপড়ী ফোড় দেঙ্গে! (ডাণ্ডা ওঠান)—হাঁ! হাঁঃ শব্দে —

স্নেহের প্রবেশ।

স্নেহ। (করুণাপূর্ণ রোদনোন্মুখ, কবেরজ্জু অধোবদনে বৃদ্ধের প্রতি) বৃদ্ধরাজ! ব্যাগ্যেতা করি, বাবাজীকে এখন বসতে দিন; আপাতক আমার বাত্যের কথা শুনুন, সে আপনার মন্দকারী নয়!

বৃ। ও স্নেহ! তুই আর মিছে আপ্তশ্লাঘ্য করিস্ নে, আমি তোদের সকলকেই জানি।

স্নেহ। ভালো আর একবার আমার কথায় বাত্যের মান রাখুন, তার, কথায় অপর লোকেও মুগ্ধ হ য়েছে আপনি হবেন না?

বৃ। আমাকে মুগ্ধ রাখাই কি তোদের পুরুষার্থ রে?

স্নেহ। শুনে যা ভালো বোঝেন করুন।
(বোলে) বাত্যে-বাত্যে আহ্বান।

বৃ। কি আর শুনব, সুবিচার নেই, কার কথা শুনব?

স্নেহ। (কাঁপ্‌তে ২) সুবিচার আবারকে? আমাদের স্বার্থের শাসনে সুবিচার? সেই ভণ্ড তপস্বীটে, সেত আমাদের বিবেচক বিতণ্ডার কাছেহার মেনে রুপোস্?

বৃ।. (হেসে) সে আমারি দোষে। কিন্তু যে হউক মূল তোরা আর কেউ নয়!

স্নেহ। আম্‌রাকে কে?

বু। যখন যে প্রবল হস; কখনোতুই কখন বা ভক্তি!

স্নেহ। আমি আর নয় বরঞ্চ ভক্তি বটে। আমি রাজার হালেই রেখেছি, কৌপীন সার কর্ত্তে ভক্তিই করেছে!। যখন আমায় ভুলে ভক্তি ভক্তি করেছ তখনি এই দশা হয়েছে!

বু। কেবল তোমায় নিয়েত্ত অধঃ পাতে গিয়েছি? আমি প্রাণ দিয়েছি কিন্তু তুমি গলাই কেটেছ!।

স্নেহ। (মুচকে হেসে) এখন এই শোভাপায়?।

বু। পূর্ব্বেই বলেছি বাপু! যে খানে সুবিচার নেই, সেখানে কথা কৈতেই নাই!।

স্নেহ। আমি আর কিছু বলব না (বাত্যো ২ আহ্বান ও প্রস্থান

ইতি দ্বিতীয়াভিনয়।

তৃতীয়াভিনয়।

বাত্যের প্রবেশ।

নাকে চশমা হাতে বৈ।

বাত্যো। (এ দিক ওদিক দেখে) হুঁঃ হুঁঃ হুঁঃ (হুঁঙ্কার)

করিয়ে দেশ ও বিদেশ ভ্রমণ
স্নেহের পক্ষ করেছি গ্রহণ
স্নেহের গোলামী করে ত্রিভুবন
সাদাকালো সব বানর নরে,
স্ত্রী পুরুষ সব স্নেহের বস
সুর নরে গায় স্নেহের যশ
স্নেহ গুনে পরিপূর্ণ দিক্ দশ
স্নেহ শিশু জীবে পালন করে।
স্নেহ মনোমল ক্ষালন কারণ

স্নেহ বিনা কোথা প্রেমের বাসা
স্নেহ গুণে পর হয়রে আপন
স্নেহই সবার পুরায় আশা।
স্নেহ যদি কেহ নয় এ হাটে,
এত আবর্জ্জনা কে তবে কাটে ?।
ক্ষুধা তৃষা আশা অভাব সহ,
স্নেহের নিকটে নিয়ত লহ।
স্নেহ হতে ক্রোধ মমতা মদ,
পেয়েছে জগতে প্রধান পদ।
স্নেহ আশে লোভ মুলুক জাদা,
স্নেহ বাসে ভোগ সতত বাঁধা।
প্রণয় প্রণতি প্রয়োগ বিধি,
স্নেহের অধীন করেছে বিধি।
ছল বল কল কৌশল যত,
স্নেহের সাধনে সবাই রত।
স্নেহহীন কেহ সংসারে নাই,
এক মাত্র সেই বৈমাত্র ভাই!।"*
তাই বলি সবে এস এ নায়,
পাইবে সম্ভোগ প্রতি পায় পায়! ॥ ২।
স্নেহ গুণ কত করিব বাখান,
"আপনত্ব" কথাটীর স্নেহই প্রাণ!।
আর্য্যের-সমাজ! স্নেহের বশে,
যদি করে থাকি অকায আমি,
দেখহ সে দোষ স্নেহের রসে,
স্নেহই সকলের অন্তরজামী!

বৃদ্ধ। (বাত্যের নম্রতায় প্রসন্ন হয়ে) স্নেহ অধিকারে দোষের ভয়—আছে জেনে কেন স্নেহের কাছে?

বাত্য। আমি কি একা? বৃদ্ধ—আর্য্যরাজ!

---

* বিবেক; সুবিচার।

স্নেহের সমাদর সবার কাছে।
দোষে গুণে যদি স্নেহের জারি,
ভক্তি ত আবার জাৎ-ভিখারী।।

বৃদ্ধ। (বাত্যের কথা শেষ হতে একটু হেসে)

ওরে স্নেহদাস বকলি অ্যাত,
বুঝি জানাইলি ঠকলি যত?

স্নেহের করস্থ রজ্জু ডোরে, বাঁধা তোরা কভু স্বাধীন নয়,
কি আর অধিক বলিব তোরে, জানে তোর সেই "পিতার তনয়।"
স্নেহ করে দিয়ে মানস * তার, হল সুতা রাজ বনিতা বটে,
কিন্তু কি হবে জনমদাতার, দেখ তোর ঐ বৈয়ে কি রটে।

বাত্যে। (বিরক্ত হয়ে) ধান ভানতে ভানতে শিবের গীত, একটা কথা ঠিক রাখুন? গণ্ডগোল কেন?। সাংসারিক সুখের জন্যে যদি একটা ভুল হয়ে গেছে তার জন্যে কি আজন্ম ব্যঙ্গ সৈতে হবে।

বৃ। "দুর্ভিক্ষ মল্লং স্মরণং চিরায়" জান না?

বাত্যে। সংসার "স্নেহ সূত্রে গ্রথিত" কে না জানে?

বৃ। ঐ কথা শুনেই ত আমার "এ—দশা!"

বাত্যে। মশয়! স্ত্রী, পুত্র, ধন, বিদ্যা, মান, পদ, অহঙ্কার ও অভিমান লয়ে আশ্রম সুখ; শঠতা, কপটতা, ছল, বল, চাতুরী, অবিচার ও বিতণ্ডা লয়ে রাজ্য সুখ এবং স্নেহ আশক্তি ও যথাশক্তি নিয়ম রক্ষায় পারত্রিক সুখ স্থায়ী হয়, এ কথা কে না জানে?। আপনি পক্ষপাতী তাই, কেবল ছল ধর্ত্তে উদ্যত! (বৈ ওলটান)।

বৃ। এখন যা বল বাপু! সব এই মাটীর গঠন।

বাত্যে। জন্মদাতার মান কদ্দিন? যদ্দিন মানুষ জন্মদাতা না হয়। স্নেহ রাজ্য বিস্তার হলে আর কে কোথা, কোন সভ্য সমাজ জনক জননীর পূজা করে। জ্ঞান হলে আর গুরুর দরকার?। আপনার যেমন পচা বুদ্ধি তেমনি পচা দশায় পোড়েচেন!। ভক্তি ভক্তি করে পরকাল খাচ্চেন। মরণ নেই অখণ্ড প্রমাই, তবু পিণ্ডি খাবার জন্যেই পাগল?

---

* মানস-তার, মনরজ্জু।

বৃ। ওরে! তোদের কর্ম্মের ফল আমায় ভুগতে হয় তাই বলি, যে, কলহ ছেড়ে মীলন কর!। ওরে "গৃহ বিচ্ছেদে কুল নাশ" মিথ্যে কথা নয়!। অশ্রুলোচনং।

ইতি তৃতীয়াভিনয়।

চতুর্থ অভিনয়।

দাসী বেশে ভক্তির প্রবেশ।

ভক্তি। (গলবস্ত্র কয়যোড়ে, উর্দ্ধদৃষ্টে বৃদ্ধের প্রতি) ঠাকুর! আপনি ও বাত্যের কথায় আর কর্ণপাত করিবেন না। যে স্নেহের গোঁড়া সে কি আর আমাদের ধর্ম্মের কাহিনী শুনবে। ও "বিশ্বাসের মাথা" খেয়েচে। ঠাকুর! একটা সুসম্বাদ শুনেছেন!

বৃ। (হর্ষে) কি সুসম্বাদ মা? আহা! তোর এই গুণেই শেষটা আমি সর্ব্বস্ব খোয়ালেম। মা তোর বদন বারিদ নির্গত বাগবিন্দু পানে যেন কর্ণচাতক পরিতৃপ্ত হয়!। আমি অশীত পর আমিই শ্মশান-বাশী পঞ্চবর্ষীয় বালক ধ্রুব বনবাসী হবে আশ্চর্য্য কি!

ভ। ঠাকুর! প্রত্যাগত তীর্থযাত্রীর মুখে শুন্‌লেম আমাদের আবার নাকি মিলন হবে?

বৃ। (আহ্লাদে আটখ্যান) বল কি মা, কে বল্লে, কেই বা মিলন করবে?

ভ। হ্যা গো! তোমার নিত্যচিন্তার ধন রমণীরতন সেই সামঞ্জস্য দেবী ত্রিবেনী হতে নাকি মগধে আসচেন!

বৃ। মগধে? সেখানে ক্যান?

ভ। সেখানে কেউ তাঁর স্বহায় হয়েছে।

বৃ। ও মা! চুপ কর, যারে তারে একথা বলিস নি। আশীর্ব্বাদ করি, যে হউক, নির্ব্বিঘ্নে কৃতকার্য্য হউক্!।

ভ। তা আসুন, ঠাকুরাণী স্বস্থানে আসুন, আপনার নৌকা রথ পথ ঘাট

আসন বসন সব পূর্ব্ববৎ করুন, (বোলে) বিমর্ষ। (স্বগত) সর্ব্বনেশে থাকতে আর আমার সুখ নেই !।।

স্নেহের প্রবেশ।

স্নেহ। (ভক্তির ব্যঙ্গোক্তিতে বিরক্ত হোয়ে) লক্ষ্মিছাড়ীর কথা নয়, যেন বিষ; ছুঁতেই সর্ব্বশরীর জ্বালা করে! যেন কর্ণে বজ্রাঘাত হয়!

ভক্তি। (স্নেহের দুর্ব্বাক্যে কোপে) নীচগামি!

কেনা জানে তোরে অধোমুখ! দুরাশয়!
আমার সম্মুখে নিন্দে, মনে নাই ভয়?
এ সমাজে তুই যে করিস্ অভিমান,
কি গুণে অধম! যথা আমি বিদ্যমাণ?
প্রতিপত্তি আমার নাহিক যেই দেশে,
সেই দেশে পূজ্য তুই ছদ্ম-সাধু বেশে!।
যথা তোর গন্ধ মোহ অবশ্য সেখানে,
জলদ বাহন যথা পবন, বিমানে*।
গৃহভেদ কলহ ও বান্ধব বিচ্ছেদ,
তোর মমতায় এই সব ভেদাভেদ।
এক ঘরে শাত ঘর তোর দোষে হয়,
আশ্চর্য্য, নির্ল্লজ্জ! তোর নাই লজ্জা ভয়!।

স্নেহ। (দর্পে) কিসের লজ্জা কিসের ভয় আহার ব্যভারে,
স্ত্রীজাতি সতত তুই আমার অধীন;
ক্ষীণজীবী ভিরু লোক ভজে বটে তোরে,
পুরুষার্থ সাধিবার আমিই প্রবীণ।

ভক্তি। (হেসে) জানিরে পৌরুষ তোর একের কারণ,
তারি জন্যে কর পাপ জীবন ধারণ।
পাঁচ চক্ষে পাঁচ জনে দেখ দুরাশয়,
জাননা কর্ত্তার তাতে হয় পুণ্য ক্ষয়?।
উত্তম উত্তমী চেখে চেখে প্রিয়জনে,
মন্দ মন্দ দেখে দেখে দেবতা ব্রাহ্মণে!।

* বিমানে, আকাশে।

পাঁচ জনে ভোজনে বসিল এক ঘরে,
বাচা বাচা খাদ্য এল একজনা তরে ?।
ঘণাবৃত দুগ্ধবাটী এ জনার পাতে,
সে জনা অম্বল কি না চাখে হাতে হাতে !।
এক মুখে এলাগন্ধ টকটকে লাল,
চূণে পুড়ে হায় হায় করে অন্যগাল !।
এক জনে গুপ্ত ধন কর বিতরণ,
চুপি চুপি আনাচে কানাচে সম্মীলন !।
বিনা প্রার্থনায় কেহ কৃতকৃত্য হয়,
কেহ চেয়ে মরে তবু চাওনা নির্দ্দয় !।
কাণা মেঘা ! সেই ভাব সে দুদের বাটী
আমার বিহনে দেখ সবতোর মাটী !!।
আত্মশ্লাঘ্য হয়, কিন্তু তোরে জ্ঞান দিতে,
স্বমুখে স্বগুণ তাই হইল কহিতে।
আমার স্বভাবে দেখ এ কুদোষ নাই,
আর্য্যমাত্রে দেখি আমি সহোদর ভাই।
নীচ উচ্চ লঘু গুরু ধনি দীন জ্ঞানী,
আমার প্রভাবে কেহ নয় অভিমানী।
ধর্ম্ম কর্ম্ম শাস্ত্র মর্ম্ম বক্তৃতা বিচার,
আমার সম্মতে হয় সন্মতি সবার।
রাম শ্যাম কানাই বলাই ভোলানাথ,
গউর নিতাই গৌরী সব মোর সাথ !।
আমাহীন অমীয় অপেয়, বিষ দুদ,
সুধা সম মম দত্ত "বিদুরের খুদ" !।
তুমি যত মায়া কর আমি তত হাসি,
আমার সম্পর্ক বিনা সব ভস্মরাশী !।
নীচগামী ! তুই চাস্ নীচে লইবারে,
আমি দেখ ! সেই নীচে উঠাই উপরে !।
স্নেহ সখ্য দাস্য আর বাৎসল্য প্রভৃতি,
যত গুলি আছে, ভাব, এ আর্য্যসমাজে,

আমার চরণে সকলের তুল্য রতি
শ্রেষ্ঠা বলে পূজ্যা আমি সকলের মাঝে!

স্নেহ। ওরে ছুঁড়ি! আপনার অঙ্গ কে না বড় দেখে?

ভক্তি। ওরে অসিদ্ধ! তোয় আমায় কত তারতম্য তা শোন?
মম অঙ্গ দয়া ধৈর্য্য হিংসা দ্বেষ তোর,
মম চক্ষু জ্ঞান দিবা তোর নিশা-ঘোর!
মম প্রিয় বৈরাগ্য সন্তোষ কোষ যার!
তোর প্রিয়ে তৃষ্ণার ভাণ্ডার হাহাকার!।
তোর প্রাণ মিথ্যা বস্তু মোর সত্যধন,
তোর মন "মূল্য" মোর অমূল্য রতন *
আমার হৃদয় ক্ষমা তোর প্রতিকার,
আমার নম্রতা ভাব তোর বলাৎকার।
তোর আত্মা মহামোহ বিয়োগ আলয়,
আমার বিবেক "নিজানন্দের আশ্রয়"!
তোর দোষে কত রাজ্য গেছে ছারখার,
আমা হীনদুষ্ট! তোর "দূর-পরিহার"!।
কত সভা কত দল কত পরিবার,
তোর দোষে রসাতল করিল গুলজার!।
তুই অন্ধ করেছিস অম্বিকা কুঁয়রে,
তুই দুঃখ দিয়েছিস নৃপতি লীয়রে!।
তুই পাপি! বধেছিস রাজা দশরথে,
তুই কাঁদায়েছিস্ শ্রীরামে পথে পথে!।
কি করি ছিল না ইচ্ছে দেখি তোর মুখ,
বৃদ্ধের কারণ সব সহিতেছি দুঃখ;
কেবল বৃদ্ধের মুখ চাহিয়া রয়েছি,
যেমন দন্তের মাঝে "রসনা" রয়েছি!।
পর্ব্বত সমান ধীর সাগর গম্ভীর,
করে কর যোলে রয় যত মহা বীর!।

---

*অমূল্যরতন, মুক্তি। ভক্তির অন্তরাত্মা (মন) মুক্তি।

স্নেহ। মিছে দর্প তোর মোর কন্দর্পের কাছে,
তোদের জীবন যষ্টি যার হাতে আছে?
কামের কটাক্ষ মাত্রে তোর সর্ব্বনাশ।
কতবার হল তবু তাতে অবিশ্বাস?
তুই দুষ্টা! অনর্থক করিস গর্জ্জন,
হিরণ্য কশ্যপে কিন্তু রাখিস্ স্মরণ!—
তোর দোষে প্রহ্লাদ সহিল যত দুঃখ।
তোরে ভজে কে কোথা পেয়েছে বল সুখ!

ভক্তি। (হাস্য করত) রে পাপিষ্ঠ! শিষ্ঠ তর্জ্জ সম্পদ সময়,
প্রলোভিয়া প্রহ্লাদ সমান মম জনে.
নরসিংহ বিপদের হইলে উদয়,
বিদারিবে বক্ষ তোর বজ্র পঞ্চাননে,*

স্নেহ। (বিদ্রুপ করত) ছোট মুখে বড় কথা শুনে হাসি পায়,
বি-পদ পাইয়ে পদ মারিবে আমায়!।
কত শত করি খড়্গী উঠ্‌ গেল তল,
শশকী সাগরে পসি বলে কত জল!! (হাস্য)
পারেনি নাড়িতে মোরে শুকসনাতন,
নেড়েচেড়ে শিলা হল নর নারায়ণ,
বেদব্যাস বশিষ্ঠবাল্মীক হল লয়,
অসাধ্য সাধিতে চাস্ তুই দুরাশয়?

ভক্তি। (রোষে) কিসের গরিমা তোর এক চক্ষো পাপ!
যথা তুই তথা রোগ শোক অনুতাপ।
তোরে মেরে হত্যা নাই বরং পুণ্য হয়,
সাক্ষি তার সুবিখ্যাত কর্ণ মহাশয়।
যে না চায় তোর মুখ সেই নর ধন্য,
আর্য্যসমাজের মধ্যে সেই অগ্রগণ্য!
তোর বলে উচ্চ পদ কে পেয়েছে বল,
মোর বলে পরিপূর্ণ দেখ নভস্থল!।

---

*পঞ্চানন, পাঞ্জা, থাবা, নখ,

আমার অনন্ত ভাবে বাঁধা ভগবান,
রাধার অধিক তাঁর কাছে মোর মান !।
তোর জ্বালে পশু পক্ষ জীব জ্বলে মরে,
যেমন প্রদীপ পোড়ে প্রতি ঘরে ঘরে !।
সবে তোর সার ধন তিন কাঠা ধাম,
ধন ধান্য ধনি, যায় আমরা নিষ্কাম !।

স্নেহ। (ব্যঙ্গ করে) দেখা আছে তোর সব বড় বড় জনে,
মরিতে মরিতে বায়ু পর্ণাশনে বনে।
একবার চাখিয়া চাটিয়া মমামৃত,
ভুলিতে পারিলনাক, জনমের মত।
যোগাশক্ত যোগ ছাড়ি ভোগের পশ্চাতে,
চৌরাশী করিল পূর্ণ শুদ্ধ যাতায়াতে !।
ব্রহ্মলোক ভ্রষ্টা গঙ্গা আইল ধরায়,
নহুষ শান্তনু মুগ্ধ আমার ছায়ায় !
মম সখী তৃষ্ণা মনমোহনী সুন্দরী,
শঙ্করে মোহিল যেই জনম-ভিকারী !।
পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ ভণ্ড তপস্বিনী,
আমার জানিত তোর বিতৃষ্ণা কামিনী।
কে তারে জিজ্ঞাসা করে সহজে অগুণা,
দেখিলে সেটার মুখ মৃত্যু জানা শুনা !।
অমঙ্গল অযাত্রা তোদের গোষ্ঠী ভোর,
সর্ব্বনাশি ! কোন গুণে তোর এত জোর !।
আর্য্য সমাজের দেখী করিলি কি দশা,
তোর দোষে দেশ অতি হইয়াছে কষা !।
(বোলে ভক্তিকে আকর্ষণার্থ করস্থ রজ্জু নিক্ষেপ।)

ভক্তি। (রজ্জু ধারণ পূর্ব্বক টানাটানি করত)
আয় আয় মোর নাথ আয় রে দুর্ব্বল,
হেথা সেথা তোর সব স্থানে ঘাস জল !।
নিশ্চিন্ত নির্ব্বিঘ্ন অন্ন তোর ভাগ্যে নাই,
স্বার্থ বিনা তোর মুখে কেবা দিবে ছাই !।

তাই বলি সেবা কর পাইবি প্রসাদ,
যদ্যপি মিটাতে চাস্ সংসারের সাদ!
আমাদের কর্ত্তা জগন্নাথ দেহ-রথে,
দশ অশ্ব যোগে ভ্রমিছেন মোর পথে।
ঘোটকের ঘাশ জল চাই বটে তার,
অতএব ঘাড়ে কর সেই কার্য্য ভার।
ঘাশ ছুলে আটি বাঁধ এই রর্জ্জু দিয়ে,
খ্যওয়া গিয়ে অশ্বগণ অশ্বশালে নিয়ে!!
ঘেশেড়া! ছুলগে ঘাশ নিয়তীর মাঠে,
বহিস্ ভূতের বোঝা কেন ভব হাটে?।

স্নেহ। (ক্রোধ) যত বড় মুখ নয় তত বড় বাত!
সর্ব্বনাশি! একটানে করিব নিপাত!।
পুনঃ পুনঃ বাক্য বানে করিলি জর্জ্জর।
জানিস্‌নে ফুৎকারে হয় প্রবল ফুৎকার?
(স্নেহ পক্ষীয় সকলে রর্জ্জু ধারণ পুর্ব্বক উচ্চৈস্বরে)
দে টান দে টান ওরে দে টান দে টান,
সাগরে ফেলিয়ে আজ বধিব পরাণ।
কৃতঘ্নি! অকথ্য কথা কয় নাই সয়,
খেয়ে দেয়ে নিন্দে নাই নরকের ভয়?

চেতনার প্রবেশ।

চে। হাঁ! হাঁ! হাঁ! (চিৎকার করিয়া) কি অবিচার! এ যে দল বলে ধরেছে, যে ভক্তিকে ওমা কর্ত্তার দশা করে! ও আপদ! ও কষ্ট ও শোক! ও বৈরাগ্য! ও শান্তনা! ও ভাই তোরা সব কোথায়, দেখছিস্ কি, সকলে মাকে ধর; চণ্ডাল স্নেহ পক্ষীয় তৃষা, আশা, ভয়, ভাবনা, আশক্তি, অহঙ্কার, অভিমান, কাম ক্রোধ, লোভ, মোহ, হিংসে, দ্বেষ প্রভৃতি সব অসুরেরা যে মাকে ফেলে দেয়, একেবারে মারে!! ওরে মা ভক্তির গায়ে কি আর সে রকম শক্তি আছে যে আপনী সামলাবে? ও যে ক্ষত বিক্ষত, ধর ধর!!

সম্পদের প্রবেশ।

স। (চেতনার চিৎকারে বিরক্ত হোয়ে)
তুই ছুঁড়ি আবার কি ট্যাঁ ট্যাঁ কচ্চিস্ ?

চে। হাঁ নির্লজ্জ! আমায় বালিকা বলে তুই তুকারী কচ্চিস! ভদ্র সমাজে কখন বসিছিলি? ওরে! আমি একলা নয় যে ধমকে ভীতবি, ঐ দেখ, তোর শিক্ষক "বিপদ" আমার রক্ষক এখানে আছে। বিপদের চাঁদমুখ দেখলেই তোর মুখে চুণ কালি পড়বে দাঁড়া ?

স। (মস্ত পেট, ছোট মাথায় বড় কাণ) হুঁঃ খেঁদা পুতোর নাম পদ্ম-লোচন! সেই দুকাণ কাটা বিপদটার আবার চাঁদ মুখ! বিপদ ছেড়ে বিপদের বাপ "দুরাদৃষ্ট" এলেও আজ ছাড়ব না, সব এক গাড় করব।। জান না যে আমি স্নেহ কংস দূত সম্পদ -অঘাসুর, ওরে আর সকলে আঘায় আমি কখনই আঘাইনে!

বিপদের প্রবেশ।

বি। (চিন্তাযুক্ত বিরস বদন (ওরে সম্পদ! জানিসনি যে আমি এখনি তোর গলাটিপে বারকরব ?

স। কি বল্লি জাটা ? আমার গলা টিপ্‌বি ? তুই ?

বি। আর কে ? মনে নেই ?-তোর মনে নেই, কিন্তু ইতিহাসের মনে আছে!। যেখানে তুই মাথা বাড়য়েছিস্ সেইখান থেকেই আমি তোরে গলাটীপে বার করেছি!।

স। কবে কোথায় রে ?

বি। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিচার যুগে। হরিশ্চন্দ্রের ঘরে, নলের ঘরে, রাবণের ঘরে;-হস্তিনায়, গ্রীশে, রোমে, আরবে, অবধে, অবশেষে ফ্রান্সে! ষেথানে তুই ভক্তির অপমান কল্লেছিস্ সেইখান্‌থেকেই আমি তোরে বার করেছি! বল হাঁ।

স। বেহায়া! আপনার নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করে আবার গর্ব্ব? তাইতে তোর পৌরুষ ?

বি। মূর্খ, মদান্ধ! তবে শোন্‌? এই বেহায়াই তোর গতি করে। ওরে!

স। ওরে তোর মত কত দরিদ্র আমার প্রিয়সখা লোভের দ্বারস্থ, তুই একরত্তি ছোঁড়া, আমার গতি করবি?

বি। তুই অহঙ্কারে অন্ধ আমার অতি সূক্ষ্ম গুণ দেখ্‌তে পাসনি। ওরে যার দর্শন স্পর্শনে অপর লোক অন্ধ হয়, ভাল মন্দ, আপ্ত পর দেখতে পার না, সে স্বয়ং অন্ধ হবে না ত কে হবে?। লোকে খেয়ে উন্মত্ত হয়, তুই না খেয়েই উন্মত্তথাকিস। আমি তোর মত "দৃশ্য সুন্দর" মাকাল ফল নয় বটে, কিন্তু আমার কুদৃশ্য হরিতকীর মত অমৃত গুণে পণ্ডিতেরা,-পণ্ডিতেরা কি মুনি ঋষিরাও মুগ্ধ!। তুই অধম জেনেও মানবিনে, তাই ধর্ম্ম জননীর বদন সরসী নির্গত একটু মকরন্দ বিন্দু তোর কর্ণপুটে ঢালচি। হে কর্ণেক্ষণ* পান কর আর চেতনার চরণে ধর; তবে আমি তোরে ক্ষমা করব!। শোন?—(বোলে)—

(গদগদ স্বরে) চাইনে সম্পদ কৃষ্ণ! মদগন্ধতায়,
মানান্ধ হইয়ে পাছে হারাই তোমায়।
বরদ বরদাকান্ত! যদি হয়ে থাক,
দুঃখিনী কুন্তিরে দুঃখ নীরে ফেলে রাখ।
দুঃখে অশ্রুনীরে বাপ! যতই ভাসিব,
ততই হৃদয় হ্রদে তোমায় পাইব!।
বিপদে বিপন্ন সখা! গজেন্দ্র পাইল,
বিপদে তোমার যশ প্রহ্লাদ গাইল!।
তাই বলি গোবিন্দ! সম্পদে কায নাই,
বিপদে বৈষ্ণবী ভক্তি পাইব সদাই।
যতই পাইব কষ্ট যতই কাঁদিব,
দীন দয়াময় বলে ততই ডাকিব।
যতই ডাকিব তোরে পড়িয়ে বিপদে
ততই বাড়িবেভক্তি হরি! তোর পদে!।
সম্পদে কে কোথা তোরে স্মরে স্মরতাত,!
ছলেতে "সম্পদ বর" দিওনাক নাথ!!

---

* কর্ণেক্ষণ যে কর্ণে দেখে; রাজা, ধনী, বিচারক। যারা শুনে দেখে।

পিতামহের পিতা! কুন্তি তোর পিতৃশ্বসা,
চায় না সম্পদ যায় ভক্তির দুর্দ্দশা!।

(নেপথ্যে আহা! বেঁচে থাক বেঁচে থাক, শব্দ)

যবনিকা পতন।

বাদ্যধ্বনি।

ইতি পঞ্চমাঙ্ক।

ষষ্ঠাঙ্ক।

উপবনে বিপদের পাহারা।

বিপদ। (ছিন্ন ভিন্ন উদ্যান মধ্যে ভগ্নরথের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিতে করিতে—) স্বগত,—আমি অপর পশু পক্ষীরও অপ্রিয় সত্য কিন্তু আর্য্য বনের পশু পক্ষীর কি মনুষ্যের ও আদরের ধন সন্দেহ নাই; তবে অপ্পেয়েরা আবার অন্য বন্দোবস্ত কচ্চে কেন?—প্রকাশ্যে—
" কোই জাগতা হ্যায় শোনেবালে!" (চিৎকার)

যমজ-যুবকের প্রবেশ।

যঃ যু। (মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক) কেবল আমরা, ঠাকুদা! কেবল আমরা (উদর দেখাতে দেখাতে) পেটের জ্বালায় নিদ্রে নেই!

বি। তোরা কে রে? আহা! কি আশ্চর্য্য সম্মীলন! যেন অশ্বিনি-কুমার,—লব কুশ, অথবা নকুল সহদেব!—

যঃযু। আমরা দুর্ভিক্ষের বংশধর ক্ষুধা পিপাশা!! আহার অন্বেষণ কচ্চি বলি এমন সুযোগে আর্য্য বনের "জাতি কুল" পেলেও পেট ভরে।

বি। (বুঝে) স্বগত—ওঃ এরা আমার প্রথম প্রহারের ফল, দেখুক যদি কিছু কর্ত্তে পারে। প্রকাশ্যে,—কিছু পেলি?

যঃযু। কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চিনে!

বি। (সবিস্ময়ে) সেকি, আর্য্যভুমে জাতি কুল নাই? যেখানে কাশফুলের মত জাত কুল বনে হাঁতির পাত্তা থাকে না সেখানে কিছুই নেই?

য যু। যদি "পত্র আড়ালে" থাকে, খুজেত পাইনে!

বি। তবে সব খেয়েছিস বল?

যঃ যু। আমাদের দোহাই দিয়ে আর কেউ খায় হবে।

বি। ও ভাই, চুপ কর সে কথা আর বলিসনে। বাছা দুর্ভিক্ষ আমার দাঁড়াতে পাচ্চে না, নচেৎ তোদের আবার খাবার ভাবনা!

ক্ষু। কেন বাবা দাঁড়াতে পাচ্চেন না কেন?

বি। বাছার পদে পদে "খাল" পড়চে, দাঁড়াবে কোথা!

পিপাশা। ওঃ সে সব বালি পড়ে আবার পূরে যাবে।

ক্ষু। যা চাই তা কই রে?

বি। রস্, আমি আর একবার হাঁক দি (বোলে) জাগো জাগো— (চিৎকার)।

সদাব্রতীর প্রবেশ।

স ব্র। (হাতে খাদ্য খানসামার বেশ ক্ষুধার প্রতি)—

আও বাপজান! ক্যানে দিবা জান,
অনাহার‍্যা ঝুটা "এরীয়া" রৈয়া,
অ্যা বিপদ্যা আর কর না বিচার
পাকা রুটী কাও সুপুত হৈয়া।
কাওয়া পরা গর পাবা নিরন্তর
প্রভুরে ডাকিব্যা ছ-দিন্ পর‍্যা,
জাতি খুল ভয় হ্যাথা নাই রয়,
প্রভুর নামের গুণেতে মরে!

ক্ষু। ওহো, এই জন্যে কারুর দেখা পাচ্চিনে, সব প্রভুই সেবেছেন!

স, ব্র। (পিপাশার প্রতি)

তুই কি বলিস পেয়ারা ছাবাল!
অকালে পকালে* পিবিনে পানি?

ক্ষু। ও বিপদ্দা! সত্যই কি আর্য্যকুল মধ্যে জল নাই!

স। (স্বগত) তবে যা জাহন্নমে। তোদের প্রতি দয়া করতে নেই। (বোলে) প্রস্থান।

---

* পকাল—চর্ম্মনির্ম্মিত জলপাত্র বিশেষ—

স্বার্থের প্রবেশ।

স্বা। (ক্রোধে বিপদের প্রতি) ব্যাটা নেমখারাম! তোরই এসব জালসাজি?

বি। (ব্যস্ত সমস্ত) কারে বলচ খুড়ো!

স্বা। জবাবদিহি যার তারে।

বি। গোলামের অপরাধ!

স্বা। যদ্ধুর হবার। এমন দুঃসময় যখন প্রসাদ পাচ্চে না গোবর ছড়া ভোলেনি তখন আবার অপরাধের কথা জিজ্ঞেসা কচ্চিস্। কিছুই করিসনি। নেকা কান্নার সঙ্গে পরিণাম ভেবে কিছু কত্তে পারিসনে? কিছুই হয়নি। অবশ্য কোন কুচক্কুরে লোক তোর পাহারায় রথে ঢুকেছে। তোর জানত কি অজানত তা আমি বলতে পাচ্চিনি, কিন্তু আছে। আর, তারি কুমতে, কুচক্রে, কুপরামর্শে কুমন্ত্রণায় বা কুহকে আমাদের সকল চেষ্টা বিফল হচ্চে।

বি। (নরম হয়ে) খুড়ো আমিও যেন অলক্ষণ অলক্ষণ ভেবে চিত্তে তোমায় স্মরণ কল্লেম, বলি খুড়োই সকলের মূলকাটী, তাঁরে ডাকি।

স্বা। (প্রশংসা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে) মূলকাটী আমি কি তাঁরা রে?

বি। (আরো তোষামোদ কোরে) সে তাঁরাই হউন আর যাঁরাই হউন, অগ্নি তুমি। হোতা উদ্গাতা অপরে বটে; কিন্তু স্বাহামন্ত্রের দেবতা তুমি বৈ আর কে খুড়ো!

স্বা। (হেসে) কিঅলক্ষণ গুলো কি বলবি? । মৃগ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছে, মৎস্য আধার উগরেছে কি কপোত জাল ছিন্ন করে উড়েছে?

বি। (চক্ষু মুছে) খুড়ো! একবার স্বচক্ষে উপবনের অবস্থা দেখে যদি ভৎর্সনা কর্ত্তে ত আমার দুঃখ হত না। দেখ, শিবা গুলো গায়ের মাংস ছিঁড়ে খাচ্চে, কুকুর গুলো এক পদ উর্দ্ধ করে মুখে লঘু শঙ্কা কচ্চে তবু কেউ নড়চে না!। যাঁর এক প্রহারে এত হল খুড়ো! সে কি না নেমোখারাম? শত্রুর সমাদর কি সহ্য হয়? আর্য্য

ভূমেতে সম্পদ আসবে, এর চেয়ে অমঙ্গল আমার পক্ষে আর কি হতে পারে খুড়ো ?

স্বা। (হেসে) সত্য, কিন্তু এখনো অনেক মাথা দেখছি।

বি। ওসব ভুয়ো মাথা খুড়ো! ওতে মস্তিষ্ক নাই।—তা থাকলে আর পশু গুলো আচড় কামড় করে মরে? মানুষ গুলো উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করে? গু গোবরের ব্যবসা করে?

স্বা। তুই হয় ত এখনো রথের সকল দিক দেখিস্‌নে, ?

বি। সেই দোষেই কি আমার বদলি খুড়ো ?

স্বা। আর কে আসবে ?

বি। কেন, যে পক্ষে তোমার লক্ষ্য!

স্বা। লক্ষ্য ত পাঠশালে রে। তবে আমার লক্ষ্য কোথা নেই বল ? !

বি। বিশেষ কোরে সম্পদের দিকে, আর তারি সম্পর্কীয়দের দিকে।

স্বা। দেখ বিপদ! গুরু, তাঁদের পত্নীরা, "কুমৎ" বাহাদুর কুমার প্রভৃতিরা আমার যত সমাদর করে তত কি আর কেউ করবে ? আহা! তাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম, মান সম্ভ্রম, ন্যায় বিচার দান পুণ্য, বিদ্যা, জ্ঞান সব এক দিকে আর আমি এক দিকে; সব ছেড়ে আমায় দেখে, এমন কি আমার বিহনে পাটী ও বাড়ায় না। বুদ্ধ কি তা করে ?

বি। তা তোমাদের যা ইচ্ছে কর, কিন্তু আমি আর এ অস্থিত পঞ্চকে থাক্‌তে পারিনে, একটা " হেস্ত-নেস্ত " কর যে আমিও অন্য স্থান দেখি।

স্বা। (হেসে) কোথা যাবি রে ?

বি। দেখি, মধ্য-বিষ্ণু-ক্রান্তে হউক আর অংশুমানকেই হউক, শেষটায় পড়তে হবে!

স্বা। দূর পাগল! ভারত ছেড়ে তুই কোথা যাবি। হ্যাঁ বিপদ! তোর সঙ্গীরে সব কোথা ?

বি। তারা বুদ্ধের সঙ্গে জলপথ রক্ষে কচ্চে! এখন জলপথেই যত ভয়। এ দিকে শত্রু না আস্‌তে পায় তার বন্দোবস্ত "হীনতার" হাতে। হীনতা সাহসকে স্থলে নাবতে দিচ্চে না; আর "অধীনতা" বুদ্ধের উপর পাহারা দিচ্চে!

স্বা। হাঃ হাঃ হাঃ (হেসে) সে ভালই হয়েছে ;—তবে, আবার এনেকা ভাবনা কেন ? ভারতকে কি তুই অল্পে ছাড়বি ?

বি। না খুড়ো ও বদলী টদলীর কথা শুনলে আমার বড় দুঃখ হয়, বলি এত করে মরি তবু মানবের মন পাইনে কেন ?

স্বা। বদলীর কথা কে বললে তোরে, সেত আমারি হাতে !

বি। কেন পাঠশাল দে ত ঐ শব্দই শুন্‌তে পাই !

স্বা। কি ?

বি। "উপবনে সম্পদকে "পরমেনেণ্ট" করবার চেষ্টা হচ্চে"।

স্বা। (হেসে) পাগল ! ওরে সে সব সমাচার আমার কাছে শোন। পাঠশালের কুলুপকুঞ্জি সব আমার হাতে !

বি। কেন তাদের কি পেটে মুখে ভাব নেই ?

স্বা। সাধে বলি মুর্খ ! সেটা কি দোষ রে ? সেত জ্ঞান বিদ্যার ফল— ঊনবিংশতী শতাব্দীর আদরের-ধন, সভ্যতার উত্তমাঙ্গ, আর্য্য-সমাজ সংস্করণের প্রধান অবলম্বন ! এরি নাম "দ্বৈতবাদ" * তা জানিস নে ?

বি। সত্যি খুড়ো ! এই দ্বৈতবাদ উপলক্ষেই কি আমার এখানে আমলদারী ?

স্বা। আর কি। এরে আমরা সুসম্বাদ বলি, কিন্তু বৃদ্ধর পক্ষীয়েরা এরেই যত বিষম্বাদের মূল বোলে উপেক্ষা করে !

বি। ওঃ এখন জানলেম; তবে আমার আর ভয় নেই ? দ্বৈতবাদ সাপেক্ষ আছে ?

স্বা। হাঁ, তুই নির্ভয়ে থাক। যার ভয় করিস, সে সম্পদ কি তোর মত আর্য্য সমাজের কৃতদাস ? সে রাজপুত্র, হাওয়া খেয়ে বেড়ায়, বৈরাগ্যের বংশে কেউ থাকতে এ অংশে আসবে না !

বি। (পূর্ব্বদিকু দেখে) উঃ যে অন্ধকার, পবনের গতি রোধ, আলো আস্‌বে কেমনে।

স্বা। (দেখে) বিপদ ! তবে নাকি অন্ধকার তোর আজ্ঞেকারী ? ঐ একটা আলো জ্বলচে।

বি। তুমি আলোয় থেকে থেকে আলোই দেখ, না খুড়ো ?

* দ্বৈতবাদ অবৈদিক বাদ, জীবেশ্বর বাদ-ঃ দ্বিভাবের কথা।

স্বা। কেন, ঐ রথের উপরে বৃদ্ধের আসনে দেখ দেখি ?

বি। (দেখে প্রতিবাদে অসমর্থ) ঐ কালো মিটমিটে আলোটা ও জোনাকি হবে খুড়ো। আলো নয়।

স্বা। (পুনর্ব্বার বেজার হয়ে) তোর ঐ নেকামতেই ত আমার রাগ হয়, বেটা জেনে শুনে বোকা। অতবড় জোনাকি ?

বি। (সিউরে) অতবড় ? আমার পাহারায় বড় জীব! আক্কেলদীর † এক প্রহারেই দুঃর্ভিক্ষের করে সব অস্থি চর্ম্ম অবশিষ্ট, বড় হল কেমনে। কে বিপক্ষ পক্ষীয় "শুভাদৃষ্ট" নাকি ?

স্বা। হ্যাঁ, সে ভেড়ের ভেড়েও এমনি অল্পে অল্পে নারিকেল ফলে জলের মত নিঃশব্দে আসে বটে!

বা। কি আত্মজ্ঞান, খুড়ো ?

স্বা। সে অল্পেয়ে ও নীল জ্যোতি মন্দ গতি; কিন্তু সে তোর বন্ধু বৈরাগ্যের সঙ্গী।

বি। তবে কে, অপূর্ণ বোধ ?

স্বা। সে বেলিকুটে ভক্তির কোল্‌পোঁচা বালক, সে নয়!

বি। (রোদন করতঃ) তবে আর কেউ নয় খুড়ো! ও সেই আমার চিরশত্রু সম্পদ-সর্প, সর্পের ন্যায় তারও পাঁচটা তৈজসাঙ্গ আছে, তাই জ্বলচে গো! সর্ব্বনাশ হয়েছে। (খুড়ো তোমার মনে এই ছিল) বোলে স্বার্থের কোলে পতন।

স্বা। ওঠ ওঠ বিপদ ওঠ (ধরে তুলে) এত বোঝালেম তবু পাগলামী,—সম্পদ কি এখানে "তুই থাক্‌তে" আসবে ?

বি। খুড়ো! পাঠশালের শব্দ শুনে অবধি আমার কেমন ভয় জন্মেছে যে তারে মনে কল্লেও মুচ্ছ যাই!

স্বা। আবার সেই কথা, পাগল! আমি থাক্‌তে সে সব কথার কি কেউ থা পায়। ওরে সেখানে কেবল দাসত্ব। মাইনের ভরসায় "মাইনর দলের" তাই বৈ আর কি, সম্পদ কোথায়। তুই তারেই সম্পদ ভ্রমে মূর্চ্ছা গেলি নাকি (বোলে) হা হা হাস্য। হ্যাঁ সম্পদের তুই কটা অঙ্গ বল্লি, পাঁচটা ?

---

† আক্কেলদী, বিপদের লাঠী।

বি। (সাবধান হয়ে) হ্যাঁ খুড়ো! মান, সম্ভ্রম, সুখ, গর্ব্ব আর অহঙ্কার এই পাঁচ অঙ্গ সম্পদের আর দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও ভয়, আশঙ্কা, রোগ, শোক, সবলের অত্যাচার আর মরণ এই অষ্টাঙ্গ আমার।

স্বা। তা তোর ভয় নেই, সে পাঁচটার একটাও দেখচিনে। বরং তোর অঙ্গই যেখানে সেখানে দেখা যায়।

বি। খুড়ো বৈরাগ্যের বংশে আর কে আছে ?

স্বা। ভালো করে দেখে বলচিস্ না ?

বি। (সাহসে ভর করে) দেখাদেখি কি খুড়ো, সে সব সেই আমার প্রথম প্রহারে দুর্ভিক্ষের করেই শেষ হয়েছে। ক্ষুধা পিপাসার দুর্দ্দশা দেখেও কি বিশ্বাস হয় না ?

স্বা। না, আমার বিশ্বাস হয় না, আর এক ঘা দিয়ে তবে বল। আলোটা নিব্‌য়ে দেখ সব ঐ খানেই আছে!

বি। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! স্বপালিত শিশুকে কি স্বহস্তে হত্যা কর্‌ব। (প্রকাশ্যে) ও "মড়ার উপর খাঁড়ার" ঘা আর কেন খুড়ো!

স্বা (সবিস্ময়ে) মড়ার উপর ?—কেন কেও আদমরা আছে নাকি ? ঐ দোষেই ত তোরে নেমোখারাম বলি!

বি। (লজ্জিত ও দুঃখিত) এই নেও (বোলে) দ্বিতীয় লাঠী *

(নেপথ্যে ত্রাহি ত্রাহি শব্দ)

স্বা। এইবার মরেছে, দেখছি ?

রথ মধ্যে পরকাল চিন্তার প্রবেশ।

প চি। (জীর্ণ শীর্ণ বিবর্ণ, বালবেশ উজ্জ্বল আরক্ত নয়ন, করে একটী মিট মিটে আলো, উর্দ্ধ দৃষ্ট মৃদুস্বরে "রাম রাম" স্মরণ করত)—

হায় বিধি বাম এ তাপিত প্রাণ
কেন এত চায় এ ক্ষীণ দেহ,
বিপদ প্রহারে হয় সাবধান
পুনঃ পুনঃ স্মরি জননী স্নেহ।
পালক আমার! কর হে প্রহার

* দ্বিতীয় আঘাৎ, মহামারী।

বালক অমর পিতার বরে,
পাণ্ডব সদনে শিখণ্ডী* আকার
আছি সে "কু-মৎ" ভীষ্মের † তরে।

বি। (স্বার্থের মন রাখ্‌তে) খুড়ো, এ কি আশ্চর্য্য কথা, আমার প্রহারে মরা বাঁচে তা ত এদ্দিন জানতুম না "আক্কেলদী" কি আমার শুক্রাচার্য্য, মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র জানে?

স্বা। কৈ শেষ একটা ঘা জোরে দেদি?

বি। তাল (বোলে) প্রহারোদ্যত,—

পরকাল চিন্তা পুনর্ব্বার,—

সখা হে তোমার লাঠীর গুণে
এ বনে সবার মুমূর্ষদশা,
জাগিতে মায়ের "মাভৈ" শুনে
কেবল আমারি কোমর কষা!
দীপ নয় যাহা দেখিছ হাতে
"চিন্তামণি ‡" জ্বলে আর্য্যের শিরে,
পরকাল চিন্তে থাকিতে রথে
কু-মৎ পাবে না "সু-মত-হিরে"। ¶
মণি ভেবে বায় পড়েছ ভ্রমে
মণিময়-বেদি "শৌচ আচার"।
ফণি-জিহ্বা হেন্ন করে বিহার
"যম নেম" যথা সঙ্গতি ক্রমে।
কালাকাল্লে কাটি বলীরত্যাচার
সহ সঙ্গীচার পোহাব রাতি,
মারো যত পার নাহি অস্বীকার
নিবিবেনা কিন্তু হাতের বাতী §।

বি। (কাতরস্বরে) হা! তুমি এখনো রথে আবদ্ধ বাপ!—পলতে পারনি?

---

* শিখণ্ডী, দ্রুপদ সুত; বেদশির; জ্ঞানাস্ত্র।
† কুমৎ-ভীষ্ম, ভয়ঙ্কর সংশয়াত্মা অজেয় সন্দেহ।
‡ চিন্তামণি, ধর্ম্মভার। ¶ সুমত হিরে, বিশ্বাস রত্ন। § বাতী, প্রাচীন, পরত্ব

শ, চি। (হাস্যমুখে) পলাতে পারিনে সত্য, — আর পলাবই বা কেন ? তোমার প্রহার যেন শ্রীক্ষেত্রের পাণ্ডার প্রহার। খুড়ো ! যত পৃষ্ঠে পড়ে, ততই যেন প্রিয় সহোদরার সঙ্গে জননীরে মনে পড়ে !

বি। আহা ! ভাইপো রে ! তোর ভগ্নী "চেতনা" আমার বড় নেওটো ছিল — আর তোর প্রসূতী "ভক্তি" দেবীর আমার প্রতি বড় বিশ্বাস !

স্বা। (ক্রোধে) বিপদ ! তুই এই শত্রুর শেষ রক্ষা করে ভালো কল্লিনে। রোস্ তবে আমি ডংকা দি (বোলে) আস্ফালন সিংহ আহ্বান।

ডংকা দিতে দিতে আস্ফালন সিংহের প্রবেশ।

আ, সিং। "থলক দারউইনকা* মুলুক মুর্খ সর্ব্বস্বকা, বন্দোবস্ত, স্বার্থ জমাদারকা" আজ গুরুজ্ঞানাভিমানঃ প্রিয়াজড় বাদিনী দেবীর হৃদয় নন্দন মহাবল "পজিটিভিজম" আর্য্যরথ মেরামত কত্তে উপবনে আসবেন, যে তার হুকুম অমান্য করে রথ খালি না করবে সে অবশ্য আস্তিকের সাজা পাবে। হুকুম কুমৎ বাহাদুরকা। কুড়ুম ধুম২ !! খবরদার খবরদার। যারা স্থাবর জঙ্গম মথন করে, বানর হতে নর, বরাহ হতে বানর করে শাত সমুদ্র লঙ্ঘন করে, সরার মত ধরা আর রসকরার মত নবগ্রহগণকে লয়ে খেলা করে চরাচরে চরে, — পশুকে মানুষ, মানুষকে পশু, জড়কে সজীব ও সজীবকে জড় করে; যারা চতুর্ভুতকে বশীভূত করে একাকার করিতে করিতে সাগর তীরস্থ অভুজ-চতুর্ভুজকেও পরাস্ত করেছে ; তাদের অমতে কোন কাজ করে কেহ আত্ম রক্ষার ভরসা করিস্‌নে করিস্‌নে। ভালোয় ভালোয় রথ খালি কর খালি কর !! মশকও কালে শশক হবে, শশক হবে !! জাতি কুল ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ক্ষুধা পিপাসার পূজা কর, পূজা কর !

ডংকা রবে রথস্থ অচৈতন্য কেহ কেহ সচৈতন্য হয়ে।

ধর্ম্মভয়। উঃ। কে ঘুম ভাঙ্গালে হে ? সত্যবোধ !

সত্যবোধ। (হেসে) ভেব না হে ধর্ম্মভয়। তোমায় একবারে ঘুমপাড়া-

---

* দারউইন, কাষ্ঠ হৃদয় বা কাষ্ঠ প্রকৃতি।

র্থার বন্দোবস্তই হচ্চে!—ডংকা শুনেছ? স্বার্থের বন্দোবস্ত!

ধ,। কে ঘুমপাড়াবে হে!

স। কুমৎ বাহাদুরের শিষ্য পুজ্য "পজিটিভিজম্"!

ধ। সে কে? কৈ এদ্দিন ত তার নাম শুনি নি?

স,। এখন বেস করে শোন্।

ধ,। সে কি রথ মেরামত করবে?

স,। এইরূপ ঘোষণা ত দিচ্চে।

ধ। এখন উপায়?—দাঁড়াই কোথা? এমন নির্ব্বিঘ্ন একান্ত আরামের স্থল কি আর পাব? স্বার্থ কি আমায় মুখ দেখবে না?

স। দেখ কি করে। এদ্দিন রথে আরাম করেছ, এখন পথে পথে আর কি?

ধ। সে কি বলে? সত্যবোধ! সে কি বলে? ভাই!

স। সে বলে,আর্য্য দেশে অত্যন্ত যমের ভয়, তাই মৃত্যুর পর "পুনর্জ্জন্ম" মরণ মান্য কোরে আর্য্যেরা প্রকৃত সুখদায়ী যে 'ইহকাল' তা ভুলে আছে, এবং সেই দোষেই রথ ভগ্ন হয়ে পতিত হয়েছে। অতএব, সেই 'পাজিবেটাজম' মরণ ভয়কে জব্দ কত্তে আমি 'পজিটিভিজম্' এনেছি!

ধ। বল কি হে, যমকে ভয় করে না? এস তবে আমরা (আবার মরি বোল্লে মৃত্যুবৎ) পতন্।

বাদ্যধ্বনি।

স্বার্থের সহিত কুমৎ বাহাদুরের প্রবেশ।

কুঃ বাঃ। (চতুর্দ্দিক দেখে) কৈ. জমাদার! কৈ তোমার ঘোষণার ত কোন ফল দেখতে পাচ্চিনে। এত রাত্র নয়, এ যে ভাক্ত দিন বোধ হচ্চে? নীল পঙ্ক * ক্ষীণাঙ্গ হয়ে যেন নীলাচলে লুকাচ্চে!। তমঃ কৈ? কুআশা কৈ?

স্বা। (হেসে) আমি ত? তখনি বলেছিলেম, মহন্তজি!

কুঃ বাঃ। (সবিস্ময়ে) কি?

---

* নীলপঙ্ক. নিশা।

স্বা। যে এ অনাহূল * দেশে কৃত্রিম রাত্র, রবার নয় !। মহন্তজি ! এখানে সহসানু † অদশের ‡ প্রভৃতি গ্রহ-নাসীর § বর্গ সর্ব্ব সময়ে ও সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্ব কার্য্যে দৃশ্য হয়ে থাকে, তাই দূরবীক্ষণাদিরও প্রয়োজন হয় না ।

কুঃ বাঃ। (বেজার হয়ে নাক্ সিটকে) দূরবীক্ষণাদি কৃত্রিম দর্শনের প্রয়োজন হয় না কেন তা জান ? অন্ধকার অভাবে। অন্ধকার না হলে ত কিছুই হবে না। আমার মেঘনাদের যুদ্ধ আড়ালে আবডালে তা কি তুমি জান না স্বার্থ ! কি বলব, বিপদ কিছুই করে নি-স্বার্থ ! কিছুই করে নি !

স্বা। ওমন কথা বলবেন না মহন্তজি !—যা হয়েছে তারি লাঠীর গুণে নচেৎ এখানে কি আস্‌তে পেতেন !।

কুঃ বাঃ। তবে আলো কেন ?

স্বা। আজ্ঞে, ও একটা অকাল কুষ্মাণ্ড গোচের মাকালফলের দোষে।—তা সে এমন মারত্তক নয়, এখন তখন হয়ে মিট মিট কচ্চে। যার ভয় সে ধর্ম্মভয় আর বেঁচে নেই !

কুঃ বাঃ। কে সেটা ?

স্বা ! সেই ভক্তির একটা চির রোগা ছেলে, খাবি খাচ্চে !

কুঃবা। ওঃ—তাই এক একবার আলো হচ্চে !! তবে কুমারকে ডাকি ? কুমার, কুমার ! (আহ্বান)—

পজিটিভিজমের প্রবেশ।

পজিঃ। (সংশয়াপন্ন চিন্তিত বদন, "সব অনিশ্চয়২" শব্দ করিতে করিতে)—উঃ এ বহু কেলে জীর্ণ রথ; এর মেরামত অনর্থক ; এ সমুদায় ভেঙ্গে গড়াই ভাল। তবু একবার দেখা যাক (বোলে) ওরে কেরে ? মহন্তজী ! রথে কেউ আছে নাকি ?—পলাতে বল পলাতে বল—নচেৎ আমি সব টেনে বার করব !। উঃ হুঁ হেঁইয়া হেঁইরা (টানাটানির পর) পুনঃর্ব্বার, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুমতের প্রতি——

* অনাহূল, পবিত্র। † সহসানু, ক্ষমা। ‡ অদশের, অহিংসা।
§ গ্রহনাসীর, অগ্রগামী সেনা ; কিরণী ষ।

এবড় কঠিন ঠাঁই গুরু শিষ্যে দেখা ন্যই,
তবু শুষ্ক মন্ত্রের প্রভাবে'—
মৃত চক্ষু মেলেচায় মরা গরু ঘাস খায়
নিস্নেহ প্রদীপ জ্বলিছে স্বভাবে!।
গুরু! পিতৃগণ দিয়ে প্রশ্রয় প্রথমে,
গুরুতর করেছেন লঘু এই কার্য্য,
দ্বিতীয় পর্য্যায় উঠে বহু পরিশ্রমে
পতিত ভারতী রথে, বিবেকের রাজ্য।
ত্রিতীয় পর্য্যায় যদি থাকে ভূমণ্ডলে,
অথবা অদৃশ্য দেশ* হতে কোনক্ষণ
পুর্ত্তি এ রথে আসে বুদ্ধির কৌশলে,—
রবি শশি† সত্বে কিন্তু দেখিনে লক্ষণ!

সব অনিশ্চয় সব অনিশ্চয়—গুরু! আল্‌গা পেয়ে আলোটা জমাট হয়ে গেছে, কার্য্য ভাল হয়নি!

কুঃ বাঃ। কে আল্‌গা দিলে?

পঃজিঃ। বাবা তোরাই দিয়েছেন,—তবে তাঁদেরও বড় দোষ নাই, পূর্ব্বে তাঁরাও জানতেন না যে আমি জন্মাব! (সব অনিশ্চয় সব অনিশ্চয়)

স্বা। (দৌড়ে এসে) এমনি বিপদ ও জানত না যে ঐ ছেলেটা বাঁচবে! দৈবের উপর কি বুদ্ধি খাটে মশায়?

পজিঃ। ছিঃ ছিঃ ছিঃ মর্ত্তলোকে দৈবের নাম কেন? সব অনিশ্চয়২। গুরু! আলোটা বদ্ধমূল কুসংস্কারের মত অচল হয়ে জ্বলচে, বলেন কি!। দেখি একবার আমাদের বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকি (বোলে) স্বেচ্ছাচার স্বেচ্ছাচার (আহ্বান)—

একটী কুপের নিকট স্বেচ্ছাচারের প্রবেশ।

স্বে। কি কুমার! কি অনুমতি হয়?

পজিঃ। ভাই স্বেচ্ছাচার! তোমার কর্ম্মকূপে "কাদাজল" ঢের না?

স্বে। পরিপূর্ণ!

পজিঃ। দূর অনৃতভাষী! জগতে কি "সম্পূর্ণ" শব্দ আছে?

---

*অদৃশ্য দেশ, অনুমান কল্পনা। †রবি শশি, জ্ঞান বিজ্ঞান, শ্রুতি স্মৃতি।

স্বে। (দেখে) মশয়! সম্পূর্ণ শব্দ যদি কোথাও থাকে, তবে সে এই আমার কুপে!

পঃজিঃ। পাগল! আবার "নিশ্চয়" শব্দ উচ্চারণ কচ্চে! মর্ত্ত লোকে কি "নিশ্চয়" কিছু আছে? সব অনিশ্চয় আর অপরিপূর্ণ!

স্ব। বিলক্ষণ! আমার কুপ অপরিপূর্ণ? অপরিপূর্ণ হলে কি রথতলা তিজ্বত?

পজিঃ। (দেখে) ও হো, তাই রথ উঠচে না, কাদায় চাকা বসে গেছে!

স্ব। (বেজার হয়ে) নয় "সদাচার" কে ডাকুন!

পজি। ছি-ছি! বেজার হলে হে, এ বিপদের পাহারায় বিপক্ষের নাম কেন?

কুঃবাঃ। রথ বসে গেল তবু আলো নিবল না, তাই বলচেন হে?

স্বে। ইতিপূর্ব্বে গুরুদের কথায় আমি কয়েকবার জল ঢেলে গেচি।

পঃজিঃ। এস আমরা সকলে একবার হাত লাগাই আর তুমি কাদাজল ঢাল, কেমন হে স্বেচ্ছা?

স্বে। ভাল (বোলে) কাদাজল * ছড়ান।

পজি। দেখদি, সকল দিকে পড়ছে ত। শ্রুতি স্মৃতি দেখা যাচ্চে কি?

স্বে। ঐ দেখ ভাই! ধর্ম্মভয়, সত্যবোধ, সরলতা ও সদ্বিচারের শবগুলা ভেসে উঠেছে, জাত্যাভিমান ডোব ডোব আর একতা ত দেখাই যাচ্চে না অনেককাল ডুবে গেছে, আবার শ্রুতি স্মৃতি কি? যদি থাকে তবে সে নাম মাত্র!

কুঃবাঃ। তবু ভাল, কিন্তু আলোটা নিবলো না, তাই ভয় কচ্চে!

পজি। (মনোদুঃখে) কি লজ্জা, কি আক্ষেপ! আমার এত বড় নাম আজ এই ক্ষুদ্র অধঃ পতিত উপবনে লোপ হতে চল্লো। অসারে জল সার কল্লেম তবু আলো নিবলো না? যাই তবে জলবর্দ্ধনের কাছে (বোলে) স্বেচ্ছাচারের কূপে পতন (ঝুপ শব্দ)।

মাথায় হাত স্বার্থের সঙ্গে কুমৎ বাহাদুরের প্রস্থান।

(নেপথ্যে)—শয়তান মরগয়া মগর আওলাদ ছোড় গয়া শব্দ। ইতি প্রথমাভিনয়।

দ্বিতীয়ভিনয়।

বঙ্গ সাগর। নৌকাদ্বয়ে বৃদ্ধ ব্যতিব্যস্ত।

বৃদ্ধ। (দুই পদে দুই নৌকা একত্র করিতে করিতে) উ; কত দিনে এ কর্ম্মভোগ শেষ হবে?— কর্ম্মভোগ বৈ আর কি, কর্ম্মচক্র ভ্রমণ কত্তে কত্তে উর্দ্ধস্থিতকে অধস্থ এবং অধস্থকে উর্দ্ধস্থ করিতেছে; কিন্তু সম্ভাবিত লোকের অসম্মান দুর্গতির কারণ সন্দেহ নাই!। হা প্রিয়ে সামঞ্জস্য! এ সময় তুমি কোথা, আর্য্য দেশে কি নাই?। কাল্! তুই বড় অত্যাচারী, স্বার্থ! তুই বড় অপকারী, স্নেহ! তুই নিত নিচগামী, ভক্তি তুই অন্ধ, ও একগুঁয়ে। স্নেহ, তুই ভ্রমকে ছাড়, ভক্তি! তুই ভাক্তভাব (গোঁড়ামীকে) ছাড়্, স্বার্থ তুই ধর্ম্মভয়কে রক্ষা কর্। ওরে ধৈর্য্য! তুই একবার এই সময় উপবনে যা দি?—

ধৈর্য্য। বাবা! উপবনে কোথা, কার কাছে যাব?

বৃদ্ধ! (অশ্রুলোচন করুনস্বরে) বাপ! উপবনে সেই আমার চির রক্ষক বিপদের কাছে —বিপদকে বল, যে তুই কারুর কথায় ভুলে, দেখিস, যেন আমার প্রিয়গুমেরে ছাড়িস নে?

যে আজ্ঞে (বোলে) ধৈর্য্যের প্রস্থান।

ভক্তি। আহা! বাবার স্নেহের বেগটা যদিও প্রবল, তবু নিচগামী নয় আমার অপত্যের প্রতিই আছে (বোলে) বাবা এই "অপূর্ণ বোধ" নৌকায়, দেখ।

বৃদ্ধ। মা ভক্তি! তোর অপূর্ণ বোধটী অল্প বয়স্কদের প্রিয় দর্শন বটে; কিন্তু আমি জানি ও বড় ছোচা! যার তার ভোগায় ভুলে আপ্ত পর চেনে না। মাগো! আমার ভালবাসা ধন সেই রথে!।

ভক্তি। তবে চল রথেই চল বাবা! আহা! বাছা আমার বিপদের হাতে কত বিপদেই পড়চে! (বোলে) দীর্ঘ নিশ্বাস!।

বৃ। রথে যাব কি মা, রথে এখন প্রকৃত রথো গোল!

ভক্তি। সে কার দোষে বাবা! আমার?

বৃদ্ধ। তোর, মা তোর দোষে। তুই মানসভূমি পরিত্যাগ করে বাহ্যাড়ম্বর রচনায় মত্ত হয়ে এই "অপূর্ণ-বোধকে" প্রসব কল্লি তাই সুযোগ পেয়ে কোত্থেকে স্বেচ্ছাচার এসে কাদায় টানাটানি করে রথ ভেঙ্গে ফেল্‌লে। তুই যদি পত্রপুষ্প ফল জল লয়ে ব্যস্ত না থাকিস্‌ তবে কি এমন হয়?।

ভক্তি। তা কি তোমার অমতে করেছি বাবা, তুমি কি তাতে সন্তুষ্ট হতেনা?

বৃ। ও মা! কবে কি বলেছি তাই বলে কি দেশ কাল পাত্র সময় অসময়, যোগ্য অযোগ্য বুঝ্‌বিনে? হা! আমি ছায়ার জন্য পথঃপার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ করেছিলেম, সে বৃক্ষ যদি ছায়া দেয়, শোভা দেয়, ফুল কি ফল দেয় তাই যথেষ্ট। কিন্তু ছায়া শোভা ফল ফুল দেওয়া দূরে থাক যখন সেই বৃক্ষ পথ রোধ কল্লে, অরণ্যাকারে কেবল হিংস্র জীবের বিহার স্থান হয়ে পল, তখন তার ডাল কাট্‌তে পালা ছাঁটতে কাতর হলে সে যে আরো দুর্গম হয়ে পড়বে রে হাবি!

ভক্তি। বাবা! এখন আর আমায় লজ্জা দিলে কি হবে, তখন স্নেহবশে কিছু বলনি বটে কিন্তু দুর্গম সুগম করা ত তোমারি হাত; এখন কর না কেন?

বৃ! (রেগে) সর্ব্বনাশি! স্বরোপিত বৃক্ষ কি স্বকরে ছেদন করা যায়?

ভক্তি। (হেসে) তাই বুঝি দেশ বিদেশের "কর্ত্তনকার" সব জমা করেছ! (বোলে) "অপূর্ণ বোধের" মুখচুম্বন। (নেপথ্য) ও ল্যায় লঙ্কা! ও তর্ক বাগী! ও মিচ্ছির! ও শাস্ত্রী! ও ওঝা! তা কি হতে পারে, তা কি হতে পারে, শব্দ।

বাত্যে, মস্তরাম কুমৎ ও গোবরা গোঁড়ার প্রবেশ।

বা। কুমত! তুমি তখন যে বল্লে সকলি তোমার, আমার নিজের কিছু নাই, এখন একবার দেখদি? আমি দিশীমাটীতে যে সব বিলাতী গড়ন গড়েচি, তা ত আর তোমার নয়?

কুবা। (হেসে) হা হা হাঃ "পেয়াদার আবার শশুর বাড়ী!"—বাত্যার আবার ভদ্রাসন! (বোলে) কৈ কোথা দেখাও দি?

বা। (হাত উঠায়ে) এস পূর্ব্ব কোণ দ্যাখ?

দৃশ্য দর্শকের প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্ন। তুই কেরে ?

উত্তর। আজ্ঞে আমি উপাসনা।

প্রশ্ন। কার ?

উত্তর। তা জানিনে। বলতে পারিনে !

প্র। আত্ম পরিচয় জানিস্‌নে ? কোন্ দেশী লোক ?

উ। কিছু দেখ্‌তে পাইনে তা জান্‌ব কি ?

প্র। কেউ দেখায় না ?

উ। দেখতে মানা ?

প্র। কেন ?

উ। রূপ মাত্রই "প্রতিমা," তাই দেখ্‌তে মানা।

প্র। তবে কি করিস্ ?

উ। অন্ধের মত চক্ষু বুঁজে বকি আর বলি কদ্দিনে ইহকাল বাদের স্বাধীন দেশে নিশ্বেস ফেলে বাঁচব। হো হো! (হাস্য) এই কি তোমার "উপাসনা" শব্দ।

প্র। তুই কেরে।

উ। আজ্ঞে আমি আহার !

প্র। (সবিস্ময়ে) এ নির্ব্বিকার-রূপ তুই কোথা পেলি ?

উ। কর্ত্তার নির্ম্মিত।

প্র। কর্ত্তার স্বহস্তের ?

উ। (গ্যাঁ ওঁ করে) আজ্ঞে না "রামপ্রসাদী," বিলেতের খরিদ ! হা হা, " বেঁচে থাক সত্যবাদী !"

প্র। তারপর তুই কেরে ?

উ। (মহা কষ্টে কেঁকে কুঁকে) আজ্ঞে আমি উদ্বাহ বন্ধন। উঃ হুঃ।

প্র। তুই চিচি কচ্চিস্ কেন ?

উ। সংস্কার বিহনে আড়ষ্ট, প্রাণ বেরয় বেরয় ! যেন চোরের বন্ধন !

প্র। কেন।

উ। কর্ত্তা যে সঙ্কীর্ণ স্থানে বেঁধেছেন, নড়তে চড়তে পাইনে। যেখান-কার সেই খেনে, যেন "চীনের মেয়ের পা" হয়ে পড়ে আছি !

প্র। হাত পা ছড়াস্‌নে কেন, কর্ত্তা কি মানা করেন ?

উ। ও মশয় ! ও কথা কবেন না, বরং এই খানে বসে সমাজের

সকলকে পাই, হাত পা ছড়াতে গেলেই সর্ব্বনাশ। অমনি চতুর্দ্দিক থেকে গালাগালি চপেটাঘাৎ পদাঘাৎ পড়তে থাকে। কর্ত্তার সাধ্য কি নিবারণ করেন!

প্র। কেন?

উ। কর্ত্তা আপনিই "তাই—তাই" কচ্চেন!

প্র। (হেসে) তাই-তাই কি?

উ। মামারবাড়ীতেও ভাত পাচ্চেন না তাই পঞ্চানন-তলায় *অসামাল হয়েছেন।

(নেপথ্যে) হো হোঃ হা হাঃ হি হিঃ (হাস্য)

কুমঃ। বাহ্যে! এ সব আমার সম্পত্তি, তাই তুমি হজম কর্ত্তে পারনি পরিপন্থির ধন পরিপাক হয় না!।

মরাঃ। সব তোমার নয় হে, কিছু কিছু আমার। অন্ধকারে তদ্দিন সাপ খেলা চলে, যদ্দিন কোন রোজার সামনা না হয়!

কু। তুমি কিছু নতুন মন্ত্র পড়বে না কি?

মরা। সঞ্জীব মন্ত্র!

কু। ছুট্, রথ মেরামত কর্ত্তে আবার মন্ত্র কেন, সে ত বুদ্ধি বলে আর বাহুবলে হবে!

বা। আর দ্রব্য গুণে ছিদ্র কটা বন্ধ করে চাকা কটায় তৈল দিয়ে ঘোরাতে হবে, আর একটু অঙ্গরাগ চাই!

গো। আর কিছু নয়? কেবল তৈল দেওয়াটী শিখেছ?

বা। আর কি?

গো। এ দেবংশে রথের ভেট পূজা চাই তা জান না, মেরামত কর্ত্তে এসেছ।

বা। কেন আমার "উপাসনা" আছে, আবার "পূজা" কি?

গো। আহা! কি সুদৃশ্য উপাসনা যেন এঁড়ের ঘাড়ের ঝুঁটিটী।

মরাঃ। (এঁড়োর-নামে বিরক্ত ভাবে) আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ?

গো। এঁড়ের নামে ব্যঙ্গ হল তবে ষণ্ড!

মরা। ষণ্ডই বা কেন বলবি?

গো। হৃষ্ট পুষ্ট বোলে, আচ্ছা নয় বৃষ!

---

* কৌশিক দেশ।

মরাঃ। উপাসনার সঙ্গে বৃষের উপমা ?

গো। বৃষের ঝাঁপাটী কি দৃশ্য সুন্দর নয় ?

মবা। বাত্যের উপাসনা কি ঠিক সেইরূপ ?

গো। বুঝে দেখ——

(১) যার উপাসনা সে নেই ত তার প্রতিনিধি বা প্রতীক ও নেই ?

(২) শঙ্খ নেই ঘণ্টা নেই ত গালবাদ্যও নেই ?

(৩) ষোড়শোপচারের গন্ধপুষ্প ধূপ, দীপ আসন বসন অভ-রণ না থাক, প্রধান উপচার যে নৈবিদ্দি তাও নেই ? চাতুর্ব্বিধ প্রসাদ উপস্থিত থাকতে যাদের মন উপাসনায় নিবিষ্ট হয় না, তারা যে কেবল ঝাড় লণ্ঠন পাখা কারপেট দেখে আকৃষ্ট হবে অসম্ভব !

বা। তুমি পেটুক !

গো। আর্য্য স্বভাব কি বলে ?

বা। কি আহারের লোভে উপাসনা ?

গো। প্রসাদের লোভে ! । তোমরা কি উপবাস করে উপাসনা কর ?

কুম। ভাই ! ভোজনান্তে উপাসনাই প্রসস্ত। যদিচ আমি উপাসনা করিনে, তথাপি বুঝ্‌তে পারি যে ক্ষুধা কাতরের মনস্থির হয় না ! ।

গো। যে উপাসনা করে না, মানে না, সে উপসনা কি তা জানেও না। সুতরাং তার উপাসনার দোষ গুণ বিচার ম্লেচ্ছের গো বধ বিচা-রের মত অগ্রাহ্য। তথাপি "স্নানান্তে ভজন আর ভোজন নান্তে" শয়নবিধি আর্য্য দেশে কে না জানে ? অতএব বাত্যের " নৈবেদ্য হীন" উপাসনাতে তাদৃশ গুণ কিছু নাই তা আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌তে পারি ! ।

(ভক্তি নৌকায় হরিধ্বনি)।

বা। কেন, আমার ভোজন ?

গো। আহা ! (মাথা নেড়ে) সর্ব্ব সুন্দরীর কেবল নাকটী নেই!

(হাস্য) নাকিস্বরে। হঁা হঁা হঁা।

কুম। কেন ?

গো। সুগন্ধ দুর্গন্ধ বোধ নাই !! পেলেই হল !!।

(দ্বিতীয় হাস্য)

তাও যা হউক, কে রাঁধে কে বাড়ে কে দেয় তার নির্ণয় নাই, তার উপর আবার নিবেদন মন্ত্র নাই, কিছুই ঠিক নাই!

বা। (রাগত) কি বল্লে, আমার ঠিকানা নেই? হল-অব-অল-নেসনস্ দেখনি?

গো। হো হো হো (হাস্য) সেই "খানায়" তোমার নৈবিদ্দি!—তাই কি প্রসাদ বলে পেয়ে থাক? বল সত্য ক'রে বল?

বা। (মুখ বিকৃতি করে স্বগত) বাচাল!। (প্রকাশ্যে) ক্ষুধার তৃপ্তি হেতু আহার তার আবার প্রসাদ অপ্রসাদ কি?

মঃ বা। না নাঃ মন্ত্র হীন আহারটা আর্য্য জাতির নিসিদ্ধ বটে!

বা। আর আমার উদ্বাহ!

গো! হ্যাঁ, সেটা এমনি সঙ্কোচিত ও আড়ষ্ট যে দমফেটে মরে। ভাল এই এত দেশ থাকতে পঞ্চাননতলায় কেন অসামাল হলে? বাত্যে!

বা। ভাই, হাগার নেই বাঘার ভয়, তা কি করি!

স্বার্থ! (হটাৎ উপস্থিত হয়ে) তার সন্দেহ কি, মানুষ কদিক সামলাবে, বরং আর সব সামলান যায়, লোভকে আর বহির্দ্দেশের পীড়াকে সামলান সহজ কথা নয়!। (বোলে) প্রস্থান।

কুম। (হেসে) যা হউক, এর একটাও তোমার নিজের নয় বাত্যে! কিন্তু এ খাস্তা করার চেয়ে তুমি যদি একটু "লিবরেল হও ত ভাল হয়!

বা। কেমন?

কুম। উদ্বাহের বন্ধন মোচন করে মাট ঘাট ও পর্ব্বতের হাওয়া খেতে দেও, দেখ্‌তে শুন্‌তে মিশতে জুলতে দেও! আর কি।

বা। পোড়া সংস্কারের উপরোধে তা পাচ্চিনে বলেই ত মনদুঃখে পুনর্ম্মুষিক হতে ইচ্ছে হয়। (বোলে) দীর্ঘ নিশ্বাস। তবে একটা শ্লাঘার বিষয় এই যে, একাদশীর ভয় নেই! (স্নেহ নৌকায় বিলাপ) হা! কদ্দিনে এ কপোল কল্পিত পদ্ধতির হাত এ ড়াব কদ্দিনে সেই বিশুদ্ধ "ক্যাৎলি কৈ সিষ্টম" প্রচলিত হবে—শব্দ!

মবা। "শুভস্য শীঘ্রং" হে! চল একবার সকলে একত্র হয়ে সমবেত বল প্রকাশ করি?

গো। বাবাজি! তোমার মুখের বলেই আকাশ ফাটে, বাহুবলে আর কায কি?

মঃ। গোবর্দ্ধন! ভাল তুই বল, আমি তোদের সকলের গুরু কি না?

গো। আমরা চাট্টেই গরু, বাবাজি! তুমি একলা নও!

(হাস্য)

অপর তিন জনে। না হে বিষয়কর্ম্মে সংসার ধর্ম্মে হাসি ভাল নয়, দৃঢ় হও?

গো। সংসার কি? আগে তা ঠিক কর, তারপর সাংসারীক বিষয় ধার্য্য হবে।

কুম। সংসার দুনীয়াঁ— প্রত্যক্ষ জগৎ; আর কি।

গো। তবে তোমরা "প্রত্যক্ষবাদ" দুনীয়াদার?

কুম। জলস্থলীয় ভুগোলের নাম ওয়ারল্ড" তাতে সংসার মনুষ্য মাত্রেই man of the world. দুনীয়াদার এতে আর সন্দেহ কি?

গো। তোমরা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও নয় আর ঈশা মূষা ও নয় যে তোমাদের মতে সকলের মত হবে, কিন্তু তোমাদের বড় বড় লোক সব আমার মতে মত দিয়েছে!

তিন জন। (ব্যস্ত হয়ে) কি মত দিয়েছে?

গো। " সংসার নাম মাত্র, কেবল স্বার্থের হাটে বাতুলের মেলা, আর আমরা চার জনেই সেই হাটের নেড়া!"

(হাস্য)

কুম। (গর্ব্বে) কোন বড় লোকটা, বল ত?

গো। শোন?

" What is the world? a term which men have got,
" To signify not one in ten knows what.
" A term which with no more precision passes.
" To point out herds of men than herds of asses!
" In comon use no more it means me-

" Than many fools in same, opinions joined.

মহাত্মা "Churchill."

অর্থ, ।

সংসার কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে।
যা বুঝায়, বোঝে তাহা দশে এক নরে ! !
প্রকৃতাথে এ সংসারে মানুষ খুঁজিলে,
নরাকৃতি " রাসভের-দল " মাত্র মিলে ! !
ব্যবহারে দেখা যায় অন্য কিছু নয় !
"সংসার," স্বভাবাপন্ন বাতুল আলয় ! !

কুম। বাত্যে ! এস আমরা একত্র হই, গোবরা ত পাগল হয়েছে। সকার বকার বক্‌চে।—

মবা। তায় আমায় বড় হারাতে পারবে না, আমার "বেদ ভাষ্যে" নেই এমন সকার বকারিনেই !

কুম। এস তবে মানুষের কায করা যাক্‌গে ?

গো। মানুষ কি ? তা জান ?

কুম। মনুষ্য শব্দে সৃষ্ঠ জীবাগ্রগণ্য, উন্নতপ্রিয় সংসার সুখাস্বাদ বিজ্ঞান ভুক স্বভাবাধীন একটী "অতৃপ্ত জীব" গ্রহণ করা যায় !

গো। (মাথানেড়ে) অন্যে অন্য প্রকার বলেছে।

কুম। কি বলেছে ?

গো। মনুষ্য একটী আশ্চর্য্য জন্তু,—আলোক ও অন্ধকারের মধ্যবর্ত্তী অপূর্ব্ব জন্তু !

কুম। (হেসে) অ্যামন কথা কে বলে হে ?

গো। (শোন)

" What a chimera is man !

" What a coufused chaos !

" What a subject of contradiction ! a professed judge of all things and yet a feeble worm of the earth !
The great depository and guardian of truth and yet a mere huddle of ancertainty !
The glory and the scandal of the universe !

পণ্ডিতবর "Pascal."

অর্থ।

হা! কি অলিক অর্থ বাদের কল্পনা
নিত্য অনবস্থাপন্ন বিমিশ্রি ভাবনা!
হা! কি সংশয়াচ্ছন্ন তর্কের বিষয়
শুভা শুভ দ্বন্দ্ব এ "মনুষ্য" শব্দ হয়!
সর্ব্বজ্ঞ অথচ ক্ষুদ্র পার্থিব কীটাণু,
সত্যপাল, সত্যজ্যোতিরাকর-কৃষাণু!
সামান্য প্রপঞ্চ ভূত-কার্য্য * অনিশ্চয়
অথচ বিশ্বের গ্লানি গৌরব, উভয় !!
(নেপথ্যে) O yes both) উভয় শব্দ।

ইতি দ্বিতীয়াভিনয়।

তৃতীয়াভিনয়।

রথতলায় বিপদের নৃত্য।

বি। ধেই ধেই ধেই বিপদ নাচে
এই যে রথের কাছে কাছে!
দুর্ভিক্ষ অনাহারি মহামারি সহায় আছে!

স্বার্থ। (হেসে) দূর বেটা বেতালা! এমন নাচে তাল নেই? (বোলে) হাঁ পাক্ হাঁ পক্ (বগল বাজান)

বি। কেও, খুড়ো! আহাহা! অন্তর্যামী! খুড়ো আমার অন্তর্যামী।

স্বা। কি, মৌরুসী পেয়ে উন্মত্ত হয়েছিস যে দেখ্‌ছি!

বি। "একৈক সমনর্থায় কিমতত্র চতুষ্টয়ং"—চাচ্চাট্টে মুরুব্বি যার তার আর আনন্দ রাখিবার কি ঠাঁই আছে। খুড়ো, হাঁ, পাক হাঁ পক কি? কোন বাজনা?

স্বা। এ বাজনায় কত লোক মোহিত তা জানিস্‌নে?
(নেপথ্যে) হা হা হা (হাস্য)

চারি জনের প্রবেশ।

ধর ধর ধর শব্দ।

---

* ভূত-কার্য্য, অনির্ব্বচনীয় মায়াকার্য্য অবারস্থিত

কেহ। আমি চাটে্য ছিদ্রে † কীল ঠুকচি (ঠক ঠক শব্দ)—,

অন্য। আমি দেয়াল ‡ চাটে্য ফেলে একটা সটান ঘর কচ্চি (বোলে) তুমি ও টক ঠক কি কচ্চ?

কেহ। হরিনাম কচ্চি? ভেক নিয়ে মালা পেয়েছি তা জানিসনে? এ গুট্‌কে ঘুরলে কি আর ও ছিদ্র টিদ্র বন্দ হতে বাকি থাক্‌বে, সব আপনিই হাব! হত্তেই হবে!! তুই কি কচ্চিস রে?

অন্য; আমি চাটে্য ঘর এক কচ্চি,।

অপর। আমি ঐ পুরাতন দীপটা নির্ব্বাণ করে; একটা নতুন দীপ জ্বালচি।

চতুর্থ। আমি কিন্তু নতুন পথটাই বানাই।

(নেপথ্যে) পোড়া পথ ¶ নিয়েই অনর্থ দেখ্‌চি!।

(গণ্ডগোল)।—

(সকলে ও প্রত্যেকে) তা হবে না, পথ আমার ভাগে।

পথের জন্যে যন্ত্র মন্ত্র চাই। হম্বগ! মন্ত্র কি?

মন্ত্র বলে কি না হয়। চাইনে, তোমার দেবতা হীন মন্ত্র চাইনে।

আঃ তুই বড় ভয়তরাশে। আমার ভাই সেই প্রাচীন-মন্ত্রই ভাল, তাতে বেস জীবন্যাস ও পূজা হয়, প্রসাদ পাওয়া যায়, অথচ ভূতটুত নাবে না!।

হাস্যধ্বনি।

(নেপথ্যে) "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" হায় হায় হায়! সমাজের এখন এমনি দুরবস্থাই বটে! হায়! ঠিক অজা যুদ্ধ, কায কিছুই হবার নয়!

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

পাঠশালা। রমণীদ্বয়ের প্রবেশ।

শিল্প রাণী। (সজল নয়ন) ভগ্নি জড়বাদিনী! আমি বলেছিলুম যে "ব্যস্তের কায শয়তানের" তুই তা না শুনে এই সর্ব্বনাশটা কল্লি?

---

† ছিদ্র জাত্যাভিমান। ‡ দেয়াল, চতুরাশ্রম। ¶ পথ, মত।

জড়বাদিনী। (হাস্যমুখে) কেন, হয়েছে কি ?

শিল্প। তোর কুমার নাকি অভিমানে কুয়োয় পড়েছে ?

জড়। আ কপাল ! তাজ্জন্য আবার ভয় কেন। সে স্বেচ্ছাচারের কূপে স্বেচ্ছা মতে কাদাজল খেয়ে আব্যর তাজা হয়ে আসবে যে !।

শিল্প। ও মা সত্তি, স্বেচ্ছাচারের কাদাজল কি তার "আদাজল" ?

জড়। তা না ত কি, অত বড় হল কোত্থেকে, আমার এ শুষ্ক স্তনে কি রস আছে ?

শিল্প। তবেই রক্ষে !

জড়। বিলক্ষণ, আমার সে "সবরং মৌলা" কুমার কি হটবার দিদি !

শিল্প। তা আমি জানি। (ব্যঙ্গ) পাঠশাল ছেড়ে অবধি কেবল ট্রাএ-"এঙ্গেল" ও "প্যারলেল" পূরণেই ব্যস্থ থাকে না ?

জড়। তুমি আর কি চাও ?

শিল্প। আমি যা চাই দেখবি ত আর ! (উভয়ের প্রস্থান)

(ক্ষণেক নিস্তব্ধ।)

মধ্যবিত্ত গৃহস্থের দ্বার।

গঙ্গা ও হরদাসীর প্রবেশ।

গঙ্গা। দেখ হর ! হেম আমাদের এই সবে নয়ে পোড়েচে এর মধ্যে কত পড়েচে ! এখন মেয়ে পড়াবার বড় সক, না ?

হর। হেঁ, আমাদের স্বর্ণ ইর্নেম পর্য্যন্ত পেয়েছে। বে হয়ে আর পাঠ-শালে যায় না, বর বলে " আমার ঘর চলে না "

গঙ্গা। ও কপাল ! এই দশ বছরের মেয়ে শ্বশুর বাড়ি গেল ? আমাদের হেম বলে মেন না হয়ে বে করবে না !। তার কথা শুনবি ?

হর। ডাক্ না।

গঙ্গা। হেম হেম (আহ্বান)

হেমলতার প্রবেশ।

হেম। (নয়ে প্রবত্ত, উর্জ্জলশ্যামা ; চক্ষু, কর্ণ, নাশিকা, দন্ত, ওষ্ঠাধর সব উত্তম, হৃষ্টপুষ্ট, বাড়ন্ত গঠন। গৌণ, মোজা, পাদুকা আঁটা, দুই কর্ণে দুল দুলচে, মৃদু হাস্যে আস্যে দুগ্ধদন্ত দেখাতে দেখাতে দৌড়ে গঙ্গার নিকটে এসে) কি গঙ্গা দিদি ([illegible]

গঙ্গা। (আদরে মুখ মুচয়ে) এখন কি পাঠশালে যাবে দিদি ?

হেম। হ্যাঁ, এই প্রস্তুত হয়ে বেড়াচ্চি, খাড়ি এলেই যাব।

গঙ্গা। আহাঁ! হেমের উশ্চারণ কেমন শুদ্দ, আবার সাহুভাষা।

হেম। (হেসে) আ হা হা, গঙ্গা দিদি! উচ্চারণকে উশ্চারণ, শুদ্ধকে শুদ্দ, সাধুকে সাহু, সব কথাই ত অশুদ্ধ বল্লি গো!

গঙ্গা। আমাদের কথাই অমনি লো, কত ভুল ধরবি। কৈ হরকে কিছু শোনা দি ?

হেম। জিজ্ঞাসা কর ?

গঙ্গা। আচ্ছা। তুমি কি পড় ?

হেম। বীর কোটা।

গঙ্গা। বীর কোটা কি ?

হেম। বী-বা!

গঙ্গা। দু-বার বী. কি বিবী, হবি নাকি ?

হেম। হাঁ। (হাস্য)

গঙ্গা। বিবী হয়ে থাকবি কোথা ?

হেম। বাংলায়।

গঙ্গা। খাবি কি!

হেম। ব্রেড বটর, ব্রাণ্ডি বিস্‌কিট! আর বলব না (জিব কাটন)।
(নেপথ্যে) "শুনচিস বন্" শব্দ।

গঙ্গা। আচ্ছা বিবী হয়ে বাংলায় থেকে ব্রেড বটর খেয়ে শুবি কোথা ?

হেম। বেড—বিছানায়।

গঙ্গা। কার সঙ্গে ?

হেম। ব্রাইড গ্রম—বরের সঙ্গে।

গঙ্গা। শুয়ে কি হবে ?

হেম। বুয়-বালক।

(হাস্য)

হর। কেবল "বীর-কোটা," আর কিছু পুড়িসনি, হেম ?

হেম। হ্যাঁ আর "গৃহতরঙ্গিণী" কেতাবের "পঞ্চ তরঙ্গ,". পরে শোনাব।

~~কিন্তু বল না এখন গাড়ি ত আসেনি।~~

হেম। ঐ গাড়ি আস্‌চে। তবে তাড়া তাড়িতে কিছু সংক্ষেপে বলি শোন ?—

ইয়ং যুবা ওল্ড বুড়া
ফাদার পিতা গুরু পুরোহিত,
অঙ্কেল জ্যাঠা খুড়া মামা
ফ্রেণ্ড বন্ধু সখা ও মীত!
মাদর মাতা গুরুজন পত্নী
ব্রাদর সহোদর কজিন্ ভাই,
শিষ্টর ভগ্নী শালী ভাউজ,
অণ্ট খুড়ী মামী জেঠাই!
হেসে গাড়িতে উঠে যেতে যেতে দীর্ঘ স্বরে।—
ফাদর মাদর সন ডটরে গ্রেট গ্র্যাণ্ড দিলে,
দাদা দিদী নানা নানী নাতি পুতি মিলে!

হা হা হা, (হাস্য সকলের প্রস্থান।)

(নেপথ্যে) —দেখলি বন্ আমিও এই চাই!।

উত্তর। ওঃ স্ত্রী-শিক্ষে ? তা বটে বটে। এটী আগে হলেই বুড়োর দফা রফা হয় বটে।

ইতি তৃতীয়াভিনয়।

যবণিকা পতন।

চতুর্থাভিনয়।

রথতলা স্বার্থের প্রবেশ।

স্বার্থ। (স্বগত) আমি যেন ঠিক সেই ভাঙ্গা কূলো খানি হয়ে এ সংসারে এসেছি। "মেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হিরের ধার, এ উপবনে থেকে আমার তাই। ধর্ম্মভয়কে রাখ ধর্ম্মভয়কে রাখ। হ্যা, এদ্দিন, ধর্ম্মভয় ধর্ম্মভয় করে কি হল তার ঠিক নেই, আবার তাই!। এমনসব সোণারচাঁদ আশা ভরসা শ্লাঘা, দম্ভ আত্মম্ভরিতা, থাকতে সেই জড় অকর্ম্মন্য ভয় তরাসে পাণ্ডুরোগা ছেলেটাকে রক্ষা কল্লে কি হবে ? বুড়োর মতিচ্ছন্ন হয়েছে তাই, এত অপমান করে

আমার কি ! যারা মান রাখে তাদের মান রাখব কি যারা অপমান করে ? পুনঃ পুনঃ বল্লেম বিনয় কল্লেম, ভয় দেখালেম তবু হাবাতে বৈরাগ্যের সঙ্গ ছাড়লে না ?—আবার আমার ভরসা করে ?—(পশ্চাতে দেখে) হ্যাঁ, এসেচিস আয়, ঐ রথ আর ঐ আলো, দেখ নিবুতে পারবি ?

দুরাশা। (ঘোরাসা মলীন বেশ কদাকার দর্শন, পরুষ ভাষা, হাতে অঙ্গার ও বাস্প পূর্ণ একটী অগ্নিপাত্র আর একটী মুদ্গার, (স্বার্থের প্রতি) জমাদার মোর চিগে থাকুস, গু-পেতনীরা বলচেন !

স্বার্থ। (বিরক্ত ভাবে) গুরুপত্নীদের আর খেয়ে দেয়ে ত অন্য কাজ নেই, কেবল এই স্বার্থের গুহ্যে লেগে আছেন, সাধে বলি ছাই ফেল্‌তে আমি ! ! তা তোর সঙ্গে থাকব কেন ?

দু আঃ। ব্যাস ! তোরে র‍্যাকলা * রেকৃলে বগ্‌দে † যাবিনে ? পক্ষি-পাতী হৈবিনে ? তাই মুই পগ্যাল্যাম্ ‡ !

স্বা। আমিভুলে পক্ষপাৎ না করি তাই গুরুপত্নীরে তোরে আমার উপর প্রহরী পাঠিয়েছেন। আচ্ছা, আমিও তাই চাচ্ছিলেম, বলি এ পক্ষের কেউ সঙ্গে না থাকিলে শেষ ধর্ম্ম ভয়কেই না সঙ্গে করি ! তা তুই কি রথ তলার আলো নিবাতে পারবি ?

দু আঃ। নিবাতি না সকি তউ ধুমাই র‍্যাঁথবুঁ !

স্বা। আর ?

দু আঃ। আর ইয়া মুদ্গুরী ঘায় চাট্যা গুয়া ¶ অ্যাক করি ম্যাক্ গাড়ি দিবুঁ !

স্বা। কেমন করে ?

দু আঃ। তা জান করিনি ! গু-গ্যানভান জান করে !

স্বা। তুই জানিসনে, গুরু জ্ঞান অভিমান জানেন ? ভাল । ঐ তিনিও আশ্চেন ! (বোলে) হাস্য।

জ্ঞানাভিমানের প্রবেশ।

জ্ঞা। (দুরাশাকে পশ্চাৎ করে) স্বার্থ ! ভাবচ কি ? এই দেখ সব কলে কলে সারব।

---

* ব্যাকলা, একেলা † বগদে, ভুলে। ‡ পগ্যাল্যাম্, আইলাম।
¶ গুয়া চিদ।

স্বা। (দেখে) তাই ত ঐ গুণস্থত্র গুলো সব চরকা কাটচে, না ?—ঐ যে আসিজীবীরে সব কৃষিজীবী হয়েছে। দেখচি!

জ্ঞা। কৃষিজীবী কি হে! সব মসিজীবী হয়েছে। পরে ক্রমে ভিক্ষা-জীবী হবে!।

স্বা! আর সেই সেবাদাস গুলো?

জ্ঞা। তারা হা হা হাঃ (হেসে) এখন উল্‌টে সেবা নিচ্চে!

স্বা। তবে উলট পালট বল?

জ্ঞা। আর কি, তাই চাইও ত?

স্বা। হ্যাঁ জলসারের পর আর কি; বেশ হয়েছে। এখন রথ আপনি চল্‌বে। কিন্তু চলন্ত গরুর লাঙ্গুল ধরে টান দিচ্চনাকি?

জ্ঞা। সে গরু গুলোর ভরসা কি হে! সে ত সব উদরস্থ হতে চলেছে; দেশী বিদেশীয় খরচে সে সব আর কদ্দিন থাকবে!

স্বা। আহা- হাঃ গুরু! যেমন নাম তোমার তেমনি গুণও বটে; সব সত্য সত্যই বলচ!।

জ্ঞা। ওহে আমাদের গুণ জ্ঞান যা কিছু আছে সে সব তোমার মুখ চেয়েই আছে! স্বার্থ! যেমন রামের বানর কটক সব বিভীষণের মুখ চেয়ে থাকত, আমাদের ভূগোল থেকে ত্রিকোণমীতি পর্য্যন্ত যত বিদ্যা, আর ভূতত্ব থেকে প্রাণীতত্ব পর্য্যন্ত যত বিজ্ঞান সব তেমনি তোমার মুখাবলোকন করিয়া প্রবৃত্ত আছে, তুমি না থাকলে সব বৃথা, কিছুই কিছু নয়।

স্বা। গুরু! এই জন্যেই বৈরাগ্যের সঙ্গে আমার "আদা কাঁচকলা" দেখ সে বৃদ্ধের সঙ্গ নিতেই আমি আর্য্য সমাজ ত্যাগ করে পাঠশালে আড্ডা নিয়েছি, বলি তোমাদের শিক্ষা বলে যদি আবার আমার আদর সম্মান হয়! জ্ঞানের সম্মুখে বৈরাগ্য তুচ্ছ, বৃদ্ধ এখন সেটা একেবারে ভুলে গেল গা?

জ্ঞা। (হেসে) হুঃ সেটা কি সাধে, সে আমার গিন্নীর প্রসাদে!

স্বা। আহা হাঃ তাঁর গুণের কথা আর বলব কি? গুরু! ওমন কলকাটি নাড়তে চক্ষে ধূলো দিতে আর দ্বিতীয় নাই।

হুঃ আ। (হেলে দুলে রথে বাষ্পীয় ধোঁয়া দিয়ে) মুই ও হঙ্গে হঙ্গে অচ্চি! (বোলে) খিল, খিল হাস্য আর প্রস্থান।

আশক্তির প্রবেশ।

আশক্তি। (বেশ্যা বেশা লম্বোদরী কুটীল ভাষিণী রথের দিকে কটাক্ষ পাত পূর্ব্বক (হেসে) আহা আবাল বৃদ্ধ অনির্ব্বাচনে আলিঙ্গন কল্লেম তবু তৃপ্ত হলেম না কেন ?

পরকাল চিন্তা। রাক্ষসী ! আমায় খা তবেই তৃপ্ত হবি !—(স্বগত) দেখি তুমি আমায় খাও কি আমি তোমায় ?

আঃ। (রথের উপর লক্ষ্য করে) কেরে পরকালচিন্তে ! আরে তোর জন্যে আজ জ্ঞান গুঁড়ো + গায়ে মেখে মেম সেজে এসেছি, বলি রাঙ্গা কোল দেখে ঝাঁপিয়ে পড়বি। আয় আয় (নিম্ন স্বরে) আজ পেট ভরে পকাল ভাত, (উচ্চৈ স্বরে) তোর চাঁদ মুখের চুম খেয়ে প্রাণটা যুড়াই !। আহা ! আমার বিলাস ক্ষেত্রে তোর ভোগ পেলে আর কি চাই রে ? সর্ব্বনেশে ! (ক্রোধে দন্ত কড়মড়)

পঃ চিঃ। আহা। মাসীর কি ভালবাসা ! ছেলেদের ফেলেও বনপোর আশ্রিত !

আঃ। পোড়াকপাল আমার ! উপোস কর্ত্তে—একাদশী কর্ত্তে, তোর আশ্রিত হব ! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা ? ওরে আমার ভয়ে তোর বাপ মা সব দেশ ছাড়া, তুই আবার সাধনা কচ্চিস, এক কটাক্ষপাতে তোরে নিপাৎ কর্ত্তে পারি (বোলে) পাঠশালের দিকে প্রস্থান। ইতি যবনিকা পতন।

গৃহস্থের শয়ন গৃহ।

দম্পতির প্রবেশ।

পতি। (বয়েশ চল্লিশের উপর চাকরী ব্যবসা। অর্দ্ধ শিক্ষিত উন্নতি প্রিয়। দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী ঘরে, দ্বিরাগমনের পর আর দর্শন স্পর্শন হয় নি, কোন প্রকারে অবসরলয়ে গৃহে আসিয়া রাত্রে পর্য্যঙ্কে বসে নবোড়ার মুখাবরণ খুলিতে উদ্যত হয়ে, এক হাতে পত্নীর একটী হাত অন্যহাত ঘুঙ্গুট পটে।)

আদরিণী ! এস, খোল শশাঙ্ক বয়ান, ।
ক্ষুধার্ত্ত চকোরে কর (ক্ষণেক থেমে) হাস্য সুধা দান।

+ জ্ঞানগুঁড়ো. পদার্থ বিদ্যা।

পত্নী। (বয়েশ ত্রয়োদশ উত্তীর্ণা কিশোরী, প্রথম পতি সংযোগে যদিচ হর্ষোৎফুল্লা তথাপি মনঃক্ষিণ্ণা সঙ্কোচিতা অপ্রসন্না ও রসাভাস বিরতার ন্যায়, এক করে মুখাবরণ ধারণ পূর্ব্বক অধো মুখে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করতঃ (স্বগত)—

বোধ না জন্মিতে, পতি না চিনিতে
করি কণ্ঠে পিতে কিঙ্কিনী গেঁথে,
দেশাচার ডরে, বিবাহের পরে
হায়! পাঠশালে দিলেন না যেতে!।

পতি। নবোঢ়ার শ্লেষোক্ত কাতরোক্তিতে দন্তহীন বৃদ্ধ ভুজঙ্গের মত উত্তেজিত প্রায়,—

কি বল্লে ললনা! দ্বিবার বল না
প্রবীন জানে না বাসিতে ভাল?

পত্নী। (বুঝে কিছু মুখ তুলে)

জান তাই নাথ! বলি, যুড়ি হাত,
ভালবেসে কৈ জানাও ত ভাল?

পতি। (ভরসা পেয়ে)

কি চাও বলনা? ছলনা ছাড়ি!

পত্নী। (একটু মুখ খুলে মুচকে হেসে)

বল? যে নে যাবে সায়েব বাড়ী!

পতি। (মনে মনে) উঃ কি "ইন্টেলিজেণ্ট" শিক্ষে পেলে প্রকৃত মেম হবে। (প্রকাশ্যে হর্ষে)

তা নয়, মেমকে ডাকায়ে ঘরে
শেখ, গুণ জ্ঞান মনে যা ধরে!

পত্নী। (স্বামীতে বেস দোজবরেরগুণ লক্ষ্য করে গলা ধরে)—

হ্যাঁ নাথ! আমার হইতে মেম
ছেলে বেলা থেকে মনের আশা!
ক্ষমি অপরাধ, পুরাও সে সাধ,
ভালবাসা ধনে রেখ না চাসা!

পতি। [প্রাণে প্রাণ পেয়ে স্বগত) এমন মাগ মেম হবে আমার কি অনিচ্ছে — প্রকাশ্যে—

মেম যদি হবে বল প্রিয়ে তবে,
কোন ভাল গুণ মেমেরা ধরে,
কেন বারে বারে, মেম হইবারে
প্রাণ সহ তব রসনা ঝরে ?

পত্নী। (মুখ খুলে কোলে বসে)
লেখা পড়া শিখে মেমেরা স্বাধীন
শাশুড়ী ননদের ধারে না ধার,
এইত প্রধান গুণ, সমীচীন,
ক্রমে আরো গুন করি হে প্রচার ! ।১
ছড়াহাঁড়ী ঝাড়ু, জাঁতা ঢেঁকী তাড়ু
চুলো ফোঁকা দায়ে পড়ে না তারা,
সিন্দুর মাথে না ধরে করে খাড়ু
সোহাগ রাখিতে হয় না সারা ! ।
নাক কাণ ছিদে পরে না ভুষণ,
যে ভূষণে নাই শোভার সু-বাস,
পরে না সে বাস, দেশের দূষণ,
পরা না পরা সমান যে বাস ! ।৩

পতি। (প্রশংশা করে মুখচুম্বন পূর্ব্বক) আ মরি আ মরি বেস বেস !।
যথার্থ প্রিয়ে ! এগুলো নিরর্থকই বটে ! আর ?

পত্নী। আর —
মাথে না সর্ষপ তবু ধপধপ
করে সাদা অঙ্গ শারদা হেন,
সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়ে চরণ
সদা সুচিকন কমল যেন !৪
সুন্দর পোষাক করে পরিধান
সুন্দর আলয়ে নিবাস করে,
সুন্দর নগরে সুন্দর উদ্যান
সুন্দরী স্বচ্ছন্দে একাকী চরে ! ।৫
আনন্দ উৎসবে ভোজন ভজন,
ক্লবে রিউনিয়ন * মেমেরা করে,

সম সত্ব, পাত উপরে প্রভুত্ব,
পতি উপার্জ্জনে তালাক ধরে! ।৬
পতি উপার্জ্জিত ধনে অধিকার
মেম বিনে অন্যে জানে না কেহ,
তায় হাত দিতে পতি পতি.পিতে,
পারেন নাক চায় ত্যজেন দেহ! ।৭
রূপ যৌবনের গর্ব্বে মনে মনে
ভরা পরাজীত-পতি অনুরাগ!।
হাসিতে খেলিতে পরকিয় সনে।
নাই পাপ ভয়, লজ্জা, বিতরাগ! ।৮
সন্তান প্রসবি নাহি দেয় স্তন
তবু বাল-অঙ্গে বল না ধরে,
তাই বারে বারে মেম হইবারে
প্রাণ-পতি মোর রসনা ঋরে! ৯

(পতির উত্তর না পেয়ে নিম্ন স্বরে) রোস জব্দ কচ্চি।

(বোলে) যদি প্রাণেশ্বর! ভালবাস বড়
মেম করে প্রেমে-সাহেব হও,
ডুলী পাল্কী-ছাড়ি গাড়ী ঘোড়া চড়,
নতুবা ....(চুপ) ১০

পতি। (নতুবা শুনে বিভ্রাট ভেবে) নতুবা! কি প্রিয়ে?

পত্নী। (সময় বুঝে) নতুবা—বুঝে নেও?

পতি। (বুঝতে না পেরে হাত যুড়ে আদর করে,
(শেষ) পায়ে ধরে। আদরিণী বল, "নতুবা" কি,
আমায় কোন দণ্ড দেবে?

পত্নী। (একান্ত করায়ত্ব দেখে)—চরণ পূরে দি?

পতি। (ভাব না বুঝে আশঙ্কায়) কোথা?—

পত্নী। (হেসে) কোথা কি, বলি অপূর্ণ পাদ পূর্ণ করি?

পতি। (স্বগত) কি পা দিয়ে গল্প পূর্ণ করবে?

পত্নী। (বিরক্ত হয়ে স্বগত এ সব গল্প, ভাল দেখব প্রকাশ্যে
না, বলি "নতুবা"— .

পতি। (স্মরণ করত) ওঃ সেই শেষোক্ত পদটী, হেঁ, প্রিয়ে! "নতুবা" কি খুলে বল দি?

পত্নী। খুলব না আরো ঢাকব (বোলে) পুনর্ব্বার মুখ ঢাকিয়া বিমুখ, বসিয়া ক্রোধ ভরে উচ্চৈস্বরে নতুবা একাকি শুইয়ে রও!!।—

পতি। (স্বগত) একি, অকস্মাৎ প্রথম প্রণয়েই গরল উত্থাপন!। এ যে প্রকৃত মেমের পন দেখচি। আমি সাহেব হই না হই গিন্নি হ মেম না হয়ে ছাড়বেন না, এখন উপায়?। (ক্ষণেক চিন্তা)—

(নিম্ন স্বরে)। যদি "না" করি তবে রাত ত সব সুখাশার সহিত যাগরণেই পোহাবে। আবার যদি "হাঁ" করি তবে চুল বিক্রয় হয়, ঋণ গ্রস্থ হতে হয়!। এই জন্যই অধিক বয়েসে দ্বিতীয়বার বিবাহ কর্ত্তে বিজ্ঞ লোকে নিষেধ করে!। জা হউক, খেপালে চলবে না, রাজি করে কাজ নিতে হবে (বোলে প্রিয় বচনে) তার জন্যে ভাবনা কি প্রিয়ে! আজ কাল সাহেব আর মেম হতে কি বিলম্ব লাগে। কালি মেম সায়েবকে ডেকে তোমায় সুশিক্ষে দেব কিছু ইংরিজী পড়ে শুনে তবে মেম হলে ভাল দেখাবে না? তদ্দিন আমার অবস্থাও উন্নত হতে পার্‌বে, কারণ স্ত্রীভাগ্যেই ধন, কেমন?

পত্নী (অশ্রু নয়নে) তোমরা আজ কাল কেবল ধনটাই চেন, ধনের ব্যবহার জান না। যদি ঘরে পত্নী কেঁদে মল তবে সে ধনে ধিক্ সে ঘরে ধিক্ এবং সে পুরুষকেও ধিক!—

জানি জানি হে নবীন আর্য্য সভ্যতার জারি
বড় পেট ধন্নাসেঠ ঘরে কাঁদে নারী।।
কেবল রাখিতে চাও করে ছড়াহাঁড়ী।
সুসিক্ষিতা নারী আমি তাকি হতেপারী?

পতি। সেকি প্রিয়ে! প্রিয়বাদিনী-পত্নীর অপেক্ষা ধন প্রিয়?

পত্নী। তা ত কথায় বল্লে চলে না কাজে দেখাওত বটে?

পতি। দেখাব প্রিয়ে দেখাব, একটু ধৈর্য্য ধর আমার তেমন সময় হলে আর বল্‌তে হবে না, আমিও সাহেব হব তোমাকেও মেম করব।

পত্নী। (রোদন) হাঃ ঈশ্বর! কেন এমন পতির করে দিলে। হাঃ আমি এ প্রাণ আর রাখবো না, কোন্ দিন কি করে বসবো, মাগো! এত অনাদরে বেঁচে আছি, এত অপমানেও ঘরে আছি?—

তারামনীর প্রবেশ।

তারামনী। (তত রাত্রে সহদরের শয়ন ঘরে রোদন ধ্বনি শুনে ধড়্ মড়িয়ে উঠে উপরে দেখে স্বগত) বৌয়ের গলা না ? কেন ?—যে চঞ্চলা তাই ভাই বুঝি ধমক ধামক দিয়েছে)। (নিম্ন স্বরে) আহা ! একরত্তি রক্তে ছানা সামলাতে পারেনি তাই ককিয়ে উঠেছে বুঝি। প্রকাশ্যে—

ভাঃ ও রামদুলল বলি ও রামদুলল ?

রামদুলল। (ভগ্নির আহ্বান শুনে লজ্জায় মুখে কাপড় দিয়ে) কেন দিদি তা বলি কে কাঁদে বৌ ?

রাম। হুঁ, ও আপনার বাপ মাকে মনে করে কাঁদচে।

তা। আহা ! ও বড় নির্ব্বোধ, তা দেখো গায়ে হাত টাত্ তুলো না, বনের পশু একবারেই কি পোষ মানে ভাই ?

রাম। না দিদি তুমি পাগল হয়েছ। (নিম্ন স্বরে) আমার আপনার প্রাণ নে টানাটানি পড়েছে রাত পোয়ালে পুনর্জ্জন্ম, গায়ে হাত তুলব ?।

পত্নী। কেন তোমার আবার কি, মত্তে আমিই মরব !

পতি। যে ধনুক ভাঙা পোণ তোমার প্রিয়ে ? তাতে আমারি জীবন সংশয়, তোমার কি ? ভালবাসি বলে কি এত অপরাধ করেছি, যাত্তে লোক নিন্দে তাই কত্তে জোর কচ্চ ?

পত্নী। কেন যে সব কুপুষ্যি একত্র করে পুশ্‌ছ ওরা কি আমার গার রক্ত খাচ্চে না ?

পতি। (বুঝে) আহা ! অমন কথা বলোনা প্রিয়ে ? ওরা অনাথ উপায়ান্তর রহিত, তোমার শরণাগত, কোথা ভাসয়ে দেবে ?

পত্নী। (চক্ষু মুচিতে মুচিতে) তবে আমিই নয় ভাগি। নয়ন জলে ভেসেও যদি তোমার মন পেলাম না, তবে নয় জাহ্নবীর, নয় ! সেই জর্ডনের জলেই ভাসব ?

পতি। (স্বগত) সর্ব্বনাশ ? এ কি এই বালিকার স্বকল্পিত কথা ? না এ সব সেখান বোধ হচ্চে, অবশ্য এর মূলে কোন চতুর স্বার্থসাধক শিক্ষক আছে, নচেৎ আস্‌তে আস্‌তেই এত সাহস, এত স্বত্ব, বোধ [illegible]

শাণিত বুদ্ধির ধার, (জানানা শিষ্টম) ক্ষুর হইতেও প্রখর? (প্রকাশ্যে) ভাল প্রিয়ে? মেম হয়ে তোমার এমন উজ্জ্বল শ্যাম কান্তিকে কেন কুণ্ঠিত করবে?

পত্নী। (বুঝে পুনর্ব্বার রোদন) হায়! আমি এত করে কত কি মাখি তবু স্বামী বলেন শ্যামা! (দীর্ঘ নিশ্বাস) হা!

শৈশব শিক্ষার বীজ কেমনে উপাড়ি,
অঙ্কুরিত হৃদে যাহা বর্দ্ধন উন্মুখ!
পৌডর মাখিলে কি মুখ কুণ্ঠিত হয়?
কোন মেমের মুখ কি দেখনি?
(ক্রোধে) চায় চুল বিকায় ও চায় প্রাণ যায়
পুরাব মনের সাধ সেধনা তাহাতে বাদ
অশিক্ষিত সঙ্কুচিত অনুন্নত প্রায়!
(নির্ভয়ে) মাখিয়ে সাবান ধোব অঙ্গমল
পাদুকা পরিয়া বেড়াব ঘরে,
ভুলিব না পন কর যত ছল
যত বা লাঞ্ছনা ননদী করে!!
মাটিতে বসিয়া খাবনা ভোজন,
তৈজস বাটীতে খাবনা ডাল,
দেও কপ্, গ্লাস দারিদ্র মোচন!
দিওনা সে বুড়ি বালাম চাল,
অঞ্চলেতে অঙ্গ ঢাকিয়া শীতে
হি হি কোরে কেঁপে মরিব কেন?
কোট পরে টেড়ি কাটিব সিঁতে
নাচিয়ে বেড়াব ময়ূরী হেন।
(হেসে) চেয়ারে বসিয়া কেতাব পড়িব
নড়িতে চড়িতে লোটাব গৌণ,
তব কর ধরে গাড়িতে চড়িব
কাঁদে ভর দিয়ে বেড়াব টৌন?

পতি। শ্লাঘা শ্লাঘা — আজ কাল এ বয়সে এমন অ্যাকমপ্লীষ্ট নবীন ওয়াইফ, শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নাই, সকল ছেড়ে এর রক্ষনেই

সংসার সুখ নিশ্চয়, তথাপি (মাথায় হাত দিয়ে)

পত্নী। তথাপি আবার কি ?

পতি। কারে রাখি! যে আয়, তায় চাকরী পেশা-কেরাণীদের কেবল মান সম্ভ্রম রাখাই কঠিন, পাঁচ জন পরিজন প্রতিপালন মাত্র সম্ভব, মেম হইবার খরচ কোথা (দীর্ঘ নিশ্বাস) হা আমি ধনে প্রাণে গেলেম ? ধন প্রাণ ত যাবেই মুখে কালি চুণ না পড়ে!—এখন করি কি ?

(নেপথ্যে) আহা! আর্য্য-সমাজের এখন এই দশাই বটে।

যবনিকা পতন।

উন্নতি সভা ও ধর্ম্ম প্রচারকের প্রবেশ।

উঃ সঃ। (যথা যোগ্য বেশ, সৌহার্দ্দ প্রকাশ পূর্ব্বক] ভাই ধর্ম্ম প্রচারক সেই বিষকুম্ভ পয়োমুখী "জড়বাদিনীর" কথা কিছু শুনেছ ?

ধং প্রঃ। হাঁ শ্রুত আছি, সে নাকি দুরাত্মা বিষয়ানুরাগকে আশক্তি রাক্ষসীর সহিত সম্মীলনার্থ নানা কল কৌশলে আর্য্য নয়নে ভেল্‌কি লাগাচ্চে ?

উঃ সঃ। কেন তা জান, আমাদের একাবশিষ্ট অবলম্বন সেই পরকাল চিন্তাকে আক্রমণার্থ!

ধঃ প্রঃ। [একটু হেসে) সখে! তুমি যে এতদিনে সেটা বুঝেচ অতীব আনন্দের বিষয়!

উঃ সঃ। (নম্রতার সহিত) সখে! উনবিংশতির উপরোধে কে কে না প্রবঞ্চিত হয়েছে!—কিন্তু এখন, ঠেকে শিখলেম।

ধঃ প্রঃ। সুখের বিষয় কিন্তু সে দুর্ম্মতি "বিষয়ানুরাগ" কি বলে ?

উঃ সঃ। তার মুখের কাছে দাঁড়ায় কে ? সে বলে—

"True Science can be combined with positive religion!"

.. পদার্থ বিদ্যাকে সত্য ধর্ম্মের সহিত সংযোগ করা যায়।

ধঃ প্রঃ। (হেসে) কিন্তু আমি সুনেছি যে—

True Science and current science are two different things

never to live together, the one being as natural, pure and heavenborn, as the other of impure matter.

উঃ সঃ। ভাই, এরা সব কত্তে পারে, কেমন লোক বঞ্চনা কচ্চে ?

ধ প্রঃ! ভাই হে! আমার সবে ধন নীলমণি সেই "পরকাল চিন্তা" বৈ অন্য সায়েনস্ চিন্তা নাই তা ত তুমি জান ? আর সেই জন্যে স্বজন মধ্যে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে আমায় যত দ্বেষ ঘৃণা পরিহাস ব্যঙ্গ বিদ্রুপ সহ্য কর্ত্তে হয় তাও ত তুমি জান ?

উঃ সঃ। জানি বলেই জানাতে এলেম ভাই, বলি প্রাণাধিক পরকালের আমাদের যেরূপ শোচণীয় অবস্থা, কিছু উপায় করা চাই!

ধঃ প্রঃ। সে জন্যে ভয় কি, ভাবনা কর না ভাই!— সে " ব্রহ্মবীজ ;" রাক্ষসীর উদরে জীর্ণ হবার নয় মূশলের মত নির্গত হবে!।

উঃ সঃ।হা হাঃ হাঃ (হাস্য)

ধঃ প্রঃ। সে দেখতে যেমন রোগা দুর্ব্বল চলৎশক্তি হীন কার্য্যকালে সেরূপ থাকিবে না তখন তড়িৎ বেগকেও পরাস্ত করে।

উঃ সঃ। সত্য, তথাপি আশক্তির রাক্ষসী মায়ায় বড় আকর্ষণী শক্তি ভাই ? তাই ভয় হয় ?

ধঃ প্রঃ। হেসে) তা জান না ভায়া ? আশক্তির স্বভাব ক্ষণিক তৃপ্তি, পতিব্রতার ন্যায় এক পরায়নতা নাই, প্রত্যুত কুলটার মত— বারাঙ্গণার মত একের পর অন্যের প্রতি তদন্তর অপরের প্রতি ধাবিতা হয়; তার সাধ্য কি " পরকাল চিন্তার " অনিষ্ট করে ? পরকাল আমাদের স্থির ধীর গম্ভীর দৃঢ়প্রজ্ঞ ও চিরতৃপ্ত ! নিশ্চয় ! ।

উঃ সঃ। যথার্থ। তথাপি তারে একাকী সহায় হীন রাখাটা যুক্তি সঙ্গত হয়না। ভাই হে! সপ্তরথী বিজয়ী মহারথী অভিমন্যু আমাদের কেবল অসহায় হইয়া মারা পড়বে। মহারথী ভীষ্ম ও পৃষ্ঠরক্ষক সেনা রাখিতেন, শস্ত্রভৃতাগ্রণী সীতাপতি ও একাকী সমরে যেতেন না সহজকে সঙ্গে রাখিতেন। সপ্ত লোক বিজয়ী শুম্ভ

---

* সত্য ও প্রচলিত নামক দুটি (Seience.) বিজ্ঞান বাস্তব পৃথক বস্তু কদাপি একত্র হইবার নয়। একটি যেমন স্বর্গীয়, শুদ্ধ, স্বভাবসিদ্ধ পদার্থ অন্যটী তেমনি অশুদ্ধ ও পার্থিব।

একাকী সমর করে শেষে রমণী হস্তে ও নিধন হয়েছিল!। তাই বলি এস আমরা সকলে মিলে তারে রক্ষা করি?

ধঃ প্রঃ। অহো ভ্রাত! তোমার এই উপদেশটিকে আমি ব্রহ্মাস্ত্র বোধে হৃদয় কোষে রক্ষা করিলাম, দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় নিক্ষেপ করিব সন্দেহ নাই!

উঃ সঃ। ভ্রাত! আশক্তি সামান্যা অবলা নয় প্রবলা প্রশ্রয় প্রাপ্তা অবলা, স্ব কুহকে সমাজ শুদ্ধ, সমাজ কি ধরা শুদ্ধ শাম্রাজ্যকে আয়ত্ত করে ভ্রমণ কচ্চে, কুমত কি বড় বড় বীরগণকেও পদানত করেচে। অতএব আমাদের নিশ্চিন্ত থাকা এবং বালককে এ সময় রথতলায় একক রাখা উচিৎ নয়। এস আমরা দুজনে প্রেমালিঙ্গণে সংযুক্ত ও এক মত হই?

ধঃ প্রঃ। তথাস্তু ভ্রাত! তথাস্তু। " কিমানন্দ মতপরং " (কোলা কুলির পর) তবে আর একটা গুপ্তকথা বলি, কিন্তু দেখ ভাই! যেন ছয় কান না হয়?।

উঃ সঃ। (ব্যস্ত সমস্ত মুখে কান দিয়ে) আমি তোমাতেই আত্ম সমর্পন কল্লেম ভাই! বল?

ধঃ প্রঃ। আহা! পরম পিতা আমাদের এ সম্বন্ধ চিরস্থায়ী করুণ (বোলে) ফুস ফুস।

উঃ সঃ।(আনন্দে) কে, সেই "সামঞ্জস্যদেবী?"

ধঃ প্রঃ। হ্যাঁ, সেই সাধারণ সম্পত্তি।

উঃ সঃ। (নিম্নস্বরে) কোথা?

ধঃ প্রঃ। এই মগধ-বঙ্গের মধ্যে?

উঃ সঃ। বল কি?

ধঃ প্রঃ। হ্যাঁ, এইখেন দেই সাগর সঙ্গমে স্বামীর উদ্ধার করবেন!

উঃ সঃ। (হাত তুলে) চুপকর ভাই চুপকর। (হেসে)
এস তবে আমরা এই গানটী গাইতে২ একবার নবদ্বীপে যাই!।

গীত।

ছায়া নট। আড়খেমটা।

আয় রে কেশব যাদব মাধব আমরা সবাই মিলে যাই।

বিপদকালে মরাহালে মানো অপমানো নাই। ২
আয় রে হরি ত্বরাকরি, ব্রজনাথে সঙ্গে করি,
মারিতে কুমৎ- করি * দুই শত পঞ্চ ভাই। ৩
শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হয়ে, বাবাজীরে বলে কয়ে,
রাখিলে মগধে লয়ে পান্‌তাভাত বাতাস্‌দে খাই। ৪
আয়রে ইত্যাদি। বাদ্যধ্বনি ।যবনিকাপতন।

সাগর সঙ্গমে নৌকাদ্বয়।

বৃদ্ধ। (কষ্টে নৌকাদ্বয় একত্র করত) ভক্তি! ও গো তোরা কে কে হেথা?

ভক্তি। ঠাকুর সকলেই আছি।

বৃ। কৈ, কি কর্ত্তব্য কিছু স্থির হল মা!

ভ। তুমি আপনি স্থির কর্ত্তে পাচ্চ না ঠাকুর আমরা কি করব!

বৃ। (বিরক্ত হয়ে) ওঃ স্নেহ! তোরা কে ২?

স্নে। নৌকায় লোক ধরে না, কত নাম করব।

বৃ। সব স্বার্থের ফৌজ না?

স্নে। আমরা কিন্তু আছি, ভাল বাবা! ইহকালচিন্তে বেস গুলজার রেখেছে। 'স্বেচ্ছাচার' জলছত্র আর "হটকার" সদাব্রত খুলে খুব সুবিতে করেছে, তুমি শুনবে না দেখবেনা তা কি করি।

বৃ। আমাকে কি ঐ সদাব্রতভুক্ত হতে বলছিস? তাস্কে কি আমাতে আমি থাকব?

স্নে। প্রায় আপনাতে আপনি আছ! কেবল চক্রুটী সার হয়েছে যে? বিস কোথা

বৃ। (রোদন) হায়রে স্নেহের বশে পরকাল গেল,
আচার বিচার গিয়ে স্বেচ্ছাচার এল!

ভক্তি। (অশ্রুফেলে) বালাই! আমার সব সেই প্রাচীন রথে আছে যাবে কেন? শত্রুরা যাক্‌!

স্নেহ। (ব্যঙ্গ) যায় নাই বটে কিন্তু যায় যায় প্রায়,
কুমার ধরেছে টিপে গলা!

---

*ইহকাল পরত্ব বিষয় প্রেমত্ত।

সম্পদে আনিতে আমাদের অভিপ্রায়,
পাঠশালে সাঁজ সন্ধ্যা এই শলা।।

বৃ। আমায় এখানে আনলে কে রে?

স্নে। আমরাই।

বৃ। স্নেহ! তোরা আমার সকলেই সমান, বলদি, আমার
" পরকাল চিন্তে " কি বেঁচে আছে?

স্নে। (বিরক্তভাবে) এখনো সেই অনামুখোটার নাম কচ্চ,
" পরকাল " পরলোকে গেছে তা কি শুন নি?

ভক্তি। বালাই, শত্রু যাক, সর্ব্বনেসেরা সত্য কথাকি
জানিস নে!। (বৃদ্ধকে) বাবা তোমার পরকাল
বিপদের পরিক্ষোতীর্ণ হয়ে নিরাপদে আছে!

স্নে। আর সব গেছে।

বৃ। কেমন কোরে (বোলে) ক্রোধে অধৈর্য্যএবং
পদস্খলিত হয়ে সাগরে পতনোন্মুখ
ভক্তি নৌকা হতে " ধর্ম্মভয় " উঠিয়া। পদ্যে ২ (বোলে) বৃদ্ধের
দুই বাহু ধারণ পূর্ব্বক——

একা স্নেহ কিম্বা ভক্তির যোগে
আর্য্যতরি এই ভারত—জলে,
ভাসিবে না, তাই যোগ ও ভোগে,
" সামঞ্জসী " এস জল ও স্থলে!

বৃ.। (সাবধান হয়ে) সত্য কথা, এখন প্রিয়ে "সামঞ্জসী" না এলে
আর প্রওল নাই!

স্নে। বাবা আমার ঐ ভক্তি সর্ব্বনাশীর কথায় আপ্তবিস্মৃত
হচ্চ? —ও আপনি ভিক্ষে করেখায়, তাই তোমাকে ও
ভিখারী কত্তে চায়! ওর কি দয়া মায়া আছে, ও কেবল
শিলে খানি!—পাথর। —

ভক্তি। হ্যাঁরে, তা জানি। আমি ভিক্ষে করেও আত্মরক্ষা করি কিন্তু
তোর পুট্‌লীবাঁধা রোগ আরোগ্য হবার নয়।আমি সংসার
সুখ দুঃখে পাথর বটে, কিন্তু সামান্য পাথর নয়, তোর গুণাগুণ
পরিক্ষের কষ্টি পাথর! —

বৃ। ওরে তোরা আবার কলহ আরম্ভ কল্লি, যা কর্ত্তে হবে তা শোন ?

ছাড় ছাড় গৃহ কলহ বিবাদ
ভাই বোন্ তোরা মিলিয়ে সবে,
বিবাদে কারুর পুরেনি সাধ
ভাল ফল নাই বিবাদে ভবে।
বিবাদে রাবণ অমর—বিজয়ী
সবংশে নিধন বা—নর করে,
শত সহোদর কুরুবীর বর
ভাই ভাই বাদ করিয়ে মরে !
যথা যথা ভাইবিরোদ বিষম
লেগেছে আগুণ তূষের মত,
এই মতে সব হইবে বি-সম
ঘরে ঘরে যুঝে যাদব হত।
কর্ রে মিলন তোরা দুই জন
আমার কাযে কোমর বাঁধি,
পরস্পর কর কর্ রে গ্রহণ
বাঁচারে আমারে উঠেছে আঁধি।
যাবত প্রেয়সী না আসি মিলিছে,
করে করে ধরি ধররে তরি,
কাল ক্রমে ভয় অধিক বাড়িছে,
আমিও পিতার চরণে ধরি !।

হিংসা। (স্নেহ নৌকা হহতে বিকট বদন প্রকট পূর্ব্বক) আবার সেই সর্ব্ব গ্রাসীর নাম। আবার তারি করে বাছাদের সমর্পণ করবে, তা হবেনা-, সতীন ঘর আর করব না !

বৃ। (রাগ) সর্ব্বগ্রাসী তুই কি সে ?

ক্রোধ। (ওমনি যমদূতের মত বৃদ্ধের রসনা কর্ষণ পূর্ব্বক দণ্ড উঠাইয় (কৃচ্ছ্র স্বরে) চুপ ২। বাহাত্তুরে চূপ।।——

বৃ। বাক্‌রোধ। প্রিয়ে "সামঞ্জসি" ! (বোলে)দুই, নৌকায় পতন।

ইতি ষষ্ঠাঙ্ক।

সম্পূর্ণ

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পুংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৪	১৭	Solicity	Solidity
[illegible]০	১	মনোদর	মনোদহ
৯৯	২৯	নির্ব্বিঘ্ন অশ্ম	নির্ব্বিঘ্ন অন্ন
১০৪	২১	সেবেচেন	পেযেচেন
১১৪	১৬	তারাই	রাই
১১৫	[illegible]	[illegible]তিজত	ভিজত
১২০	২১	ভোজন--নান্তে	ভোজনান্তে
১২৩	১৫	উন্নতপ্রিয়	উন্নতিপ্রিয়
১২৩	১২৮	Ancertainty	Uncertainty
১২৫	২১	ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক	লোপ হইবেক
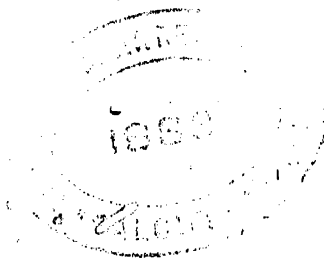
উপসংহার

প্রিয় পাঠক,

বর্ত্তমান সমাজের প্রবৃত্তি দেখিয়া " আর্য্যসমাজ " নটের বেশ ধারণ করিয়াছে বটে, কিন্তু বাস্তব সে নট নয়। তুমি বিচক্ষণ দূরবীক্ষণের সীমা উল্লংঘণ করিয়া দেখ এই বেশধারী নট তোমার পরমাত্মীয় উপদেষ্টা ও হিতাকাঙ্খী বন্ধু ইহার সৌন্দর্য্য বাহ্য নয় আন্তরিক, কদর্য্য হইলেও স্বপাক অন্নের মত অমৃতবৎ প্রায়। ফলে যেমন হরকণ্ঠে হলাহল, হরিবক্ষে ভৃগুলতা বাসবাঙ্গে সহস্রাক্ষ ও শশাঙ্কে মৃগাঙ্ক তেমনি আর্য্যসমাজের অনৈক্যতা অজ্ঞতা বাহ্যাড়ম্বর প্রভৃতি দোষ শোভার কারণ বরঞ্চ জীবনের কারণ হয়। আমরা যত বিশ্বাসহীন বিতণ্ডাপ্রিয় জড় বাদী আড়ম্বরাশক্ত হচ্চি, পক্ষান্তরে সমাজও ততই দৃঢ় বিচারবান ভক্ত শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞান লোলুপ পরকাল পরায়ণ হচ্চেন কিনা তাহা দেখ! আর্য্য ধর্ম্মকে যত প্রপীড়িত ও যত বিপদগ্রস্থ হইতে দেখিবে ততই পরীক্ষোত্তীর্ণ ও ঘনিভূত বিবেচনা করিবে। সমাজ-কটাহে বিশ্বাসদুগ্ধ পাক করিতে ধৈর্য্যাদি বৈদান্তিক অগ্নি এবং বৈধ বিচার রূপ ইন্ধন আবশ্যক; দেখো! নির্জ্জলা খাঁটী দুগ্ধে যেন বেনোজল মিশ্রিত না হয়।

Our remedies oft in ourselves do lie.

কবি সেকসপিয়রের এ কথায় কি আমাদের শ্রদ্ধা আছে? যদি থাকে তবে বৃদ্ধ সমাজের পুনরুত্থান নামক দ্বিতীয় খণ্ড লিখিতে কোন সৎ পুত্রের লেখনী নৃত্য করিবেই করিবে। তিনিই ধরাতলে ধন্য হইবেন ইতি

শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষাল।